উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৩,৮৪৭.১৫ (-৩৭৯.৯৩)

নিফটি : ২২,৩৯৯.১৫ (-১৩৬.৭০)

ভারতীয় ওষুধ শিল্পে শঙ্কা

আমেরিকা শুল্ক বাড়ানোয় ভারতের ওষুধ শিল্পে আশঙ্কার কালো মেঘ তৈরি হয়েছে। কেননা আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া ভারতীয় পণ্যের বড় অংশই ওষুধ ও ওষুধ তৈরির কাঁচামাল। » ৭

কমল রেপো রেট

রেপো রেট কমাল রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। ঋণনীতি পর্যালোচনা বৈঠক শেষে রেপো রেট ০.২৫ শতাংশ কমিয়ে ৬.০ শতাংশ করা হয়েছে। ফলে কমতে পারে বাড়ি-গাড়ির ইএমআই। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	২১°	২৮°	২২°	২৯°	২১°	২৯°	২১°

সামনে তাকাও, নাইটদের বার্তা কিং খানের » ১২

শিলিগুড়ি ২৭ চৈত্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 10 April 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 320

অন্তহীন লজ্জা...

লাঠি উঁচিয়ে শাসানি পুলিশের। লাথি পড়ল শিক্ষকের গায়ে। কসবায় ডিআই অফিস চত্বরে। শিলিগুড়ির হাসমি চকে পথে বসে প্রতিবাদ চাকরিহারাদের। বুধবার। ছবি : আবির চৌধুরী ও সূত্রধর

নিন্দার ঝড়

- মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের পরও স্কুলে ফিরতে নারাজ চাকরিহারারা
- চাকরি ফেরত চেয়ে জেলায় জেলায় বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস ঘেরাও কর্মসূচি
- কসবায় শিক্ষকদের ঠেকাতে লাঠি চালায় পুলিশ
- শিক্ষককে লাথি মারার ছবিও ভাইরাল হয়েছে নেট দুনিয়ায়
- সরকারের প্রতি শিক্ষকদের অসন্তোষ আরও চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে
- বিক্ষোভকারীরাই প্ররোচনা দিয়েছিলেন, পালটা যুক্তি পুলিশের

শিক্ষকদের লাঠি, লাথি পুলিশের

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ এপ্রিল : গিয়েছিলেন চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি নিয়ে। দাবিপূরণ দূরের কথা, দাবি নিয়ে আলোচনাও হল না। বরং শিক্ষকদের পিঠে পড়ল পুলিশের লাঠি, এমনকি লাথিও। কলকাতার কসবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসের সামনে ওই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি টের পেয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামে সরকার।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরিহারা রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের একাংশ বুধবার শুধু কলকাতায় নয়, সব জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে বিক্ষোভ দেখায়। কসবা ছাড়াও কোথাও কোথাও পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় বিক্ষোভকারীদের। তবে সবকিছু ছাপিয়ে যায় কসবায়। যেখানে অফিসের ভেতর শিক্ষকরা ঢুকে পড়লে বেধড়ক লাঠিচার্জ করে পুলিশ। কোনও শিক্ষককে লাথি মারতে দেখা যায় পুলিশকে।

এতে বেগতিক বুঝে দুপুর ১টার কিছু পরে রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম কোথাও শিক্ষকদের বিক্ষোভে বলপ্রয়োগ না করার জন্য সব পুলিশ সুপারকে নির্দেশ পাঠান। কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাও স্বীকার করেন, ভুল হয়ে গিয়েছে। যদিও বিক্ষোভকারীরা প্রথম প্ররোচনা দিয়েছিলেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। কিন্তু চাকরিহারাদের অভিযোগ, পূর্বপরিকল্পিতভাবে তাঁদের মারধর করা হয়েছে। তাঁদের পেটে লাথি মারা হয়েছে।

লাঠির আঘাত দেখাচ্ছেন এক শিক্ষক। কলকাতায়।

সমাজমাধ্যমে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, 'আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে চাই, এভাবে আপনি প্রতিবাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে পারবেন না।' শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী, বুদ্ধিজীবী মঞ্চের বক্তব্য, 'পুলিশ দিয়ে শিক্ষকদের লাঠিপেটা ও পদাঘাতে নেতাজি ইন্ডোরে মানবিক মুখ দেখানোর যে ভনিতা মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন, তা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খসে পড়ল।'

আন্দোলনকারীদের ওপর বলপ্রয়োগের কথা স্বীকার করেও সাংবাদিক বৈঠক ডেকে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বলেন, 'সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, পুলিশকে মারধর করা হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশকে তো পদক্ষেপ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী ভরসা দিয়েছিলেন। আমরা চাকরিহারাদের পাশে আছি। সমস্ত সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রয়েছি। তা সত্ত্বেও কারও প্ররোচনা বা উসকানিতে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।'

কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা বলেন, 'এই ঘটনা কাম্য নয়। পুলিশেরও অনেকে আহত হয়েছেন। পুলিশ কারও বিরুদ্ধে নয়। পরিস্থিতি বাধ্য না করলে পুলিশ বলপ্রয়োগ করে না।' চাকরিহারারাদের ওপর হিংসাত্মক

এরপর দশের পাতায়

অবৈধ নির্মাণ রুখতে র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : বিল্ডিং বিভাগের ঘুঘুর বাসা ভাঙতে একাধিক পদক্ষেপ করছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। অবৈধ বিল্ডিংয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম তৈরি করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, দ্রুত বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করাতে মাসে দু'বার এমএমআইসি বৈঠক হবে। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে হেল্প ডেস্ক তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু দপ্তরে কর্মীসংকট না মেটানো গেলে কোনওকিছুই সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে মনে করছেন দপ্তরের আধিকারিকরা।

বিরোধীদের দাবি, শিলিগুড়ি পুরনিগমের বর্তমান বোর্ড চাইলেও কর্মী নিয়োগ করতে পারছে না। রাজ্য সরকার শূন্যপদে স্থায়ী কর্মী নিয়োগের অনুমতি দিচ্ছে না। যদিও পুরবোর্ডের কর্তাদের দাবি, প্রয়োজন হলে কর্মী নিয়োগ করা হবে। শিলিগুড়ির সিপিএম কাউন্সিলার তথা পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ মুন্সি নুরুল ইসলামের বক্তব্য, 'বিল্ডিং বিভাগে তো কর্মীর অভাব রয়েছে। আমাদের সময়ে বিল্ডিং ইনস্পেকটর নিয়োগ করা হয়েছিল। এখন তো তাঁরা নেই। আগে কর্মীসংকট দূর করুক পুরনিগম, তারপর তো কাজ হবে।' পালটা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য,

এরপর দশের পাতায়

রপ্তানিতে বিশেষ সুবিধা নয় বাংলাদেশকে

ইউনূসকে কি বার্তা ভারতের!

নিউজ ব্যুরো

৯ এপ্রিল : নেপাল, ভুটান ও মায়ানমারে পণ্য পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ আর ভারতীয় ভূখণ্ডে যানবাহন পরিবর্তন (ট্রান্সশিপমেন্ট) করতে পারবে না। এতদিন এই সুযোগ পেত বাংলাদেশ। ২০২০ সালের ২৯ জুনের এক আদেশে বাংলাদেশকে ওই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভারতের সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস (সিবিআইসি) মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে ওই সুবিধা বাতিল করে দিয়েছে। মঙ্গলবার থেকেই নতুন নির্দেশ কার্যকর হয়েছে।

এতে নেপাল, ভুটান বা মায়ানমারে পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের কোনও অসুবিধা হবে না বটে। কিন্তু ভারতীয় ভূখণ্ডে যানবাহন বদলের সুযোগ আর পাবে না। শিলিগুড়ির কাছে ফুলবাড়ির মতো কিছু স্থলবন্দরে সীমান্ত পার করে এতদিন পণ্য নামিয়ে দিত বাংলাদেশ। নেপালের গাড়ি সেখান থেকে সেই পণ্য নিজেদের দেশে নিয়ে যেত। নতুন নির্দেশে কোনও স্থলবন্দর বা বিমানবন্দরে ওই সুযোগ থাকছে না বাংলাদেশের।

মাত্র ক'দিন আগে বিমস্টেক সম্মেলনের ফাঁকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বৈঠকের পর আচমকা দিল্লির এই সিদ্ধান্তে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। নিজেদের সমুদ্রের অভিভাবক বর্ণনা করে চিন সফরে গিয়ে ইউনূসের মন্তব্য এবং নিজের দেশে চিনা অর্থনীতির সম্প্রসারণে আমন্ত্রণ জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে ভারত এই সিদ্ধান্ত নিল বলে কোনও কোনও মহল অনুমান করছে।

যদিও অন্য সূত্রের মতে, ভারতের বিশেষ করে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের আবেদনের ভিত্তিতে নয়াদিল্লি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই জল্পনার সমর্থন মিলেছে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনের ডিজি অজয় সহায়ের কথায়। কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বুধবার বলেন, 'নিজেদের পণ্য রপ্তানি করতে আর জায়গার অভাব হবে না আমাদের। আগে বাংলাদেশকে জায়গা দিতে গিয়ে আমাদের সমস্যা হত।'

তিনি স্পষ্ট করেই জানান, জামাকাপড়, জুতো, রত্ন ও গয়নার ব্যবসায় ভারত ও বাংলাদেশ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন। অজয়ের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি আছে বুধবার ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে। যেখানে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের পণ্য ভারতীয় ভূখণ্ডে যানবাহন বদল করায় আমাদের স্থল ও বিমানবন্দরে চাপ পড়ছে। *এরপর দশের পাতায়*

মেয়েকে কী বলব, প্রশ্ন চাকরিহারা শিক্ষিকার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : হাতে মাইক নিয়ে চাকরিহারা এক শিক্ষিকা বাকি সহকর্মীদের উদ্দেশে বলছিলেন, 'বাড়িতে আমার ছোট মেয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'মা তুমি আর কেন স্কুল যাও না? তোমার কি কিছু হয়েছে? আমার মেয়েকে কী বলব? আমি অযোগ্য হয়ে গিয়েছি? তাই চাকরি বাতিল হয়ে গিয়েছে। আর হয়তো সকালে স্কুলে যেতে হবে না।'

বুধবার শিলিগুড়ির রাস্তায় দাঁড়িয়ে এমন অজস্র প্রশ্ন তুললেন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তবে, সকলের কথা থেকে একটা কথা পরিষ্কার, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই আশ্বাস দিন, চাকরি হারানোর জন্য রাজ্য সরকারকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন ভুক্তভোগী শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীরা। চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে বুধবার শিলিগুড়িতে দিনভর তাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। রাস্তায় বসে পড়েছেন, মানববন্ধন করেছেন। আবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসের কোলাপসিবল গেটে তালা মেরে বিদ্যালয় পরিদর্শককে আটক রেখেছেন। যোগ্যদের তালিকা প্রকাশের দাবিতে স্মারকলিপি দিলেও দিনের শেষে শূন্য হাতেই তাঁদের ফিরতে হয়েছে। তবে এদিনের পর আরও বড় আন্দোলনে নামার কথা চাকরিহারারা জানিয়ে রাখলেন।

বুধবার দুপুর ১২টা নাগাদ শতাধিক চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কের সামনে জড়ো হন। এরপর তাঁরা মিছিল করে হাসমি চকে গিয়ে বসে পড়েন। সেখানে চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে মানববন্ধনও করেন। পরে ফের মিছিল করে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসের সামনে পৌঁছান। প্রথমে বিরাট পুলিশবাহিনী অফিসের বাইরে আন্দোলনকারীদের আটকে দেয়।

এরপর দশের পাতায়

যেন খেলনা গাড়ির সঙ্গে টক্কর। রংটংয়ের বাঁকে। বুধবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

ক্লাস ফাঁকি, ইউনিফর্ম পরেই পার্কে আড্ডা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৯ এপ্রিল : স্কুলে ক্লাস চলছে। অন্যদিকে, স্কুল ইউনিফর্ম পরেই পার্কে বসে চলছে ছাত্রছাত্রীদের আড্ডা। নকশালবাড়িতে এমন ছবি প্রতিদিনই ধরা পড়ছে। নকশালবাড়ি খেমচি পার্ক, কালীবাড়ি পার্ক, বিডিও অফিসের পার্ক, বাসস্ট্যান্ড হয়ে উঠেছে পড়ুয়াদের আড্ডাস্থল। আর এই আড্ডার আসরে প্রায় প্রতিদিনই ঝামেলা লেগে থাকছে। বাইরে থেকেও প্রচুর তরুণ দলবেঁধে বাইক নিয়ে পার্কে এসে আড্ডা জমাচ্ছে। সেখানে অশ্লীল ভাষা, মেয়েদের হাত ধরে টানাটানি, সিগারেটে টান, নেশার আসর চলছে প্রকাশ্যে। শুধু তাই নয়, মাঝেমধ্যে দুই দলের মধ্যে ফিল্মি কায়দায় মারামারিও চলে। প্রতিদিন এমন দৃশ্য দেখে তিতিবিরক্ত আশপাশের বাসিন্দারা। স্কুলের শিক্ষকরা বলছেন, পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েও কাজ হয়নি।

নকশালবাড়ির পার্কগুলি এখন দুপুর থেকেই উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের আড্ডার আসর। স্কুলে ক্লাস না করে ইউনিফর্ম পরেই ছাত্রছাত্রীরা ভিড় জমাচ্ছে পার্কগুলিতে। আশপাশের গ্রাম এলাকা থেকেও বাইক নিয়ে হাজির হচ্ছে উঠতি তরুণের দল। পার্কে প্রকাশ্যেই কোথাও নেশার আসর বসছে। কোথাও আবার স্কুল পালিয়ে আসা কোনও ছাত্রীর সঙ্গে অশালীন আচরণ করা হচ্ছে। এমন বেশ কিছু ভিডিও ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। খেমচি পার্ক, কালীবাড়ি পার্ক, বিডিও অফিসের পার্কের পাশেই রয়েছে একাধিক সরকারি হাইস্কুল। এইসব পার্কে আড্ডা দিতে আসা স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে ঝামেলা মাঝেমধ্যে এতটাই বেড়ে যাচ্ছে যে, এলাকার জনপ্রতিনিধিদের ডেকে তাদের শান্ত করা হচ্ছে। অভিযোগ, এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশেই রয়েছে এসআই এবং বিডিও অফিস। সকলে বিষয়টি দেখেও চুপ থাকেন।

নকশালবাড়ির কালীবাড়ি পার্কে ইউনিফর্ম পরে পড়ুয়ারা।

বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ খেমচি পার্কে গিয়ে দেখা গেল একদল ছাত্রছাত্রীকে আড্ডা দিতে। প্রশ্ন করতেই তারা বলে, ক্লাস নেই তাই এখানে বসে আছি। কালীবাড়ি পার্কে স্কুল ইউনিফর্ম পরেই ১৫-২০ জন ছাত্রছাত্রী বসে আড্ডা দিচ্ছিল। তাদের কেউ কেউ সেলফি বা গ্রুফি তোলায় ব্যস্ত। আবার কেউ সিগারেটে সুখটান দিচ্ছে। তাদের প্রশ্ন করা হলে কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে।

খেমচি পার্কের পাশেই বাড়ি রাধাগোবিন্দ ঘোষের। তিনি বলেন, 'আমি বেশ কয়েকবার পার্কে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ধরে স্কুলের শিক্ষকদের বিষয়টি জানিয়েছি। কিন্তু কিছুই হয়নি। এভাবে চলতে থাকলে একদিন অঘটন ঘটে যাবে।' শিক্ষকদের উচিত অভিভাবকদের ডেকে এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।' স্থানীয় দোকানদার দীপক চক্রবর্তী বলেন, 'স্কুলে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সারাক্ষণ চলে আড্ডাবাজি। আবার বাইরে থেকেও দলবেঁধে বাইকে ছেলেরা আসে। তখন প্রচুর ঝামেলা লেগে যায়। এমনকি মাথা ফাটাফাটি পর্যন্ত হয়ে যায়।'

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

হকিতে বাজিমাত পলাশবাড়ির

ময়দানে মেহনত

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৯ এপ্রিল : বলা উচিত ছিল, হকিতে বড় সাফল্য পেল আলিপুরদুয়ার জেলার ছোটরা। তবে বলা ভালো, তাক লাগিয়ে দিল পলাশবাড়ির ছেলেমেয়েরা।

বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসের অনূর্ধ্ব-১৭ হকিতে এবারই প্রথম অংশ নিয়েছিল আলিপুরদুয়ার জেলার ছেলে ও মেয়েদের দল। নামে জেলা দল হলেও সেখানকার প্রতিনিধিরা সকলেই ছিল পলাশবাড়ির পড়ুয়া। আর প্রথমবার সেখানে খেলতে গিয়েই ছেলেদের দল রাজ্য চ্যাম্পিয়ন এবং মেয়েদের দল রানার্স হয়েছে। শিরোপা অর্জনের পর বুধবারই দুই দল মালদা থেকে পলাশবাড়ি পৌঁছায়। এত বড় প্রতিযোগিতায় প্রথমবারই অংশগ্রহণ করে সাফল্য লাভ করায় খেলোয়াড়রা সকলেই ভীষণ খুশি। সেইসঙ্গে সবাই এখন জাতীয় স্তরে খেলার জন্য জোরদার প্রস্তুতিতে নামবে বলেও জানিয়েছে।

তিন-চার বছর ধরেই আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়িতে জোরকদমে হকির অনুশীলন চলছে। সেখানে উঠতি খেলোয়াড়দের নিখরচায় প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন কোচ সরোজকুমার বসু। এর আগে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে আয়োজিত হকি খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল পলাশবাড়ির পড়ুয়ারা। তবে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত খেলায় এবারই তারা প্রথম অংশ নিয়েছিল।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পদক গলায় পলাশবাড়ির ছেলেদের দল।

গত ৭ এপ্রিল মালদায় শুরু হয় হকি খেলা। আর প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই একের পর এক অন্য জেলাগুলোকে হারিয়ে সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নেয় ছেলেদের দল। বিজয়ী দলের সদস্য দশম শ্রেণির বাস্তব মণ্ডলের কথায়, 'এত বড় প্রতিযোগিতায় প্রথমবার অংশ নিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাব ভাবতে পারিনি। এদিন বাড়ি ফিরলাম, পরিবারের সকলে খুব খুশি।' তবে এই সাফল্য যে প্রত্যাশার চাপ কিছুটা বাড়িয়েও দিল, সেকথাও মানছেন সকলে। দলের আরেক খেলোয়াড় নবম শ্রেণির পবন বর্মন বলেন, 'এরপর জাতীয় স্তরের খেলা। তাই বৃহস্পতিবার থেকেই ফের জোরদার প্রস্তুতি শুরু হবে। জাতীয় স্তরে আরও ভালো খেলার চেষ্টা করব।'

তবে এসবের মধ্যে কিছুটা হতাশ পলাশবাড়ির মেয়েরা। অনেক চেষ্টা করেও তাদের রানার্স হতে হয়েছে। এতে যদিও মনোবলে এতটুকু চিড় ধরেনি তাদের। তারা বরং এখন থেকেই পরবর্তী প্রতিযোগিতাগুলোয় আরও ভালো করে খেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। মেয়েদের দলের সদস্য বর্ষা সরকারের কথায়, 'প্রতিযোগিতায় ভালোভাবে খেলার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। যদিও ফাইনালে আমরা জিততে পারিনি। তবে রানার্স তো হয়েছি। আগামীতে আরও ভালোভাবে খেলার চেষ্টা করব।' যদিও ছেলেদের দলের সাফল্যে তাঁরা সবাই খুশি বলে জানিয়েছেন দহিতা বর্মন, দীপশিখা বর্মনরা।

দুই টিমের সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা হকি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জীবন সরকার। তাঁর কথায়, 'জাতীয় স্তরের খেলা কবে হবে তা এখনও জানানো হয়নি। তবে আমাদের ছেলেদের টিম যেহেতু রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাই জাতীয় স্তরের জন্য এখন জোরদার প্রস্তুতি নেওয়া হবে।'

উদ্বেগ পরিবেশপ্রেমী মহলে

মাফিয়া নজরে কৃষিজমি বদলে যাচ্ছে বাস্তুতে

বিপ্লব হালদার

তপন, ৯ এপ্রিল : রাতারাতি বদলে যাচ্ছে কৃষিজমির চরিত্র। পালটে যাচ্ছে বাস্তুতে। অভিযানে গিয়ে কৃষিজমির পরিবর্তন দেখে হতাশ খোদ প্রশাসনিক কর্তারাই। স্বাভাবিক পরিবেশ রক্ষা নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ছে পরিবেশপ্রেমীদের।

আয়তনের দিক থেকে জেলার সবচাইতে বড় ব্লক তপন। হাতেগোনা কয়েকটি ইটভাটা ছাড়া ভারী কোনও শিল্প নেই বললেই চলে। তাই তপনবাসীকে কৃষিকাজের ওপর নির্ভর করে চলতে হয়। কিন্তু মাটি মাফিয়াদের নজরে সেই কৃষিজমি। ফলে রাতারাতি কৃষিজমি বদলে পুকুরে পরিণত হচ্ছে। পরিবর্তন হচ্ছে বাস্তুতে।

তিনদিন আগে মাটিপাচার রুখতে গিয়ে মাফিয়াদের হাতে আক্রান্ত হতে হয় জেলা প্রশাসনিক কর্তাদের। এরপরে তপন জুড়ে অভিযান শুরু হয়। মাটি পাচার রুখতে অভিযানে গিয়ে জেলা ও ব্লক প্রশাসনের কর্তারা হাজির হন তপনের গোফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কেশরকুড়ি গ্রামে। সেখানে পৌঁছেই প্রশাসনিক কর্তাদের চক্ষু চড়কগাছ। শুধু কেশরকুড়ি গ্রামে ৫০০ মিটারের মধ্যে কৃষিজমি কেটে ১০ থেকে ১২টি পুকুর খনন করা হয়েছে। প্রতিটি পুকুরের আয়তন প্রায় ৮ থেকে ১০ বিঘের। পাশাপাশি তপন ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে কৃষিজমি কেটে পুকুর কাটা হচ্ছে।

এপ্রসঙ্গে রাজ্য নদী বাঁচাও কমিটির আহ্বায়ক তুহিনশুভ্র মণ্ডলের দাবি, 'কৃষিজমি পুকুরে পরিণত হওয়ার ঘটনা বাড়ছে জানতে পারছি। এর সঠিক কারণ কি, তা বিস্তারিত জানা দরকার। হতে পারে কৃষিক্ষেত্রে জলের সমস্যা হচ্ছে দেখে পুকুর খুঁড়তে পারে। যদি জল ব্যবস্থাপনার জন্য হয় তাহলে একরকম। আর যদি অর্থনৈতিক কারণে হয় তাহলে আরেকরকম। জমির চরিত্র বদল হলে তা নতুন কোনও দিক নির্দেশ করে। খাদ্য উৎপাদন, ফসল বৈচিত্র্য নাকি জলবায়ু পরিবর্তন, ভবিষ্যৎই বলবে এর প্রভাবের কথা।'

আরেক পরিবেশপ্রেমী অলোক সরকারের কথায়, 'পুকুর যদি প্রকৃতপক্ষে গড়ে তোলা যেত, তাহলে খুবই ভালো হত। কিন্তু, ভূগর্ভস্থ জলের উপরে নির্ভরশীল এবং কৃষিজমিকে নষ্ট করে যেভাবে স্বল্প গভীরতার শত শত পুকুর এখন মাছচাষের জন্য তৈরি করা হচ্ছে, তাতে পরিবেশের এবং বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। মানুষের মধ্যে পরিবেশ নিয়ে সচেতনতাবোধ গড়ে তুলতে না পারলে ভবিষ্যতে চরম বিপদ ঘনিয়ে আসবে।'

দর্শক টানছে গ্রন্থনের লেখা নাটক

অস্ট্রেলিয়ার মঞ্চে পলাশির ষড়যন্ত্র

দীপায়ন বসু

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : সিরাজ-উদদৌলা তখন পলাশির নবাব। সেই আসন কুক্ষিগত করতে এক গভীর ষড়যন্ত্র করা হল। নবাবের হারেমের এক মহিলা তাতে জড়িয়ে পড়লেন। গোটা পরিস্থিতিকে সবার অনুকূলে নিয়ে আসতে তাঁর গভীর চেষ্টাকে নিয়েই 'দ্য বিট্রেয়ার্স কার্স'। গ্রন্থন সেনগুপ্তের লেখা নাটক। নির্দেশনায় ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়। আর নবাবের ভূমিকায় ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়। মেধা আর গভীর মননের এক দুরন্ত ককটেল। দিনকয়েক আগে সুদূর অস্ট্রেলিয়ার ব্যাংকস্টাউন ব্রায়ান ব্রাউন থিয়েটারে এই নাটক দেখতে যাঁরা হাজির হয়েছিলেন, ইতিহাসকে কেন্দ্র করে লেখা একটা নাটক কতটা জমাট হতে পারে তা স্পষ্টই উপলব্ধি করলেন। হাততালিতে হল ভরালেন। উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি গ্রন্থন দারুণ খুশি হলেও অবশ্য আবেগে ভাসতে রাজি নন, 'এখনও অনেক কাজ করা বাকি।'

জমজমাট।। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাংকস্টাউন ব্রায়ান ব্রাউন থিয়েটারে 'দ্য বিট্রেয়ার্স কার্স' নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পর।

জলপাইগুড়ির গ্রন্থন ২০১৮ সালের উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যসেরা। কলাবিভাগের পড়ুয়া। অভিনয়ের মঞ্চটা বরাবরই প্রিয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন অভিনয়ের প্রতি সেই টানটা আরও জমজমাট। এই সূত্রেই ওয়েব সিরিজে অভিনয়। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ফেলুদা সিরিজে সহযোগী নির্দেশক হিসেবে কাজ। কলেজে ঋতব্রতকে বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন। এবারে সেই বন্ধুকেই সঙ্গী করে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে দুজনে একটি নাটক মঞ্চস্থ করে এলেন। ২০ দিনের সফরে দেশটার নানা প্রান্ত ঘুরে বেড়ালেও নাটককেই সবচেয়ে বেশি সময় দিয়েছেন। ওই দেশের নামী সংগঠন 'দ্য টেম্পল অফ আর্টস'– মধুপর্ণা সেন গ্রন্থনদের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে জানতেন। মূলত তাঁর আমন্ত্রণেই দুজনের ক্যাঙারুদের দেশে পাড়ি। সিডনিতে বহু ভারতীয়র বসবাস। তাঁদের একটি বড় অংশই বাঙালি। কেউ চাকরি করেন, কেউ ব্যবসা, কেউ বা অন্য কিছু। অভিনয় আবেগের জায়গা হলেও তাতে এই মানুষগুলির পেশাদারি মনোভাবও টানটান জড়িয়ে। তাই গ্রন্থনরা যখন তাঁদের অভিনয়ের জন্য এবারে গড়েপিঠে নিচ্ছেন, বয়সে অনেক ছোট বলেও ঋতব্রতকে কেউ গুরুত্ব না দেওয়ার মতো ভুল করে বসেননি। দেখে গ্রন্থন আপ্লুত, 'সত্যিই, এটা শেখার মতো বিষয়ই বটে!'

কী নিয়ে এই নাটক তা এই প্রতিবেদনের গোড়াতেই পরিষ্কার। নাটকটি দ্বিভাষিক। বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা। কলকাতায় স্ক্রিপ্ট লিখে সেটাকে ঘষেমেজে আরও তুখোড় করা হয়েছে। তারপর সিডনিতে গিয়ে সেখানকার প্রবাসীদের এই নাটকে শামিল করা হয়েছে। কাজটা বিস্তর হ্যাপার হলেও সেখানকার মানুষজন যেভাবে সহযোগিতার হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাতে সবকিছু ভালোয় ভালোয় উতরে যেতে কোনও সমস্যাই হয়নি। তার থেকেও বড় কথা, সবাইকে একটা সদর্থক বার্তা দেওয়ার যে উদ্যোগ গ্রন্থন নিয়েছিলেন, সেটা সফল হয়েছে, 'হাজার সমস্যায় পড়লেও মেয়েদের অনেকেই চুপ করে থাকেন। সেটা কখনোই উচিত নয়। বরং প্রতিবাদ করলেই সমস্যা মিটবে। মিটতে বাধ্য। এই নাটকের মাধ্যমে আমি সবার কাছে সেই বার্তাই পৌঁছে দিতে চেয়েছি।'

সেই বার্তা যে তাঁদের খুবই পছন্দ হয়েছে তা ব্যাংকস্টাউন ব্রায়ান ব্রাউন থিয়েটারে উপস্থিত সবার করতালিতেই ছিল পরিষ্কার।

বনমালা উৎসবে আঞ্চলিক নাটকও

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : বুধবার থেকে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে শুরু হল বনমালা উৎসব। দু'দিনব্যাপী এই নাট্য উৎসবে বাংলার পাশাপাশি নেপালি, রাজবংশী ও হিন্দি ভাষার নাটক দেখা যাবে। প্রথম দিন মঞ্চস্থ হল দেওকোটা সংঘের নেপালি নাটক 'মুনা-মদন এক ঝলক', জামালদহ পঞ্চপাণ্ডবের জনপ্রিয় রাজবংশী নাটক 'চোর-চুন্নি পালা' এবং আয়োজক বনমালা থিয়েটার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির একটি নাটক। বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে প্রদর্শিত হবে বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুলের একটি হিন্দি নাটক এবং জলপাইগুড়ি কলাকুশলীদের একটি বাংলা নাটক। শিলিগুড়ি বনমালা থিয়েটার ওয়েলফেয়ার সোস্যাইটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, 'কোভিড পরবর্তীকালে থিয়েটারের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। ডিসেম্বর মাস থেকে আমরা এই উৎসবের প্রথম চ্যাপ্টারের পরিকল্পনা করছিলাম। আমাদের ইচ্ছে রয়েছে প্রতিমাসেই থিয়েটারের আয়োজন করার। শিলিগুড়ি শহর বহুভাষী শহর। বহু ভাষার মানুষের বসবাস এখানে তাই সকলে যাতে আসতে পারে তাই আমরা শুধু বাংলা নয় বহু ভাষার থিয়েটারের আয়োজন করেছি।'

Office of the Gangarampur Panchayat Samity Gangarampur, Dakshin Dinajpur

Abridged e-Tender Notice

N.I.T. No. 238/15th FC & BEUP-37/EO. Gmp, Date : 08.04.2025

Rate quotes electronically for the above mentioned e-tender are invited by the U/S from the Bonafied Contractors. Last Date for tender dropping/ Submission is 19.04.2025 at 4:00 P.M. Details may be seen in the office during office hours on all working days & in Website of www.etender.gov.in & www.ddinajpur.nic.in

Sd/-
Executive Officer
Gangarampur, Dakshin Dinajpur.

কর্মখালি

উঃবঙ্গে সব জেলায় সিকিউরিটি গার্ডের কাজের জন্য M/F প্রয়োজন। M-9679368850. (M/M)

•

শিলিগুড়ি খামারবাড়িতে ২টি দেশি গোরু দেখাশোনা ও রান্না জানা ১ লোক চাই। খাওয়া দিয়ে বেতন ১০০০০ টাকা। (M) 9002590042. (C/116022)

•

হোমিওপ্যাথি হোলসেল ওষুধের দোকানে শিলিগুড়ি লোকাল ছেলে চাই। (M) 8653963039, 7602342529. (C/116024)

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন ঃ ৯৬৭৮০৭২০৮৭

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.e.T. No. WB/APD-I/EO-ET/05/2024-25 (2nd Call), Dt. 09/04/2025. Last date and time for bid submission - 19/04/2025 at 18:00 hours. For more information please visit : www.wbetenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Alipurduar-I Panchayat Samity
Panchkolguri :: Alipurduar

DINHATA-I PANCHAYAT SAMITY
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
DINHATA-I : COOCHBEHAR

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor / Bidder for NIT No - Din-I P.S./01/25-26, dated - 07.04.2025 & NIT No - Din-I P.S./02/25-26, dated 07.04.2025 of the Executive Officer, Dinhata - I Panchayat Samity for 35 nos scheme under 15th CFC. Details are shown in W.W.W.Wbtender.gov.in. The last date for submission of tender upto 19.04.2025 at 5.00 P.M.

Sd/-
Executive Officer
Dinhata-I Panchayat Samity
Dinhata : Coochbehar

বিক্রয়

রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭ ½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে ৮ ½' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। রাস্তা ৮ ½'। (M) 9735851677. (C/116023)

অ্যাফিডেভিট

জমির খতিয়ান ও দলিলে আমার নাম ভুল থাকায় গত ২৮/০৩/২০২৫ ইং তারিখে মাথাভাঙ্গা পাবলিক নোটারিতে অ্যাফিডেভিট বলে ভাষান বিশ্বাস ও বাসুদেব বিশ্বাস একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়েছি। দরিবস ফুলবাড়ি, ফুলবাড়ি, ঘোকসাডাঙ্গা। (C/115789)

•

আমার জমির L.R. খতিয়ান নং-1147, 1165, J.L. নং-029, মৌজা-আমবাড়ি, আমার নাম ভুল থাকায় গত 24-01-25 কোচবিহার সদর LD. J.M., 1st Class কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Purnachandra Ray এবং Promoda Ranjan Ray এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ঢলগুড়ী, ভাটলাগুড়ী, পুন্ডিবাড়ী, কোচবিহার। (C/114676)

•

আধার কার্ড নং 2029 9094 2032-তে আমার নাম ভুল থাকায় গত 5/3/2025 তারিখে Judicial Magistrate U/D ইসলামপুর কোর্ট হইতে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Habul Chandra Das থেকে Habol Chandra Das নামে পরিচিত হইলাম, উভয় ব্যক্তি এক এবং অভিন্ন। (C/115786)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯০০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯০৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

সিনেমা

Now Showing at BISWADEEP
JAAT
*ing Sunny Deol, Randeep Hoda, Vineet Kumar Singh
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

Now Showing at রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩ নং লেন (শিলিগুড়ি)
JAAT (H)
*ing Sunny Deol, Randeep Hoda
Time : 12:30, 3:30, 6:30
A.C / Dolby Digital

আজ টিভিতে

শোলক সারি সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ কর্তব্য, ১০.০০ নায়ক : দ্য রিয়েল হিরো, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.১৫ শিবা, সন্ধে ৭.১৫ আওয়ারা, রাত ১০.১৫ সবুজ সাথী, ১.০০ সাথী আমার বন্ধু আমার

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ কুলি, বিকেল ৪.৩০ ভিলেন, সন্ধে ৭.২০ অমানুষ, রাত ১০.২৫ রংবাজ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, দুপুর ২.৩০ বিদ্রোহিনী নারী, বিকেল ৫.৩০ সুন্দর বউ, রাত ১০.০০ বস : বর্ন টু রুল, ১২.৪৫ পলাশের বিয়ে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বিদ্যাসাগর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ হীরক জয়ন্তী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম প্রতিজ্ঞা

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৮ গোট, দুপুর ২.৫৪ কটিরা, বিকেল ৫.৫৮ রিয়েল টেভর, রাত ৮.৩০ রাউডি, ১১.৩০ সর্দার গব্বর সিং

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.০৯ সূর্যবংশী, বিকেল ৪.০৬ চোরি চোরি চুপকে চুপকে, সন্ধে ৭.৩০ সিম্বা, রাত ১০.৩৯ শিবম

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৩৬ মিশন মজনু, বিকেল ৩.৪৮ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, সন্ধে ৬.৩৪ বার বার দেখো, রাত ৯.০০ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি, ১১.১৬ বদলাপুর

এমএনএক্স : দুপুর ১.০০ মডার্ন টাইমস, ২.২৫ গোল! দ্য ড্রিম বিগিনস, বিকেল ৫.৫০ নো এসকেপ, রাত ৯.০০ দ্য গিভার, ১০.৩৫ ইলেকট্রা

অমানুষ সন্ধে ৭.২০ জলসা মুভিজ

চোরি চোরি চুপকে চুপকে বিকেল ৪.০৬ অ্যান্ড পিকচার্স

মডার্ন টাইমস দুপুর ১.০০ এমএনএক্স

ইনসাইড দ্য স্টর্ম সন্ধে ৭.০০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

মজুত ডলোমাইটে বিপদ। ভুটান সীমানার কাছে পাগলি ভুটানে।

বন্যা নিয়ে রিপোর্টে নিশানা ভুটানকে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৯ এপ্রিল : ভুটানের পাহাড়ের ধসে ডুয়ার্সের নদীতে বন্যা প্রায় প্রতি বছরের ব্যাপার। তাই এবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরতে ফিল্ড স্টাডি রিপোর্ট তৈরি করল রাজ্য সরকার। আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স এলাকায় ভুটান সীমান্তের বিপজ্জনক পরিস্থিতির ছবি উঠে এসেছে সেচ দপ্তরের রিপোর্টে। এপ্রিলের শেষে বা মে'র প্রথম দিকে ভারত ও ভুটানের যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। ফিল্ড স্টাডি রিপোর্ট রাজ্যকে এই সপ্তাহেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ভারত-ভুটান নদী কমিশন গঠনের প্রস্তাব আগেই রাজ্য সরকার বিধানসভায় পাশ করিয়েছে। এবার দুই দেশের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শুরুর আগে ভুটানকে চাপ দিতে আগামী সপ্তাহেই রাজ্যের তরফে এই ফিল্ড স্টাডি রিপোর্ট কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠানো হচ্ছে। যাতে ডুয়ার্সের বন্যার পেছনে ভুটানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিষয়গুলি তোলা যায়।

যোগীখোলা, খারখোলা, গাবুরবাসরা, পাশাখা, জয়ন্তী, বক্সা বনাঞ্চল, পিলিং, ভুটানঘাট, গোমটু, পাগলি ভুটান এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক। তিনি জানান, ভুটান পাহাড় থেকে ধসের কারণে বালি, নুড়ি ও ডলোমাইট গুঁড়ো নেমে ডুয়ার্সের নদী ও ঝোরায় মিশেছে এবং নদীগর্ভ ভরাট হয়ে উঠছে এবং বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও কোথাও ভুটান থেকে ভারতীয় সীমান্তে নদীমুখ আটকে বিপুল পরিমাণ ডলোমাইট জমা করে রাখা হয়েছে।

সেচ দপ্তরের দাবি, ভুটান পাহাড়ে যথেচ্ছভাবে ডিনামাইট ফাটিয়ে ডলোমাইট উত্তোলনের কারণেই পাহাড়ে ধস নামছে। সেই ধসের সঙ্গে কতটা পরিমাণে নুড়ি, বোল্ডার, বালি ও ডলোমাইট প্রতিদিন ও প্রতি মাসে ডুয়ার্সের নদীতে গিয়ে জমা হচ্ছে, ফিল্ড স্টাডিতে তার হিসেব পর্যন্ত করা হয়েছে। ডুয়ার্সের ভুটান সীমান্তবর্তী সমস্ত নদীখাতই এসব আবর্জনায় উঁচু হয়ে যাচ্ছে। অবধারিতভাবে ডুয়ার্সে এবারও বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BENGDUBI

ADMISSION NOTICE FOR CLASS-I (2025-26) FOR OBC (NCL) CANDIDATES

1. A few seats are lying vacant for admission in Class-1 for Other Backward Class (Non Creamy Layer) candidates.
2. The registration form can be downloaded from Vidyalaya website www.bengdubi.kvs.ac.in
3. Parents may submit duly filled Registration form along with all supporting documents.
4. Last date to submit the Registration form is 18th April,2025, 2:00 PM.

PRINCIPAL

টেন্ডার নং.ঃ ই-সি-এন-জে-৭-২৪-২৫-কেআই-এমএফ-কেডিপি এর সংশোধনী ১ ও ২

সংশোধনের আগে ওয়েবসাইট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ	পূর্ববর্তী বিবরণের বদলে এই সংশোধনীর পর, এই হিসাবে পড়তে হবে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ডিওয়াই.সিইই/কন/এনজেপি/ই/১৩/২০২৪; তারিখঃ ২৯-০৩-২০২৫ -এর অধীনে টেন্ডার নং.ঃ ই-সি-এন-জে-৭-২৪-২৫-কেআই-এমএফ-কেডিপি	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ডিওয়াই.সিইই/কন/এনজেপি/ই/১৩/২০২৪; তারিখঃ ২৯-০৩-২০২৫-এর অধীনে ই-সি-এন-জে-৭-২৪-২৫-কে আই-এমএফ-কেডিপি
১। অনুরূপ প্রকৃতির কাজের সংজ্ঞাঃ যে কোনোও এলটি/এইচটি বৈদ্যুতিক কাজের সরবরাহ, ইনস্টলেশন, পরীক্ষা এবং কমিশনিং।	১। অনুরূপ প্রকৃতির কাজের সংজ্ঞাঃ ২৫ কেভি/২৪০ ভি, ৫ কেভিএ, ১০ কেভিএ এবং এর উপরে এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফরমার-এর সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষা ও কমিশনিং। অথবা, ৫০ এইচজেড, সিঙ্গল ফেজ ২৫০কেভি এসি ওভার হেড ইকুইপমেন্টের ডিজাইন, সরবরাহ, ইরেকশন, টেস্টিং ও কমিশনিং। অথবা, ৬৬ কেভি বা উচ্চ ভোল্টেজ ৩-ফেজ গ্রিড সাবস্টেশনের ডিজাইন, সরবরাহ, ইরেকশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং। অথবা, ৫০ এইচজেড, সিঙ্গল ফেজ, ২৫কেভি (এসপি, এসএসপি) এর ডিজাইন, সরবরাহ, ইরেকশন, টেস্টিং ও সুইচিং স্টেশন কমিশনিং। ২। কাজের অনুরূপ প্রকৃতির বিষয়ে নতুন টেন্ডার নথি আপলোড করা হয়েছে এবং ইচ্ছুক বিডারদেরকে এই হিসেবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডিওয়াই.চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/সি/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

মাল্টি সেকশন ডিজিটাল এক্সলে কাউন্টারের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-০১ তারিখঃ ০৭-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলের পথের পাশের স্টেশনের সংকটাপন্ন স্থান এবং জমা হওয়া জলের দ্বারা প্রভাবিত ট্র্যাকসমূহে মাল্টি-সেকশন ডিজিটাল এক্সলে কাউন্টারের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৮,২৭,৪৯,৮৩১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৫,৬৩,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৯-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে- ২৯-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ২৯-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/এসএণ্ডটি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পাওনা আদায় হবে। শান্ত মাথায় ভেবে তবে ব্যবসায় লগ্নি করুন। বৃষ : আর্থিক সমস্যা চিন্তায় রাখবে। বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। প্রেমে অভিমান। মিথুন : কোনও পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে পারে। বন্ধুর পরামর্শে সমস্যা মুক্তি। কর্কট : নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। নিজেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। প্রেমে শুভ। সিংহ : কোনও পরিচিত ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে। উপেক্ষা করুন। অতি ভোজনে সমস্যা। কন্যা : কোনও প্রিয়জন আপনাকে ভুল বুঝে দুর্ব্যবহার করতে পারেন। সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন। তুলা : ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে। শরীরকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। মায়ের পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা মিটবে। বৃশ্চিক : লোভ সংবরণ করুন। অর্থক্ষতির আশঙ্কা। জনকল্যাণে অংশগ্রহণ করে মানসিক আনন্দ। ধনু : কেউ অযথা উত্ত্যক্ত করতে পারে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ব। মকর : ব্যবসার কারণে দূরে না যাওয়াই ভালো। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। হারানো সম্পর্ক ফিরে পাবেন। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। মীন : সামান্য কারণে সাংসারিক ঝামেলা। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে অশান্তির অবসান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ২০ চৈত্র, ১০ এপ্রিল, ২০২৫, ২৭ চ'ত, সংবৎ ১৩ চৈত্র সুদি, ১১ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।২৬, অঃ ৫।৫২। বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ১।১০। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ১।১১। বৃদ্ধিযোগ রাত্রি ৭।৪৩। কৌলবকরণ দিবা ১২।২৯ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১।১০ গতে গরকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ১।১১ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৭।৪০ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১।১১ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ১।১০ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ২।৪৬ গতে ৫।৫২ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৯ গতে ১।৬ মধ্যে। যাত্রা-মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১।১১ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ২।৪৬ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন দেবতাপ্রতিষ্ঠা বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ, দিবা ১।১১ মধ্যে শিবপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, দিবা ১।১১ গতে ২।৪৬ মধ্যে পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ হলপ্রবাহ বীজবপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যনিষ্ক্রমণ। বিবিধ-(শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।২২ গতে ১২।৫২ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪৬ গতে ৩।৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হাতির দাঁত সহ ধৃত ৩

সাপ্টিগুড়িতে বাজেয়াপ্ত একনলা বন্দুক, কার্তুজ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : বন্যপ্রাণীর দেহাংশ সহ তিন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল বন দপ্তর। বুধবার ভোরে কার্সিয়াং থানার সাপ্টিগুড়ির খেলাঘর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করেন সুকনা রেঞ্জের বনকর্মীরা। ধৃতদের নাম সঞ্জীব লামা (৫০), পরিমল সিং (৩৩)। দুজনেরই বাড়ি মাটিগাড়ার ফুলবাড়ি এলাকায়। অপর ধৃতের নাম কুমার প্রধান (৩৮)। সে মিলন মোড়ের বাসিন্দা। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের থেকে একটি হাতির দাঁত, চারটি হরিণের শিং, একটি একনলা বন্দুক, ১১টি কার্তুজ ও পয়েন্ট ২৫ এমএম বুলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের কার্সিয়াং মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

রেঞ্জ অফিসার দীপক রসাইলি বলেন, 'ভিনরাজ্যের পাচারকারীদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ রয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান। বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার রুখতে বনকর্মীরা সবসময় সক্রিয় রয়েছেন। বনাঞ্চলগুলিতে নজর রাখা হচ্ছে।'

বন্যপ্রাণীর দেহাংশ সহ তিন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে বন দপ্তর।

এর আগে মার্চ মাসে প্যাঙ্গোলিনের আঁশ ও হরিণের শিং সহ একজনকে পাকড়াও করেছিল সুকনা বন বিভাগ। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, বন্যপ্রাণীর দেহাংশ নেপালে পাচারের উদ্দেশ্য ছিল তার। কীভাবে চলছে পাচারচক্র, কারা মাথা, কারা এর ক্যারিয়ার, এসব বিষয়ে তদন্তে নেমে সঞ্জীবদের নাম উঠে আসে। ২০১৮ সালে মাদারিহাটে গন্ডার শিকারের মাস্টারমাইন্ড এই সঞ্জীব। চোরাকারবারে যুক্ত এই দুষ্কৃতীর যোগাযোগ রয়েছে নেপাল এবং সিকিমেও। গন্ডার শিকারের ঘটনায় পাঁচ বছর জেলও খেটেছে সে। কিন্তু ছাড়া পেয়েই ফের অপরাধমূলক কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছে।

বন দপ্তর সূত্রের খবর, সাপ্টিগুড়িতে বন্যপ্রাণীর দেহাংশ নিয়ে পাচারকারীরা জড়ো হয়েছে, এখবর পেয়ে এদিন ভোর চারটা নাগাদ সেখানে অভিযান চালান সুকনা রেঞ্জের কর্মীরা। হাতির দাঁত, হরিণের শিং সহ গ্রেপ্তার করা হয় সঞ্জীব সহ তিনজনকে। দীর্ঘদিন থেকে এদের ধরার চেষ্টা করছিল বন দপ্তর।

রেঞ্জ অফিসার দীপক রসাইলি জানান, কীভাবে পাচারকারীদের নেটওয়ার্ক চলছে, পাচারের সঙ্গে আরও কে কে জড়িত, কোথা থেকে ধৃতরা বন্যপ্রাণীর দেহাংশ সংগ্রহ করল, সেসব জানতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

চোরাকারবার

- মার্চ মাসে প্যাঙ্গোলিনের আঁশ ও হরিণের শিং সহ পাকড়াও একজন
- অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মেলে সঞ্জীবদের নাম
- বুধবার ভোরে সাপ্টিগুড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে সঞ্জীব সহ তিন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে সুকনা রেঞ্জ
- ভিনরাজ্যের পাচারকারীদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ রয়েছে

অসমে চালক খুনে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : শিলিগুড়িতে গা-ঢাকা দিয়েও শেষরক্ষা হল না। খুনের ঘটনায় শিলিগুড়ির ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ভূপেন্দ্রনগর থেকে ভুটানের বাসিন্দা ডেনড্রুপ লেপচাকে গ্রেপ্তার করল অসম পুলিশ। বুধবারই অভিযুক্তকে অসমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডেনড্রুপ ও তার এক সঙ্গী কিছুদিন আগে একটি পণ্যবাহী গাড়ি ভাড়া করে। কিন্তু অসমের বাসিন্দা গাড়ির চালককে খুন করার পর গাড়িটি বিক্রি করে দেয় তারা। এরপর আত্মগোপনের জন্য শিলিগুড়ির ভূপেন্দ্রনগরে একটি বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে ডেনড্রুপ। বিষয়টি জানতে পেরে অসম পুলিশ ভক্তিনগর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং গ্রেপ্তার করে ডেনড্রুপকে। তার সঙ্গীর খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন দশেক আগে ডেনড্রুপ এক সঙ্গীর সঙ্গে অসমে আসার জন্য ভুটানেই একটি গাড়ির খোঁজ করতে থাকে। এরপর এক পণ্যবাহী গাড়ি ভাড়া নেয় ওই দুই দুষ্কৃতী। অভিযোগ, দিন আটেক আগে বঙ্গাইগাঁও থানা এলাকায় আসতেই অভিযুক্তরা ওই গাড়িচালককে খুন করে স্থানীয় রাস্তার ধারে থাকা জঙ্গলে ফেলে দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই গাড়িচালকও ভুটানেরই বাসিন্দা। এদিকে, আর কোনও যোগাযোগ না পাওয়ায় ওই গাড়ির চালকের পরিবারও খোঁজখবর নিতে থাকে। শেষমেশ বঙ্গাইগাঁওতে উদ্ধার হওয়া দেহ শনাক্ত করে পরিবার। এরপর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে অসম পুলিশ। মোবাইলের সূত্র ধরে অসম পুলিশ জানতে পারে খুনের মূলচক্রী ডেনড্রুপ শিলিগুড়িতে ঘাঁটি গেড়েছে। এরপর এদিন বঙ্গাইগাঁও থানার পুলিশের একটি টিম ভক্তিনগর থানায় এসে পৌঁছায়। এরপর মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে ভূপেন্দ্রনগরে ভাড়ায় নেওয়া বাড়িতে অভিযান চালাতেই ডেনড্রুপ ধরা পড়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, সাতদিন ধরে ওই বাড়িতে ভাড়ায় ছিল দুষ্কৃতী। ঘটনায় ফের ভাড়াটিয়া তথ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

চোরকে মার

ফাঁসিদেওয়া, ৯ এপ্রিল : বুধবার বিধাননগর বাজারে সাইকেল চুরি করতে গিয়ে গণপিটুনির শিকার একজন। স্থানীয়রা তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। পরে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত মহম্মদ তাহির ইসলামপুরের বাসিন্দা।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং : সিগ_ত্রু_৫_পলিসি, তারিখ ০৭.০৪.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং ১, ই-টেন্ডার নং : এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_০১_ওটি, তারিখ ০৭.০৪.২০২৫। কাজের নাম : নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সাহেবগঞ্জ (এসবিজি) ডুয়াল ডিটেকশনে পরিণত করার জন্য এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ৫,৯৮,১৮,৮১৮.৫০ টাকা। বায়না অর্থ : ৪,৪৯,১০০ টাকা। ক্র. নং ২, ই-টেন্ডার নং : এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_০২_ওটি, তারিখ ০৭.০৪.২০২৫। কাজের নাম : নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য নিউ ফারাক্কা জং (এনএফকে)-এ এমএসডিএসি দ্বারা ডুয়াল ডিটেকশনের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ৫,৯১,৪৬,৬৯৯.৫২ টাকা। বায়না অর্থ : ৪,৪৫,৭০০ টাকা। ক্র. নং ৩, ই-টেন্ডার নং : এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_০৩_ওটি, তারিখ ০৭.০৪.২০২৫। কাজের নাম : নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য বারহারওয়া (বিএইচডব্লু)-এ বিদ্যমান ডিসি ট্র্যাক সার্কিট সমেত এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ৫,৯০,১৬,৭১১.৩২ টাকা। বায়না অর্থ : ৪,৪৫,১০০ টাকা। ক্র. নং ৪, ই-টেন্ডার নং : এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_০৪_ওটি, তারিখ ০৭.০৪.২০২৫। কাজের নাম : নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সকরিগলি (এসজেএল)-এ বিদ্যমান ডিসি ট্র্যাক সার্কিট সমেত এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ৫,৫৫,৯৪,৬৬১.৩০ টাকা। বায়না অর্থ : ৪,২৮,০০০ টাকা। ক্র. নং ৫, ই-টেন্ডার নং : এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_০৫_ওটি, তারিখ ০৭.০৪.২০২৫। কাজের নাম : নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য মীর্জাচৌকি (এমজেডসি)-তে বিদ্যমান ডিসি ট্র্যাক সার্কিট সমেত এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ৫,৪৪,৫০,০৭৭.৭৪ টাকা। বায়না অর্থ : ৪,২২,৩০০ টাকা। ক্র. নং ৬, ই-টেন্ডার নং : এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_০৬_ওটি, তারিখ ০৭.০৪.২০২৫। কাজের নাম : এএসটিই/মালদা টাউনের আওতাধীনে সিগন্যালিং সম্পদ প্রতিস্থাপন সহ নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৫,৭৪,৯৮,৩১৮.১০ টাকা। বায়না অর্থ : ৪,৩৭,৫০০ টাকা। ক্র. নং ৭, ই-টেন্ডার নং : এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_০৭_ওটি, তারিখ ০৭.০৪.২০২৫। কাজের নাম : এএসটিই/ভাগলপুরের আওতাধীনে সিগন্যালিং সম্পদ প্রতিস্থাপন সহ নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৫,৭৬,৯১,৯৭৬.৬০ টাকা। বায়না অর্থ : ৪,৩৮,৫০০ টাকা। ক্র. নং ৮, ই-টেন্ডার নং : এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_০৮_ওটি, তারিখ ০৭.০৪.২০২৫। কাজের নাম : এএসটিই/সাহেবগঞ্জের আওতাধীনে সিগন্যালিং সম্পদ প্রতিস্থাপন সহ নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৫,৮৪,৫৭,২৫৩.৬৩ টাকা। বায়না অর্থ : ৪,৪২,৩০০ টাকা। টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ১৫.০৪.২০২৫ তারিখ থেকে ২৯.০৪.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড: ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনি. ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং মালদা। MLD-13/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মাল নদীতে মাছ ধরতে ব্যস্ত দুই খুদে। মালবাজারে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

পঞ্চায়েত সদস্যার ঘরে মাদক কারখানা

শীতলকুচি, ৯ এপ্রিল : তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে ব্রাউন সুগার তৈরির কারখানার হদিস পেল রাজ্য পুলিশ। ওই বাড়িতে হানা দিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যার ভাশুরের ছেলে সহ ছয় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অবশ্য পুলিশ আসার আগেই পালিয়ে যান পঞ্চায়েত সদস্যা জেসমিন বিবি ও তাঁর স্বামী তাহেজুল ইসলাম। গ্রাম সূত্রে খবর, তাহেজুল তৃণমূলের স্থানীয় বুথ কমিটির চেয়ারম্যান। বুধবার শীতলকুচি ব্লকের গোলেনাওহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঠানটুলি গ্রামে এই ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঠানটুলির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা জেসমিন বিবির বাড়িতে বেশ কয়েকজন বহিরাগত কয়েকদিন ধরে এসে থাকছিলেন। এই খবর পুলিশের কাছে আসে। মঙ্গলবার রাতে ওই বাড়িতে অভিযান চালায় শীতলকুচি থানার পুলিশ। সেই সময় ওই বাড়িতে ব্রাউন সুগার তৈরির কাজ চলছিল। বাড়ি থেকে ধরা পড়ে মালদার কালিয়াচকের করিম শেখ, হাবিবুর রহমান ও শাহিন রেজা, শিলিগুড়ির বাবন পাল এবং জয়গাঁর বাসিন্দা মফিজুল আলম ও আব্দুল গনি। মফিজুল আলম বাড়ির মালিক তাহেজুল ইসলামের দাদার ছেলে। পঞ্চায়েত সদস্যা ও তাঁর স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। পুলিশ অভিযানের কথা জানাজানি হওয়ার পরেও তাঁরা বাড়ি ফেরেননি। শীতলকুচি থানার পুলিশ বাড়িটি সারারাত ঘেরাও করে রাখে।

বুধবার সকালে ঘটনাস্থলে আসেন মাথাভাঙ্গা এসডিপিও সমরেশ হালদার, শীতলকুচির যুগ্ম বিডিও সন্দীপন দাস।

তাঁদের উপস্থিতিতে বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৫ কেজি সোডিয়াম কার্বনেট, ৮.২৩০ কেজি সাদা চুন, ৪.২ কেজি অজানা সাদা রাসায়নিক, অ্যাসিটাইল ক্লোরাইডের একটি বোতল, ৩.৮৫৬ কেজি প্রক্রিয়াজাত আফিমের আঠা (যা হেরোইন/ ব্রাউন সুগার উৎপাদনের একটি মধ্যবর্তী পর্যায়) সহ অজানা নানা ধরনের রাসায়নিক তরল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সামগ্রী দিয়েই ব্রাউন সুগার এবং হেরোইন জাতীয় মাদকদ্রব্য তৈরি করা হয়।

মাথাভাঙ্গার অতিরিক্তি পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, 'বাড়ির মালিক হিসাবে তাহেজুল ইসলামের নামেও নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রী গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা। পুলিশি অভিযানের সময় দুজনেই বাড়িতে ছিলেন না। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হবে।

বিজেপির শীতলকুচির বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন বলেন, 'রাজ্যটাকে শেষ করে দিয়েছে তৃণমূল। এই ঘটনায় আরও কোন বড় মাথা যুক্ত, তা খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিশ।' তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহের কথায়, 'পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের দলীয়ভাবে খোঁজ নেওয়া হবে। দল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

গ্রেপ্তার ৬

- পাঠানটুলির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা জেসমিন বিবির বাড়িতে পুলিশের হানা
- মালদা, শিলিগুড়ি ও জয়গাঁ থেকে এসে সেখানে মাদক তৈরি করছিল কয়েকজন
- বাড়ি থেকে উদ্ধার ব্রাউন সুগার, হেরোইন জাতীয় মাদক তৈরির সামগ্রী

আমাদের ছুটি ছুটি...

বুধবার জলপাইগুড়ির জুবিলি পার্কে। ছবি : মানসী দেব সরকার

কর্মশালা

বাগডোগরা ও শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : ম্যাঞ্চেস্টার ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের যৌথ উদ্যোগে কর্মশালা আয়োজিত হল। বুধবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে 'এসো নদীর পথে হাঁটি' শীর্ষক কর্মশালাটি হয়েছে। বালাসন সহ উত্তরের নানা নদী, তাদের গতিপথ, বর্তমান অবস্থা নিয়ে এদিন আলোচনা করেন বক্তারা। পাশাপাশি আলোচনা হয়েছে নদী লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যা নিয়েও। কর্মশালার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডঃ নূপুর দাস, ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ উপাসক দাস, প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ডঃ মেহেবুব সাহানা প্রমুখ। কর্মশালার কনভেনার অরিন্দম বসাক বলেন, 'সুন্দরবন, নদিয়া, জলপাইগুড়ি জেলার নদীর চরে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সঠিক সরকারি পরিকল্পনা থাকা দরকার।'

ট্র্যাক্টর আটক

ফাঁসিদেওয়া, ৯ এপ্রিল : নদী থেকে বালি পাচারের সময় একটি ট্র্যাক্টর আটক করল পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বুধারুগাঁও এলাকা থেকে বালি নিয়ে যাওয়ার সময় ওই ট্র্যাক্টরটিকে আটক করে। তবে পুলিশ দেখে ট্র্যাক্টর ফেলে পালিয়ে যায় চালক। পুলিশের অনুমান, মহানন্দা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি নিয়ে আসা হচ্ছিল। ফাঁসিদেওয়ার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষ বলেন, 'চালকের খোঁজ চলছে। ওই এলাকায় বালি পাচার রুখতে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।'

চোলাই নষ্ট

ইসলামপুর, ৯ এপ্রিল : হাটে বিক্রি হচ্ছিল চোলাই। খবর পেয়ে আবগারি দপ্তরের কর্মীরা সেখানে পৌঁছে নষ্ট করলেন মদ। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর ব্লকের কালনাগিন বাজারে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি হাটবারের মতো বুধবারও কালনাগিন বাজারে চোলাই বিক্রি হচ্ছিল। এদিন ইসলামপুর আবগারি দপ্তরের আধিকারিক এবং কর্মীরা বাজারে হানা দেন। তাঁদের দেখে চোলাই বিক্রেতারা পালিয়ে যায়। ইসলামপুর আবগারি দপ্তরের ওসি প্রণাম রাই বলেন, 'চার-পাঁচজন চোলাই বিক্রি করছিল। পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে ধরা সম্ভব হয়নি। প্রায় ৩০ লিটার মদ নষ্ট করা হয়েছে।'

একরত্তির গলায় ব্লেড

জটেশ্বর, ৯ এপ্রিল : মাস তিনেক আগে যমজ কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন প্রমোদনগরের নোটাহারা এলাকার এক বধূ। বুধবার সেই যমজ সন্তানের মধ্যে একজনের গলায় সকলের অগোচরে ব্লেড চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তারই বাবার বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম সেই শিশুর চিকিৎসা চলছে। এদিকে, ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত বাবা।

বুধবার রাত অবধি ওই ঘটনায় পরিবারের তরফে পুলিশের কাছে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। জটেশ্বর ফাঁড়ির ওসি জগৎজ্যোতি রায় বলেন, 'শিশুটির চিকিৎসা চলছে। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হবে।'

ফের পুলিশ হেপাজত

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : শিলিগুড়িতে নাবালিকা খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রোহিত রায়কে ফের ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। সম্প্রতি নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকার বাসিন্দা চোদ্দো বছরের এক নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে রোহিত রায় নামে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে এনজেপি থানার পুলিশ। মৃতার গলায় আঘাতের চিহ্ন ছিল বলে জানা গিয়েছে। সাতদিনের পুলিশ হেপাজত শেষে বুধবার ফের তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। এদিন তাকে নতুন করে পুলিসি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

দুই নাবালিকার ওপর অত্যাচার

জেল হেপাজত অভিযুক্তদের

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : ফের নাবালিকার ওপর অত্যাচারের জোড়া ঘটনা শহরে। একটি ঘটনা ঘটেছে ভক্তিনগর থানা এলাকায়। অভিযোগ, নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছে তার হবু শ্বশুর। অন্য ঘটনাটি ঘটেছে প্রধাননগর থানা এলাকায়। এক্ষেত্রে অভিযোগ, নানা অছিলায় এক নাবালিকাকে কিশনগঞ্জে নিয়ে গিয়েছিল এক তরুণ। দুটি ঘটনাতেই অবশ্য অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়েছে।

হবু শ্বশুরের কুকীর্তি বৃহস্পতিবার ঘটলেও বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে মঙ্গলবার রাতে। তাও অভিযুক্তকে পাড়ার লোক মারধর করায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ও ওই নাবালিকার বাড়ি ভক্তিনগর থানা এলাকাতেই। ওই নাবালিকা প্রায় এক বছর ধরে হবু শ্বশুরবাড়িতে থাকছে। ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়ে মেয়েটির হবু শাশুড়ি বলেন, 'বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে। ওইদিন ও কিছু বলেনি। শুক্রবার সন্ধ্যায় ছেলে বাড়িতে ফেরার পর, বিষয়টি জানায়। এরপর মেয়েটিকে ছেলে এক আত্মীয়ের বাড়িতে দিয়ে আসে।'

বিষয়টি যাতে জানাজানি না হয়, সেই চেষ্টাও যে পরিবারটি করেছে, তা মেয়েটির হবু শাশুড়ির কথাতেই স্পষ্ট। তাঁর বক্তব্য, তিনি মেয়েটিকে পাশে থাকার কথা জানিয়েছিলেন।

ঘটনাটি পাঁচকান হতে বেশি সময় লাগেনি। মঙ্গলবার রাতে পাড়ার লোকজন বাড়িতে চড়াও হয় এবং অভিযুক্তকে মারধর করে। গণ্ডগোলের কথা জানতে পেরেই অভিযুক্ত গোপাল মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

অন্যদিকে প্রধাননগর থানা সূত্রে খবর, গত বৃহস্পতিবার থানা এলাকার বাসিন্দা এক নাবালিকার

অপহরণের অভিযোগ জমা পড়ে। প্রতিবেশী এক তরুণ মেয়েটিকে ফুসলিয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর পুলিশ তদন্তে নেমে মঙ্গলবার কিশনগঞ্জ এলাকা থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। পাশাপাশি, মহম্মদ আনারুল হক নামে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পর্যটন দপ্তরের 'বাংলার খাবার'

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : নববর্ষ দিয়ে শুরু হয় বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণ। আর ভোজনরসিক বাঙালির পার্বণ মানেই জম্পেশ করে খাওয়াদাওয়া। নতুন বছরের পয়লা দিনে তাই বাঙালির পাতে ঠাঁই পায় কচি পাঁঠার ঝোল, চিকেন কষা, ইলিশ ভাপা থেকে শুরু করে হরেককিসিমের পদ।

সেকথা মাথায় রেখে নববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রথমবার 'বাংলার খাবার'-এর আয়োজন করেছে পর্যটন দপ্তর। যেখানে ঠাঁই পাবে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী নানা খাবারদাবার।

পর্যটন দপ্তরের অধীনে থাকা শিলিগুড়ির মৈনাক ট্যুরিস্ট লজে চারদিন ধরে চলবে এই ভূরিভোজের অনুষ্ঠান। দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত থাকছে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা।

মেনুতে থাকছে আমপানার শরবত, লুচি, ছোলার ডাল, বড়ি দিয়ে শুক্তো, এঁচোড়, মাছ, মাংস, জল ভরা তালশাঁস, পায়েস, রাবরি ইত্যাদি। ১২ থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত চলা অনুষ্ঠানে মিলবে আমিষ, নিরামিষ- দু'রকম পদই।

দপ্তরের দার্জিলিং জেলার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নববর্ষে ভরপুর বাঙালিয়ানার জন্য প্রথমবার এরকম ভূরিভোজের আয়োজন করা হয়েছে দপ্তরের তরফে। থাকছে আগাম বুকিংয়েরও ব্যবস্থাও। এই আয়োজন সাড়া ফেলবে বলে তাঁরা আশাবাদী।

ট্র্যাক্টর-ট্রলি উলটে মৃত্যু

কালচিনি, ৯ এপ্রিল : নদী থেকে বালি-পাথর তুলতে গিয়ে ট্র্যাক্টর-ট্রলি উলটে মৃত্যু হল চালকের। বুধবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে কালচিনি ব্লকের হ্যামিল্টনগঞ্জ সংলগ্ন বাসরা নদীর তীরে। মৃতের নাম সঞ্জয় শা (৩২), বাড়ি কালচিনির গোরে লাইন সংলগ্ন ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি হাইস্কুলের কাছে। ঘটনার পর স্থানীয়রা গুরুতর জখম অবস্থায় ওই তরুণকে ট্র্যাক্টরের তলা থেকে উদ্ধার করে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর খবর পেয়ে কালচিনি থানার পুলিশ তরুণের দেহ উদ্ধার করে।

এদিন দুপুরে সঞ্জয়ের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল সেখানে থমথমে পরিবেশ। বাড়িতে সঞ্জয়ের স্ত্রী ছাড়াও রয়েছে দু'বছরের মেয়ে এবং সাত মাসের ছেলে। স্ত্রী অঞ্জলি শোকে নিজের কথা হারিয়েছেন। সঞ্জয়ের মা নেই, বাবা যোগী খবর শুনে বিহার থেকে ছুটে এসেছেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি শুধু বলেন, 'পুত্রবধূ ও নাতি, নাতনিদের এখন কী হবে ভেবে পাচ্ছি না।'

Apollo Hospitals Hyderabad Renowned Specialist Doctors now in Siliguri

Apollo HOSPITALS

KAMTI, Vega Circle, Siliguri. 3:30 PM - 6:30 PM

Atrium Diagnostic, Sevok Road, Siliguri. 11:00 AM - 2:30 PM

KAMTI, Vega Circle, Siliguri. 2:30 PM - 5:30 PM

Dr Ankit Vijay Agarwal, Consultant - Gastroenterology, 11 April 2025

Dr Sanjay Maitra, Sr Consultant - Nephrology, 12 April 2025

Contact immediately if you have these symptoms:

- Chronic digestive problems
- All types of stomach problems
- Colorectal and rectal cancer
- Bariatric surgeries
- Liver problems, jaundice & liver abscesses
- Gallstones Pancreatic cancer, ulcerative colitis
- Long-term Diabetes with inflammation of the body
- Pancreatic stones, pancreatitis
- High Blood Pressure
- High Creatinine Level
- Kidney Transplant
- Dialysis Patients
- Kidney Problems
- Chronic Kidney Disease

For Appointment, Call: +91 8255 044 227

বিয়ে আটকানোয় আশাকর্মীকে মারধর

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৯ এপ্রিল : নাবালিকার বিয়ে দেওয়া আইনত অপরাধ। সরকারি নির্দেশিকা মেনে মেয়ের বাবাকে সে কথা বোঝাতে গিয়েছিলেন এক আশাকর্মী। তার জবাবে গালিগালাজ শুনতে তো হলই, সেই সঙ্গে দলবল নিয়ে ওই আশাকর্মীর বাড়িতে চড়াও হয়েছে নাবালিকার বাবা। ওই আশাকর্মী, তাঁর স্বামী, মেয়ে ও এক আত্মীয়কে বেধড়ক পিটিয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে অভিযুক্তরা। পুলিশ অবশ্য পরে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

গাড়রা বালাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা নাবালিকার বিয়ের তোড়জোড় চলছে, এই খবর পেয়ে রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীতলা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের আশাকর্মী মালবিকা রায় রবিবার বিকেলে সেখানে যান। অভিযোগ, নাবালিকার বিয়ে দেওয়া আইনত অপরাধ, এই কথা বলতেই নাবালিকার বাবা ওসমান মহম্মদ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। নাবালিকাকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে সে। সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ দলবল নিয়ে সে হাজির হয় মালবিকার বাড়িতে।

মালবিকা বলেন, 'ওরা যখন আমার বাড়িতে চড়াও হয় ঘরে সেসময় আমি আর আমার মেয়ে ছিলাম। চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় আসি। ওরা আমাকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে বলতে থাকে, তোকে তুলে নিয়ে যাব। আমার অবস্থা দেখে মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাধা দেবার চেষ্টা করলে মেয়েকেও মারধর করে ওরা। এই সময় আমি প্রাণপণে তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে ওরা আমার চুলের মুঠি ধরে বুকে ঘুসি মারে এবং

অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানার সামনে অবস্থান আশাকর্মীদের

গলা টিপে ধরে। চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে আমার ভাশুরের ছেলে এবং স্বামী বাইরে থেকে এলে তাদেরও মারধর করে। ওরা হুমকি দিয়েছে, আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে। আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

ঘটনার পর আতঙ্কে রয়েছেন মালবিকা। তিনি বলেন, 'সরকারি কাজ করতে গিয়ে এরকম অবস্থা হবে কল্পনাও করিনি। পাড়ার লোকজনদের সহায়তায় আমি সোমবার রাতেই রাজগঞ্জ থানায় এফআইআর করেছি। বিষয়টি রাজগঞ্জের বিএমওএইচ এবং বিডিওকে লিখিতভাবে জানিয়েছি।'

এই ঘটনায় বুধবার প্রায় ২০০ আশাকর্মী বিডিও অফিস ও থানায় গিয়ে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। রাজগঞ্জের বিএমওএইচ ডাঃ রাহুল রায় বলেন, 'বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি সিএমওএইচ, রাজগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও এবং থানার আইসি-কে জানিয়েছি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য।'

রাজগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও সৌরভ মণ্ডল বলেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। ওই আশাকর্মী লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছে।'

রাজগঞ্জ থানার আইসি অনুপম মজুমদার বলেন, 'অভিযুক্তদের ধরতে দফায় দফায় পুলিশ ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়েছে। বুধবার ওসমান মহম্মদ ও সনিবুল্লা মহম্মদকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আশা করছি, দু'একদিনের মধ্যে বাকিদেরও ধরা সম্ভব হবে।'

JYOTIRMOY PUBLIC SCHOOL OODLABARI

CBSE CURRICULUM | CO-EDUCATIONAL

INVITING DULY QUALIFIED ASSISTANT TEACHERS FOR MONTESSORI, PRIMARY & MIDDLE SCHOOL LEVEL IN ALL SUBJECTS

Excellent compensation commensurate to qualification and experience.

FREE PICKUP AND DROP (AIR CONDITIONED) FROM SILIGURI

INTERESTED? SEND YOUR CV TO hr@jewf.org CONTACT - 8420048264/75960 83073

Targhera, Oodlabari, Dist.-Jalpaiguri, West Bengal, Pin - 735234

www.jyotirmoyschool.edu.in

আগাম সতর্কতা পুরনিগমের

ডেঙ্গির প্রকোপ বৃদ্ধির আশঙ্কা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : চলতি বছর শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত শহরে আটটি সক্রিয় ডেঙ্গির কেস পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে দার্জিলিং জেলায় ছয়টি এবং জলপাইগুড়ি জেলায় দুটি কেস রয়েছে।

বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলা প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক করেন মেয়র। বৈঠকে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরাও ছিলেন। ছিলেন রেলের প্রতিনিধি। পরিত্যক্ত রেল কোয়ার্টারগুলিতে যাতে জল না জমে, সেই বিষয়টি খেয়াল রাখার আবেদন জানিয়েছে পুরনিগম। অন্যদিকে, হাউস টু হাউস সার্ভের কর্মীদের নিয়ে আগামী ১১ তারিখ বৈঠক ডাকা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত, মহকুমা শাসক অওধ সিংহল সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এদিন বৈঠক থেকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। পুরনিগম জানিয়েছে, ড্রোন উড়িয়ে শহরের ৪৭টি ওয়ার্ডে সমীক্ষা চালিয়ে ৪৫০-এর বেশি ফাঁকা জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই এলাকাগুলোতে কোথাও জল জমে রয়েছে, কোথাও আবার আগাছায় ভর্তি হয়ে রয়েছে। ইতিমধ্যেই ১৩৫টি ফাঁকা জায়গা পরিষ্কার করেছে পুরনিগম। ওই জায়গাগুলির মালিকদের বিল ধরানো হবে বলেও খবর।

এর বাইরে ৮, ৯, ২৭ সহ একাধিক ওয়ার্ডে উঁচু বিল্ডিংয়ের ছাদে জমা জল মিলেছে বলে পুরনিগম সূত্রে জানা যাচ্ছে। ওই বাড়িগুলির মালিক এবং আবাসন কর্তৃপক্ষকে ডেকে সতর্ক করছে পুরনিগম। এই এলাকাগুলিকে বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত করে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষকদের পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মেয়র গৌতম বলেন, 'স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী প্রতি দু'বছর অন্তর ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ে। আমাদের এখানে ২০২৩ এবং ২০২৪-এ প্রকোপ অনেকটাই কম ছিল। চলতি বছর কিছুটা বেশি হতে পারে। তাই আমরা আগাম সতর্কতা অবলম্বন করছি।'

পূর্বের পরিসংখ্যান

২০২২ সালে শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩০০০

তার মধ্যে দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত ওয়ার্ডগুলিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১৯৫৩

সংযোজিত ওয়ার্ডগুলিতে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১০৪৭

২০২৩ সালে এই সংখ্যা কমে, আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫৪৩

২০২৪ সালে সংখ্যাটা আরও কমে হয় ১৭৬

এবার আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কায় আগাম সতর্কতা পুরনিগমের

জানা যাচ্ছে, কাস্টমস এবং পুলিশের বাজেয়াপ্ত করা গাড়িতেও জল জমে থাকে। গত বছর কাস্টমসের বাজেয়াপ্ত করা গাড়িতে জমা জলে মশার লার্ভা পাওয়া যায়। তাই পুলিশ, কাস্টমস, ক্রেডাই সহ বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে নিয়ে চলতি মাসে বৈঠক করবে পুরনিগম। চলতি বছর দুই দফায় সমীক্ষা করা হবে। নতুন করে ২০০টি স্প্রেয়িং মেশিন কিনেছে পুরনিগম। তবে চলতি বছর পাউডারের বদলে মশা মারার তেল দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

গত বছর মশা মারার জন্য পাউডার সলিউশন দেওয়া হয়েছিল। ওই সলিউশন জলে গুলে ব্যবহার করতে হত। কিন্তু এতে অনেক সমস্যা হত। তাই পুরনিগম থেকে অনুরোধ জানানোর পর এবার তেল পাঠিয়েছে দপ্তর। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির জন্য নতুন করে ৪০ জন আশাকর্মী নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত কয়েকবছর যে ওয়ার্ডগুলিতে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বেশি ছিল, সেগুলিকে এবার হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করে কাজ চালাবে পুরনিগম।

সাধারণ মানুষকে সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকারও বটে। তৃণমূল স্তরে সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারলে স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ আরও সহজ হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে উলটো। সুজালি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘুরে দেখলেই স্বাস্থ্যের দুরবস্থার ছবিটা স্পষ্ট হয়। আলোকপাত করলেন **শুভজিৎ চৌধুরী**।

সময়জ্ঞানের বড়ই অভাব

স্বাস্থ্যে দুরবস্থা

ইসলামপুর, ৯ এপ্রিল : বাইকে চেপে বাগেশ্রী থেকে সুজালি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে এলেন মুক্তার আলম। তাঁর চোখেমুখে তখন উদ্বেগ। পিছনের সিটে বসে ঘুমে ঢলছিল তাঁর ছেলে। সর্দি, জ্বর, পেট খারাপ এবং কান দিয়ে জল বেরোনোর ফলে সারারাত বাচ্চা ঘুমোতে পারেনি। তাই সকাল হতেই তড়িঘড়ি ছেলেকে নিয়ে চলে আসেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ঘড়িতে তখন ৯টা ১৫। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দরজায় তখনও তালা ঝুলছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন মুক্তার। কিন্তু কেউ না আসায় শেষমেশ বিরক্ত হয়ে বাচ্চাকে নিয়ে অন্যত্র চলে যান তিনি।

কাহিনী এখানেই শেষ নয়। কিছুক্ষণ বাদে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাঠে ছাগল চরাতে আসেন স্থানীয় সালমা খাতুন। কখন খুলবে, জিজ্ঞেস করতেই রেগে গেলেন তিনি। গলা উঁচিয়ে বললেন, 'ধুর। কোনও ঠিক নেই।' তারপরেই শোনালেন এখানকার বেহাল পরিষেবার অভিজ্ঞতার কথা।

সালমার কথায়, 'শুধু বড় বড় বিল্ডিং হয়েছে। আর কিছুই নেই। শুধুমাত্র কামাই করার জন্য হয়তো দুটি বড় বিল্ডিং বানিয়েছিল। একদিনও সেই বিল্ডিং ব্যবহার হতে দেখিনি। শেষ কবে এখানে ডাক্তার দেখেছিলাম মনে নেই।' তাঁর সংযোজন, 'একবার পঞ্চায়েতের কাজের জন্য একটা কাগজে সই করাতে এসে জানতে পারি এখানে যাঁরা থাকেন, তাঁরা কেউই ডাক্তার নন।'

এই অভিজ্ঞতা শুধু সালমার নয়, আরও অনেকের। নামেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পরিষেবার কোনও বালাই নেই। এমন পরিস্থিতি কেন? ইসলামপুর ব্লক স্বাস্থ্য অধিকারিক হিমজিৎ ঘোষের চিরাচরিত বক্তব্য, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব।' স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থা ইদানীং এমন হয়েছে, তা কিন্তু নয়। দীর্ঘদিন ধরেই পরিষেবার হাল শোচনীয়। স্বাস্থ্য আধিকারিক কি বিষয়টি জানতেন না? এ ব্যাপারে কোনও জবাব মেলেনি তাঁর।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হাল যে শোচনীয়, তা জানা গেল স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে। সকালেই এখানে দেখা হল রবিউল ইসলামের সঙ্গে। তিনি জানালেন, প্রায় দুই বছর আগে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার ছিল। কিন্তু এখন আর নেই। একজন ফার্মাসিস্ট, আর কয়েকজন কর্মী আছেন। তাঁরাই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালাচ্ছেন। রবিউলের কথা, 'ডাক্তার না থাকার জন্য আমাদের রামগঞ্জ অথবা ইসলামপুরে ছুটতে হয়।' এখানে স্থায়ী চিকিৎসক প্রয়োজন বলে জানান তিনি।

সুজালি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র

মুক্তার চলে যাওয়ার আধ ঘণ্টা পরে আহমেদ হোসেন কানের ব্যথা নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন। সকাল ১০টা পেরিয়ে গেলেও এখানে কেউ না আসায় তিনিও বিরক্ত হয়ে চলে যান। সাড়ে ১০টার পর 'উদয়' হলেন এখানকার এক গ্রুপ-ডি কর্মী। তবে তাঁকেও কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। কারণ চাবি নেই। যে সাফাইকর্মীর কাছে চাবি থাকে, তিনি তখনও আসেননি। ওই গ্রুপ-ডি কর্মী ফোন করার পর তিনি বাড়ির এক বাচ্চাকে চাবি দিয়ে পাঠিয়ে দেন। শিশুটি এসে দরজার তালা খোলে। পৌনে ১১টার পর আসেন সেই মহিলা সাফাইকর্মী।

ঝাড়ু দিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র সাফাই করতে থাকেন তিনি। ফিনাইল দিয়ে পরিষ্কার করেন না? সাফাইকর্মীর জবাব এল, 'প্রায় ছয় মাস ধরে ফিনাইল দেওয়া হয় না। তাই শুধুমাত্র জল দিয়ে পরিষ্কার করি।' তখনও ফার্মাসিস্ট, নার্স কিংবা বাকি স্বাস্থ্যকর্মীর দেখা নেই। অথচ রোগী আসতে শুরু করেছে। তারপরেই রোগীদের নাম লিখে ওষুধ দিতে শুরু করেন সেই গ্রুপ-ডি কর্মী। এরপর ১১টা ২০ নাগাদ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন ফার্মাসিস্ট। দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করতেই তাঁর জবাব, 'ওষুধ আনতে রামগঞ্জের ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়েছিলাম।' নার্স কেন আসছেন না? জানা গেল তিনি ছুটিতে রয়েছেন।

স্থায়ী চিকিৎসক নেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

সুজালি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা ব্যবস্থার হাল অত্যন্ত শোচনীয়

পরিকাঠামো বলতে শুধুই দুটো বিল্ডিং, বাকি আর কিছু সেভাবে নেই

আগে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার ছিল, কিন্তু এখন একজনও স্থায়ী চিকিৎসক নেই

একজন ফার্মাসিস্ট, আর কয়েকজন কর্মী স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালাচ্ছেন, তাঁরাও সময়ে আসেন না

ডাক্তার না থাকার দরুন রোগীদের রামগঞ্জ অথবা ইসলামপুরে ছুটতে হয়

একে চিকিৎসক নেই, কর্মীরা সময়মতো আসেন না। এই ছবিটা প্রত্যেকদিনের। ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ। এই অব্যবস্থা থেকে মুক্তি মিলবে কবে? উত্তরটা সময়ই বলবে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি।। *জলপাইগুড়ির সরকারপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন নীলকমল রায়।*

আজ থেকে ফের রাস্তার কাজ শুরু

গোষ্ঠী বিবাদ মেটাতে আসরে সভাধিপতি

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৯ এপ্রিল : রাস্তা নির্মাণ নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। যার ফলে বন্ধ হয়ে যায় কাজ। বিষয়টি জানাজানি হতেই অস্বস্তিতে পড়ে শাসকদল। শেষমেশ দলের মুখ বাঁচাতে ময়দানে নামলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। বুধবার তিনি এলাকা পরিদর্শন করলেন। পাশাপাশি দুই গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করে পুনরায় কাজ শুরু করার আশ্বাস দিলেন সভাধিপতি। বৃহস্পতিবার থেকে রাস্তার কাজ শুরু হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সভাধিপতি বলেন, 'রাস্তার স্টার্টিং পয়েন্ট নিয়ে একটা সমস্যা ছিল। এলাকার দু'দিকে আর্থমুভার দিয়ে কাজ শুরু হবে। বিরোধ মিটে গিয়েছে। এজেন্সিকে নির্দেশ দিয়েছি বৃহস্পতিবার কাজ শুরু করতে।' ঠিক কী নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছিল? জানা গিয়েছে, মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাবাড়ি এলাকায় রাস্তার কাজের শিলান্যাসের পর থেকেই যাবতীয় ঝামেলার সূত্রপাত। দু'সপ্তাহ আগে কাজের শিলান্যাস করেন অরুণ। তারপর থেকেই স্টার্টিং পয়েন্ট নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। বন্ধ হয়ে যায় কাজ।

এরপর গত সোমবার ফের রাস্তা নির্মাণ শুরু হতেই বিতর্কও চালু হয়ে যায়। কাজ দেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সজনী সুব্বা। তারপরেই সহ সভাপতিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় তাঁর বিরোধী গোষ্ঠী। দুই কিলোমিটার এই রাস্তা নির্মাণের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু রাস্তার স্টার্টিং পয়েন্ট নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ চরমে পৌঁছে যায়। তারপরেই এদিন আসরে নামেন সভাধিপতি।

অরুণের সঙ্গে এলাকা পরিদর্শনে যান মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ, নকশালবাড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি পৃথ্বীশ রায়। এক ক্লাবে দু'পক্ষকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন সভাধিপতি। আলোচনা শেষ হতেই পুনরায় সহ সভাপতি এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতা কিশোর রাই, প্রেম তামাং বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। সভাধিপতি তাঁদের শান্ত হতে বলেন। সজনীর অভিযোগ, 'স্থানীয় একটি ক্লাবের কিছু ছেলে ঠিকাদারের উসকানিতে এসব কাণ্ড ঘটায়। সভাধিপতি রাস্তার স্টার্টিং পয়েন্ট নিয়ে যে সমস্যা ছিল, তা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন।' আপাতত রাস্তার কাজ শুরু হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে সকলেই।

নকশালবাড়ি

তারাবাড়িতে এই রাস্তা নির্মাণ ঘিরেই বিতর্ক হয়। বুধবার এলাকা পরিদর্শন করলেন অরুণ ঘোষ।

তালাবন্ধ ঘর

বাইরে বসেই শিশুকে দুধ খাওয়ান মায়েরা

ফাঁসিদেওয়া, ৯ এপ্রিল : প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসে তৈরি করা হয়েছিল মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার সেন্টার। কিন্তু তৈরির পর থেকেই সেন্টারের ঘরটি তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ঘরের তালা একদিনের জন্যও খোলা হয়নি। মূলত শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পান করানোর জন্য ঘরটি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু তালাবন্ধ ঘরটি কোনও কাজেই ব্যবহার করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। যদিও ঘরটি একদিনও খোলা হয়নি বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা অস্বীকার করেছেন ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা। তিনি বলেন, 'মানুষের ভিড় থাকলে ঘরটি খুলে দেওয়া হয়। ভিড় কম থাকলে অনেক সময় ঘরটি বন্ধ থাকে। তবে ঘরটি অফিস চলাকালীন খোলার জন্য নির্দেশ দেওয়া রয়েছে।'

রিনা এমনটা বললেও স্থানীয় বাসিন্দারা কিন্তু অন্য কথাই বলছেন। এই যেমন ভোজনারায়ণ চা বাগানের শ্রমিক রেশমি টিগ্গা বললেন, 'বিডিও অফিসে যে শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য কোনও ঘর রয়েছে, সেটা জানতামই না।' লিউসিপাকড়ি থেকে আসা করুণা সিংহ বিডিও অফিসে এসেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'ঘরটা বন্ধ থাকায় বাইরে বসেই শিশুকে দুধ খাওয়াতে হচ্ছে।'

ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির তরফে ২০২৪ সালে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ঘরটি তৈরি করা হয়। গত বছর জুন মাসে নির্মাণকাজ শেষ হয়। তারপর এতগুলো দিন পেরিয়ে গেলেও ঘরটি সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য খোলা হয়নি। বিডিও অফিসে বিভিন্ন কাজে আসা মায়েরা যাতে নির্বিঘ্নে শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ঘর বানানো হলেও এখন কোনও কাজেই ব্যবহার করা হচ্ছে না ঘরটি। মায়েদের দেখা যাচ্ছে বিডিও অফিসের সামনে কিংবা পরিত্যক্ত বিল্ডিংয়ের আড়ালে গিয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। প্রশ্ন উঠছে, এত টাকা খরচ করে তাহলে ঘর বানানো হল কেন? এর কোনও স্পষ্ট জবাব কেউ দিতে পারেননি।

ছিনতাইয়ে গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : মেডিকেল ফাঁড়ি এলাকার চাঁদবোরজোত এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত ওই দুই দুষ্কৃতীর নাম প্রসেনজিৎ ও কিশোর। ধৃত দুজন শিবমন্দির এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃতদের বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে কিশোরের জেল হেপাজত হলেও প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শনিবার বিকেল পাঁচটার দিকে এক তরুণী টিউশন পড়িয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। অভিযোগ, এমন সময়ই পেছন থেকে একটি মোটরবাইকে দুজন আসে এবং ওই তরুণীর গলা থেকে সোনার হার ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। ওই তরুণী জানান, গলার থেকে সোনার হার ছিনতাই করে পালানোর সময় আমি দেখতে পাই, যে বাইক চালাচ্ছিল, সে মাথায় হেলমেট পরে ছিল। পেছনে যে বসেছিল তার হেলমেট ছিল না। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই তরুণী। গত ৮ তারিখ অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। শিবমন্দির এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, নেশার টাকা জোগাড় করতেই এমন কাণ্ড ঘটিয়েছিল তারা। যদিও বিকেলের এমন ঘটনায় ফের একবার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও সমস্তদিকেই নজর রয়েছে বলে পুলিশের তরফে দাবি।

বিশেষ উদ্যোগ ইসলামপুর পুলিশের

শর্টফিল্মে সাইবার পাঠ

সাইবার ক্রাইম

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৯ এপ্রিল : ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিয়ে ফাঁদে পড়ে বিপদ ডেকে আনবেন না। এই বার্তা দিয়ে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিল ইসলামপুরের পুলিশ। স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা (শর্টফিল্ম) বানিয়ে ইসলামপুর পুলিশ নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছে। সচেতনতামূলক এই ছবিটি বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করার আর্জি জানিয়েছেন পুলিশের শীর্ষকর্তারা।

পুলিশের তৈরি শর্টফিল্মে দেখানো হয়েছে, আচমকা বড়লোক হওয়া বন্ধুর পাল্লায় পড়ে এক তরুণ নিজের এলাকায় গরিব মানুষদের টাকার লোভ দেখিয়ে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিতে শুরু করে। এরপর সাইবার জালিয়াতি ফাঁস হতেই ওই তরুণ সহ যাদের অ্যাকাউন্ট ভাড়ায় নেওয়া হয়েছিল, সবাইকে পুলিশ একে একে গ্রেপ্তার করতে থাকে।

শর্টফিল্মের শেষ দৃশ্যে ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাসকে বলতে শোনা যায়, 'ভুলেও নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিতে চাইলে নিকটবর্তী থানায় সঙ্গে সঙ্গে জানান।'

ট্যাব দুর্নীতির এপিসেন্টার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল ইসলামপুর পুলিশ জেলার চোপড়া। এখানকার এক হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সাইবার প্রতারণার মাস্টার মাইন্ড

ইসলামপুর পুলিশের বানানো শর্টফিল্মের একটি দৃশ্য।

অ্যাকাউন্টের তথ্য প্রতারকদের দেবেন না। কারণ আপনার অ্যাকাউন্ট দিয়ে তারা বিভিন্নভাবে জালিয়াতি করে চম্পট দেবে। ফেঁসে যাবেন আপনি। টাকার লোভ দেখিয়ে কেউ হিসেবে চিহ্নিত হয়। পলাতক থাকার পর তাকে নিজেদের জালে তুলতে সক্ষম হয় পুলিশ। তারপরেই উত্তরবঙ্গ সংবাদের অন্তর্তদন্তে উঠে আসে সাইবার জালিয়াতির বিস্ফোরক সব তথ্য। কয়েকদিন আগে চোপড়া থানার পুলিশকে দেখা যায় সাইবার ক্রাইম নিয়ে সচেতনতা প্রচার করতে। মূলত গ্রামাঞ্চলে ঘুরে পথনাটকের মাধ্যমে সেবার প্রচার চালিয়েছিল পুলিশ। এবার মাধ্যম শর্টফিল্ম। এর থেকে এটুকু অন্তত স্পষ্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'উত্তরের জামতারা' শীর্ষক ধারাবাহিক অন্তর্তদন্ত সিরিজটি একরকমভাবে পুলিশের জন্য আই ওপেনার হিসেবে কাজ করেছে।

গ্রামের মানুষকে যে সাইবার ক্রাইমের ফাঁদে বেশি করে ফেলা হচ্ছে, তা-ও অন্তর্তদন্তে উঠে আসে। এদিন ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাসের কথায় তারই পুনরাবৃত্তি শোনা গিয়েছে। জবি বলেন, 'এই ধরনের স্ক্যামে গ্রামের সাধারণ মানুষকে টাকার টোপ দিয়ে ফাঁদে ফেলার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আছে। তাই আমরা বিভিন্নভাবে গ্রামবাসীদের সচেতন করার চেষ্টা করছি।' গ্রামবাসীরা সচেতন হলে সাইবার ক্রাইম অনেকটাই কমিয়ে আনা যাবে বলে তিনি আশাবাদী।

কারখানা খোলার আর্জি

চোপড়া, ৯ এপ্রিল : চোপড়ার সোনারপুরে বিতর্কিত স্যালাইন কারখানাটি ফের চালু করার দাবি তুলল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন। শতাধিক মহিলা শ্রমিককে নিয়ে বুধবার তারা চোপড়ার বিডিওকে স্মারকলিপি দেয়। কারখানায় উৎপাদিত স্যালাইন নিয়ে অভিযোগ ওঠায় গত বছরের ডিসেম্বর মাসে কারখানাটি বন্ধ করে দিয়েছিল প্রশাসন। ফলে কর্মহীন হয়ে পড়েন প্রায় তিনশো শ্রমিক। গত জানুয়ারি মাসেও কারখানা খোলার আর্জি নিয়ে তাঁরা বিডিওর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিন্তু আইনি জটিলতা না কাটায় কারখানা চালু হয়নি। কল্পনা সরকার, লক্ষ্মী বিশ্বাস প্রমুখ শ্রমিকরা জানিয়েছেন, কাজ চলে যাওয়ায় তাঁদের অত্যন্ত অর্থকষ্টের মধ্যে চলতে হচ্ছে।

সস্তার ক্যান্টিন

ফাঁসিদেওয়া, ৯ এপ্রিল : ডিস্ট্রিক্ট রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেলের (ডিআরডিসি) খাদ্য ছায়া প্রকল্পে ঘোষপুকুর কলেজে বাংলা নববর্ষে চালু হতে চলেছে ক্যান্টিন। ২ বৈশাখ থেকে পড়ুয়া, শিক্ষক, কর্মী থেকে শুরু করে বাইরের মানুষও ওই ক্যান্টিনে খেতে পারবেন। ৩০ টাকায় সবজি ভাত, ৪০ টাকায় ডিম ভাত, ৫০ টাকায় চিকেন ভাত, ৬০ টাকায় পাঁঠার মাংস ভাত পাওয়া যাবে। মিলবে বিভিন্ন ধরনের মোমো এবং চাউমিন। ১৫ টাকায় ভেজ চাউমিন ও মোমো এবং ২৫ টাকায় চিকেন মোমো ও চাউমিন পাওয়া যাবে। কলেজের অধ্যক্ষ উমা মাঝি বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সাহায্যে আমাদের কলেজে এমন ক্যান্টিন প্রথম চালু হতে যাচ্ছে।'

ভাঙল লাইট

চোপড়া, ৯ এপ্রিল : মঙ্গল ও বুধবার টানা বৃষ্টিপাতের জেরে চোপড়া ব্লকে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেরং সেতু সংলগ্ন এলাকায় ভেঙে পড়ল হাইমাস্ট লাইট। বুধবার সকালে বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসে। এলাকার প্রধান কাইয়ুম আলম বলেন, 'রাতভর ঝোড়ো হাওয়ায় হাইমাস্ট লাইটটি ভেঙেছে। ইতিমধ্যে সারানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' যদিও আবার বৃষ্টি শুরু হওয়ায় খুশি ক্ষুদ্র চা চাষিরা।

আক্রমণাত্মক ৮ দাঁতাল, তিন বন বিভাগের সমন্বয়ে জোর

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ৯ এপ্রিল : কখনও লোকালয়ে ঢুকে ঘরবাড়ি, জমি তছনছ করছে। আবার কখনও হাতির আক্রমণে প্রাণ যাচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। গত শনিবার ও রবিবার দুটি হাতির হামলায় বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের কাঠামবাড়ি জঙ্গলে তিনজনের মৃত্যু হয়। ঘটনায় আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন আরও দুজন। এতে রীতিমতো আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে এলাকায়। এখনই হাতির হানা আটকাতে না পারলে পরিস্থিতি যে হাতের বাইরে চলে যাবে তা নিয়ে সংশয় নেই। তবে হাতির হঠাৎ এমন আচরণে চিন্তায় বনকর্মীরাও। তাই ঘটনার কারণ খুঁজতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল বন দপ্তর। তাতেই দেখা যায়, বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের জঙ্গলে আটটি দাঁতালের গতিবিধি সঠিক নেই। বেশ কয়েকটি হাতির মধ্যে আক্রমণাত্মক প্রবণতাও দেখা দিয়েছে। তাই এবার পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎপরতার সঙ্গে বৈকুণ্ঠপুর, গরুমারা ও জলপাইগুড়ি বন বিভাগ সমন্বয় রেখে কাজ করবে। বুধবার কাঠামবাড়ি রেঞ্জে ওই তিন বন বিভাগের ডিএফওরা একটি জরুরি বৈঠকও করেন। সেখানে লাগাতার হাতির হানা আটকাতে একাধিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

হাতি জঙ্গল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলে তাদের ফেরত পাঠাতে তিন বন বিভাগ মিলে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন।

পাশাপাশি এদিন বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের তরফে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের নিয়ে সচেতনতা শিবির করা হয়।

বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের জঙ্গলে দাঁপিয়ে বেড়ানো আটটি দাঁতাল বর্তমানে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বন দপ্তরের। মঙ্গলবার রাতেও একটি দাঁতালকে রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের মেচবস্তি এলাকায় দেখা যায়। তখন রাত একটা। ওই দাঁতাল গ্রামে প্রবেশ করে। হাতি তাড়াতে গ্রামবাসীরা বের হলে হাতিটি তাদের দিকেই তেড়ে আসে। সেসময় কাঠামবাড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা এসে হাতিটিকে চেল নদী পেরিয়ে লাটাগুড়ি জঙ্গলে ফেরত পাঠান।

জলপাইগুড়ি, বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগ ও গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের জঙ্গলেই এলাকার হাতিগুলো ঘোরাফেরা করে। তাই তাদের গতিবিধি জানতে তিন বনবিভাগ সমন্বয়ে রেখে কাজ করতে চাইছে। সেজন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে তাঁরা। জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি জানান, 'এই তিন বন বিভাগের আশপাশ এলাকায় চারটি রেঞ্জ অফিস রয়েছে। হাতির গতিবিধি কোনও রেঞ্জ জানতে পারলে তারা পার্শ্ববর্তী রেঞ্জকে খোঁজখবর দেবে। এর জন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও খোলা হয়েছে।' ওই হাতিগুলোর গতিবিধির ওপর নজর রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও রাজা এম।

এদিন হাতির হানা নিয়ে গ্রামবাসীদের সচেতন করা হয়। পাশাপাশি জঙ্গল লাগোয়া বিভিন্ন বনবস্তির বাসিন্দাদের চার্জেবল সার্চলাইট বিতরণ করা হয় ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি বুদ্ধদেব ঘোষের উদ্যোগে।

হাতির হামলা রুখতে সার্চলাইট বিতরণ। (ডানদিকে) সচেতনতা শিবির লাটাগুড়িতে। বুধবার।

ঠিকানা বদল

আর নয় নিজাম প্যালেস বা সিজিও কমপ্লেক্স। নববর্ষ থেকে নিউটাউনে এনবিসিসি স্কোয়ার নামের বহুতলে সিবিআইয়ের কলকাতা শাখার নতুন ঠিকানা হতে চলেছে।

ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা

বৃহস্পতিবার থেকে সব জেলায় ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা। পশ্চিমের কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের সম্ভাবনা। শুক্রবার ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্ষতিপূরণ

২০১১ সালে সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয় গোসাবার সাধুপুর এলাকার বাসিন্দা নিরাপদ মণ্ডলের। ১৩ বছর পর হাইকোর্টের নির্দেশে ক্ষতিপূরণ পেতে চলেছে তাঁর পরিবার।

খাদানে তদন্ত

রামপুরহাট থানা এলাকায় কৃষিজমি নষ্ট করে পাথর খাদানের ব্যবসা চালানোর অভিযোগে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। এই ঘটনায় জেলা শাসকের তত্ত্বাবধানে তদন্তের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি।

ওয়াকফ আইনে সম্পত্তি রক্ষার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

‘দিদি আপনাদের সঙ্গে’

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ এপ্রিল : দু-দিন আগেই ওয়াকফ বিল আইনে পরিণত হয়েছে। এবার ওয়াকফ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় মুখর হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মহাবীর জয়ন্তীর এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দিদি আছে আপনাদের সঙ্গে। দিদি আপনাদের রক্ষা করবে। আপনাদের সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। কেউ উসকানিতে পা দেবেন না। সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার অধিকার কারোর নেই।’

গত সপ্তাহেই ওয়াকফ সংশোধনী বিল সংসদে পাশ হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এই রাজ্যও উত্তাল। ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে পথে নেমেছেন সংখ্যালঘুরা।’ গত কয়েকদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ইস্যুতে মুখ খোলেননি। বুধবার জৈন সম্প্রদায়ের এক অনুষ্ঠানে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সংখ্যালঘুদের বার্তা দিয়ে বলেন, ‘নিজে বাঁচো, সবাইকে বাঁচাও। যাঁর যা সম্পত্তি, আমার অধিকার নেই সেই সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার। আমার সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার অধিকারও আপনাদের নেই। সংখ্যালঘুদের বলছি, আপনাদের ওয়াকফ নিয়ে দুঃখ হয়েছে বুঝতে পারছি। আপনারা সবাই একসঙ্গে বাঁচার কথা বলুন। কেউ কেউ রাজনৈতিক প্ররোচনা দেয়। আমি বলছি দিদি আছে আপনাদের। দিদি আপনাদের রক্ষা করবে। কেউ কোনও রাজনৈতিক প্ররোচনায় পা দেবেন না।’

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘একতার জন্য হাঁটি। একতার জন্য লড়াই করি। একতা রক্ষা করাই আমাদের দায়িত্ব।’

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এসে ভাষণের শুরুতেই বলেন, ‘যা কিছু মঙ্গলময়, সব আপনাদের হোক। আপনারা বাংলায় সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন। আপনারা বিভাজন নয়, একতায় বিশ্বাসী। সেটাই তো আমাদের ভারতবর্ষ। সব রাজ্যের পোশাক, খাবার, পরম্পরা, ঐতিহ্য আছে। আমরা সব ধর্ম মানি, সব ঐতিহ্য মানি। অনেকে আমাকে প্রশ্নও করেন, আমি কেন সর্বধর্মের অনুষ্ঠানে যাই। কিন্তু আমি যাব সব

> দিদি আছে আপনাদের সঙ্গে। দিদি আপনাদের রক্ষা করবে। আপনাদের সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। কেউ উসকানিতে পা দেবেন না। সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার অধিকার কারও নেই।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

জায়গায়। আমাকে গুলি করলেও আমি একতার পক্ষে। এটাই আমাদের একতা। সংখ্যালঘুদের ধন্যবাদ জানাব। তাঁরা আমাদের হিন্দুদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এটাই বাংলা। আমরা যে কোনও ধর্মের অনুষ্ঠানে যাই।’

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি আজমের থেকে পুষ্কর রেল জুড়েছি। আমার সময়ে ধর্মীয় স্থানের সঙ্গে রেল যোগাযোগ হয়েছিল। আমরা দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি করছি। ১৪ এপ্রিল কালীঘাট স্কাইওয়াকের উদ্বোধন করব। আপনারা বাংলা ঘুরে দেখুন। দেখুন আগে কী ছিল, আর এখন কী হয়েছে। আমরা গড়ার পক্ষে। আমরা একতার পক্ষে। আমরা ভাঙার পক্ষে নই। বাংলাদেশে অশান্তির প্রভাব পড়েছিল সীমান্তেও। মনে রাখবেন একতা রক্ষা করাই আমাদের দায়িত্ব। জিও অউর জিনে দো। বাংলার সম্প্রীতি বাংলার অহংকার।’

এদিন মমতা বলেন, ‘অনেকে বলছেন, বাংলায় হিন্দুরা নাকি অবহেলিত। এটা ঠিক নয়। এখানে সবাই সুরক্ষিত। ভরসা রাখুন, আমি আপনাদের বিরোধী নই। আমি আপনাদের পাশে ছিলাম, আপনারা এগিয়ে চলুন। আমি ছিলাম, থাকব।’

সমস্যা পর্যালোচনা মন্ত্রীগোষ্ঠীর সভায়

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ এপ্রিল : বুধবার থেকেই কাজ শুরু করে দিল মুখ্যমন্ত্রীর গড়ে দেওয়া সরকারি মামলা বিষয়ক মন্ত্রীগোষ্ঠী। গত মঙ্গলবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে তড়িঘড়ি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ জন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রীকে নিয়ে এই মন্ত্রীগোষ্ঠী গড়ে দেন। এদিন নবান্নে প্রথম ঘণ্টায় তার সরকারি নির্দেশিকাও জারি হয়ে যায়। মন্ত্রীগোষ্ঠীর সঙ্গে সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকা মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এদিনই এই বিষয়ে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে একপ্রস্থ কথা বলেন।

নবান্ন সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্টে সরকারের যেসব মামলা চলছে, বিশেষ করে এই মুহূর্তে প্রায় ২৬ হাজার চাকরিহারা শিক্ষকের বিষয়টি নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে। চাকরিহারাদের ব্যাপারে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের কাছে চাকরি বাতিল সংক্রান্ত রায়ের ওপর কী কী ব্যাখ্যা চেয়েছে, মূলত এই বিষয়টি তাঁদের মধ্যে আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। সেই সঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সুপ্রিম কোর্টের কাছে যে আর্জি জানিয়েছে, তার সর্বশেষ অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা নিয়েও তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে।

নবান্নে প্রশাসনিক শীর্ষ মহলের খবর, চাকরি বাতিলের রায়ে মুখ্যমন্ত্রী খুবই বিচলিত ও উদ্বিগ্ন। নেতাজি

চাকরি বাতিল/১

ইন্ডোরের ভরা সভায় মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছেন, রাজ্য সরকার চাকরিহারাদের পাশে থাকবে। তাঁর প্রতি ভরসা রাখার কথাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই অবস্থায় উদ্ভূত সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে মুখ্যমন্ত্রী এখন মন্ত্রীসভা ও প্রশাসনের শীর্ষস্তরের লোকজনকে কাজে লাগাতে চাইছেন। বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিবাল ও অভিষেক মনু সিংভির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার ব্যাপারেও মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই অবস্থায় নবান্ন প্রশাসনের তৎপরতার পারদ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

সরকারি সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই মুখ্যসচিব এই মন্ত্রীগোষ্ঠীর বৈঠক ডেকেছেন। আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গে আলোচনা করেই বৈঠকের দিন নির্দিষ্ট হবে। প্রাথমিকভাবে সেই কথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজাকেও জানানো হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন মামলা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হবে। ওই সূত্রের খবর, শুধু প্রায় ২৬ হাজার চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর বিষয়টি নয়, আগামীদিনে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের ওপর যে গুরুত্বপূর্ণ মামলা রয়েছে সেই বিষয়েও অধিক গুরুত্ব দিতে হবে মন্ত্রীগোষ্ঠীকে।

আরজি করের সঙ্গে মিলল শিক্ষা দুর্নীতির প্রতিবাদ

কলকাতা, ৯ এপ্রিল : আরজি কর কাণ্ডের বিচারের সঙ্গে মিলে গেল শিক্ষায় দুর্নীতির প্রতিবাদের স্বর। বুধবার অভয়ার বিচার ও শিক্ষা দুর্নীতির প্রতিবাদে করুণাময়ী থেকে সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করে অভয়া মঞ্চ ও জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস সংগঠনের চিকিৎসকরা। তাঁদের দাবি, আরজি কর কাণ্ডের আট মাস পেরিয়েছে অথচ সিবিআই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিতে পারেনি। তদন্তের ধীর গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান তাঁরা। তাছাড়াও শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন চিকিৎসকরা। তাই দ্রুত এই সমস্যাগুলির সমাধান চাইছেন তাঁরা।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার চিকিৎসক, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা শিয়ালদা থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত মহামিছিলের ডাক দিয়েছেন। শুক্রবার করুণাময়ী থেকে এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ।

এদিকে, হাইকোর্টে শুনানির আগে আরজি কর কাণ্ডে হাসপাতালের বর্তমান অধ্যক্ষ মানসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপাধ্যক্ষ সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করল সিবিআই। ২ ঘণ্টারও বেশি সময় তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। হাসপাতালের সিকিউরিটি সুপারভাইজারের সঙ্গেও কথা বলেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, ময়নাতদন্তের সময় উপস্থিত চিকিৎসক পড়ুয়াদের সঙ্গে আবার কথা বলতে পারে সিবিআই।

বোসের ওপর স্পিকারের চাপ

কলকাতা, ৯ এপ্রিল : রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া কোনও বিল দীর্ঘ সময় ধরে রাজভবনে আটকে রাখা অবৈধ, জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে সুপ্রিম কোর্ট তিরস্কৃত করার পরেই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ওপর চাপ বাড়ালেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তিনি বলেন, ‘এই নিয়ম মেনে রাজ্যপালরা কাজ করলে রাজ্যের অনেক সুবিধা হয়। বিলগুলি জনসাধারণের স্বার্থে রাজ্য বিধানসভায় আনা হয়। ঠিক সময় পাশ করিয়ে আইনে পরিণত না হলে বিলের যৌক্তিকতা নষ্ট হবে।’ বিমান আরও জানিয়েছেন, ‘অল ইন্ডিয়া স্পিকার্স ফোরাম’-এ তিনি ইতিমধ্যেই বিষয়টি সম্পর্কে কথা বলেছেন।

চাকরি বাতিলের প্রতিবাদে রাজপথে তৃণমূল যুব কংগ্রেস। বুধবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ধিক্কার মিছিল

কলকাতা, ৯ এপ্রিল : এসএসসির প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলে রাম-বাম চক্রান্তের অভিযোগ তুলে ধিক্কার মিছিল করল তৃণমূল যুব কংগ্রেস। বুধবার বিকাল ৩টে নাগাদ কলেজ স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত এই মিছিলে পা মেলান তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ও চাকরিহারা শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা।

সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী চাকরি বাতিলে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের নেপথ্যে কোনও গোপন রাজনৈতিক খেলার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেই ন্যায়ের দাবিতেই পথে নেমেছিল তৃণমূল যুব কংগ্রেস। প্রায় দু’হাজারেরও বেশি মানুষের জমায়েত হয়েছিল। মিছিলে ছিলেন যাদবপুর লোকসভার সাংসদ সায়নী ঘোষ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের কন্যা প্রিয়দর্শিনী ঘোষ বাওয়া, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পূজা পাঁজা, তৃণমূল নেত্রী শ্রেয়া পান্ডে সহ একাধিক যুব নেতা-নেত্রী। ডিআই অফিসের সামনে চাকরিহারাদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, ‘শিক্ষকদের প্রতি সহমর্মিতা রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আশা করি চাকরিহারারা সেই কথা বুঝবেন।’ কসবায় চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপর পুলিশ প্রশাসনের বলপ্রয়োগ নিয়ে তৃণমূলের যুব নেতৃত্ব অবশ্য কোনও মন্তব্য করেননি।

সায়নী ঘোষ বলেন, ‘চাকরি হারানোর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বিজেপি ও সিপিএম। তারা পুরোটাই এখন ভোটবাক্সের খেলা খেলছে। রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামোকে নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই তারা এমন পদক্ষেপ নিচ্ছে।’ বিজেপি শাসিত ডাবল ইঞ্জিন সরকার পরিচালিত রাজ্যে হওয়া একাধিক দুর্নীতির কথাও উল্লেখ করেছেন সায়নী। যোগ্যদের পাশে থাকার বার্তাও এদিন দিয়েছেন তিনি। তৃণমূলের অভিযোগ, ‘বিজেপি-সিপিএম-এর ষড়যন্ত্রে চাকরি হারিয়েছেন যোগ্যরা। মুখ্যমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ নেবে যুব নেতৃত্ব। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যেতেও রাজি আছি আমরা।’

অস্থির পরিস্থিতিতে অভিষেক ফের নীরব

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ এপ্রিল : প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের ঘটনায় কার্যত অস্থির বাংলা। অস্থির সরকার ও শাসকদল তৃণমূলের অন্দরমহলও। এই নিয়ে অস্বস্তি কাটাতে পারছে না কোনও পক্ষই। চাকরি বাতিলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনাও ঘটছে কলকাতা সহ জেলায় জেলায়। স্বভাবতই বিচলিত সরকার ও শাসকদলও।

এই অবস্থায় আবার কার্যত নীরব ভূমিকায় শাসকদল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শাসকদল তৃণমূলের ‘যুবরাজ’ বলে পরিচিত অভিষেকের এহেন নীরবতায় আবার নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। চাকরি বাতিল নিয়ে সদ্যই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরিহারাদের নিয়ে নেতাজি ইন্ডোরে সভা করেছেন। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার চাকরিহারাদের বিষয়ে কী করছে বা করবে সবিস্তারে তা সভায় জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকার যে এই নিয়ে বিব্রত ও বিচলিত তা বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরায় স্পষ্ট হয়েছে। এমনকি চাকরি বাতিলের বিষয়টির পিছনে যে চক্রান্ত রয়েছে সেই নিয়ে প্রচার করতে বুধবার থেকে রাস্তায় নেমেছে শাসকদল তৃণমূলের ছাত্র ও যুব ফ্রন্টও। একদিকে চাকরিহারাদের কলকাতা সহ জেলায় জেলায় ধর্না, অবস্থান, ঘেরাও। অন্যদিকে পালটা শাসকদল তৃণমূলের মিছিল

চাকরি বাতিল/২

চক্রান্তের বিরুদ্ধে।

এত অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেও এদিন বিকেল পর্যন্ত এই নিয়ে অভিষেকের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। সেটাই আবার জল্পনা বাড়িয়েছে শাসকদলের অন্দরে। সম্প্রতি অভিষেক এই ভূমিকায় থেকে জল্পনা বাড়িয়ে দিলেন দলে। যদিও তারপর সম্প্রতি নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থেকে ভাষণ দিয়ে তাঁকে নিয়ে জল্পনার অবসান ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু আবার এই সময় তাঁর নীরবতা নিয়ে রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। যদিও এদিন অভিষেক ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, ‘ঠিক সময়মতো তিনি মুখ খুলবেন। আগেও খুলেছেন, আবার দলের স্বার্থেই মুখ খুলবেন। এখন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী বিষয়টি দেখছেন। পদক্ষেপও নিচ্ছেন। এ ব্যাপারে অভিষেকের সঙ্গে দলনেত্রীর আদৌ কথা হচ্ছে না, সেকথা কি কেউ বলতে পারে?’

সাম্প্রতিককালে আরজি কর কাণ্ডের পর অভিষেকের প্রতিক্রিয়া নিয়ে দলের অন্দরে কম চর্চা হয়নি। ডাক্তারদের আন্দোলন সমর্থন করে অভিষেক যা প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন তা মোটেই মনঃপূত হয়নি তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের। এবারও চাকরিহারাদের নিয়ে অভিষেক কী প্রতিক্রিয়া দেন তা নিয়ে এখন তৃণমূলের অন্দরে কৌতূহল রীতিমতো চরমে।

গ্রামীণ রাস্তার জন্য বরাদ্দ ১৪০০ কোটি

কলকাতা, ৯ এপ্রিল : রাজ্যের গ্রামীণ রাস্তার সংস্কার ও সম্প্রসারণে ১৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব পাশ হয়েছে। ২০২২ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পাচ্ছে না রাজ্য। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় রাস্তা তৈরি হচ্ছিল না। ২০২৩ সালে রাজ্য সরকার পথশ্রী প্রকল্প চালু করে।

ওই প্রকল্পে ৩৭ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছে। পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা সংস্কারের জন্য আগেই ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল রাজ্য সরকার। ওই রাস্তা সম্প্রসারণে আরও ১৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল। চলতি আর্থিক বছরে অর্থাৎ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই টাকা খরচ করা হবে। বর্ষার আগেই প্রকল্পের কাজ শুরু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরকে। রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, ‘অনেক জায়গায় গ্রামের রাস্তা সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয়েছে। সেই কারণেই ওই

> অনেক জায়গায় গ্রামের রাস্তা সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয়েছে। সেই কারণেই ওই রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য ১৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল।
>
> **প্রদীপ মজুমদার** *পঞ্চায়েতমন্ত্রী*

রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য ১৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল।’

এবারের বাজেট ভাষণে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য নতুন করে পথশ্রী প্রকল্পে ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু পুরোনো রাস্তাগুলি সংস্কার ও সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয়েছিল। কোন কোন রাস্তা সম্প্রসারণের প্রয়োজন, তা জানতে জেলাগুলির কাছে রিপোর্ট তলব করেছিল পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর।

সেই মতো গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কাছে রিপোর্ট জমা পড়ে। পথশ্রী প্রকল্পে তৈরি হওয়া ৩৭ হাজার কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে প্রায় ১৮ হাজার কিলোমিটার রাস্তা সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয়েছে। কারণ ওই রাস্তায় যানবাহনের চাপ বেড়েছে। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম সড়ক যোজনায় তৈরি হওয়া ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা সম্প্রসারণ করেছিল রাজ্য। নতুন করে ১৮ হাজার কিলোমিটার রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু হবে।

নববর্ষে নতুন পদে ভূরিভোজ

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ এপ্রিল : কথায় আছে, ‘বাসনার সেরা বাসা রসনায়’। নতুন বছরের উৎসব উদযাপনে বাঙালি যে কবজি ডুবিয়ে বাঙালিয়ানার স্বাদ নেবে, তা বলাই বাহুল্য। প্রতি বছরই নতুন নতুন পদ এনে বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাতেই থাকে রেস্তোরাঁগুলি।

কলকাতার একটি বিখ্যাত রেস্তোরাঁর হাতিবাগান শাখায় ঢুঁ মারতেই দেখা গেল, এখন থেকেই ঝলমলে করে সাজিয়ে তোলা চলছে। সেখানকার এক কর্মকর্তা সঞ্জীব সরকার বললেন, ‘এবছর নববর্ষে বৈশাখী থালি আনছি আমরা। একটি থালিতে ভাত, সুক্তো, চিংড়ির মালাইকারি, ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচু শাক ছাড়াও অন্য থালিতে গন্ধরাজ মুরগি, রাজবাড়ির কষা মাংস সহ সমস্ত বাঙালি পদ থাকছে। তবে টেবিল বুকিং করছি না। ইংলিশ পোলাও, ইলিশ বরিশালি, চিংড়ি কচু পাতা, বাদশাহি ভুনা চিংড়া, হাল্লারাজার কাঁকড়ার থালি, কালো খাসির মাংস, আমদই সহ নতুন পদগুলি মানুষকে আকর্ষণ

করবে আশা করি।’

একটু এগোলেই আরও এক বাঙালি রেস্তোঁরা। সেখানকার ম্যানেজার সুকান্ত শী বললেন, ‘৭০০ টাকায় ভেজ আর ১২০০ টাকায় ননভেজ থালি পাওয়া যাবে। টেবিল বুকিং শুরু করে দেওয়া হয়েছে। রাজশাহি পটল পাবদা, এঁচোড়ের ডালনা, মোচার আইটেম সহ নতুন নতুন পদ থালিতে থাকছে।’ বাঙালিকে আকর্ষণ করতে পান্তাভাতেরও আয়োজন করে রেখেছে সল্টলেক চত্বরের আরেকটি বিখ্যাত বাঙালি রেস্তোরাঁ। এর অন্যতম কর্ণধার রাজন বিশ্বাস বলেন, ‘প্রতিটি পদে বাঙালিয়ানার ছোঁয়া থাকছে। কাঁচালংকা বাদামি মুরগি, আম আদা পার্সে ফিশ, রাঙাআলু ও কিডনি বিন ক্রোকোয়েটস, পনির ফ্রিটার, মুরগির ঘটিগরম এবছরের নতুন পদ।’

নববর্ষে নতুন মোড়কে ফিরছে

শিশু কিশোর আসর

ছোটরাও এবার থেকে পাঠাতে পারো গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া এবং ছবি। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায়।

শর্তাবলি : ● বয়স হতে হবে অনূর্ধ্ব ১৭ ● লেখার সঙ্গে পাঠাতে হবে নিজের নাম, ক্লাস, স্কুলের নাম ও ফোন নম্বর ● শুধুমাত্র স্বরচিত লেখাই গ্রহণ করা হবে।

হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো 98007 88836 নম্বরে
অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com -এই ঠিকানায়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩২০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৭ চৈত্র ১৪৩১

এক্তিয়ারের দিকনির্দেশ

ভারতে রাজ্যপাল পদ নেহাতই আলংকারিক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক কর্তব্য পালন ছাড়া রাজ্যপালের কিছু করার থাকে না। অথচ গত কয়েক বছর ধরে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিতে বারবার রাজ্যপাল বনাম রাজ্য সরকারের বিরোধ প্রকাশ্যে আসছে। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী, রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর সমন্বয় রেখে চলাই দস্তুর। এর অন্যথা হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের কাজকর্মে প্রভাব পড়ে। তাই সুসম্পর্ক বজায় রাখার ওপর নজর রাখা উচিত রাজ্যপাল এবং রাজ্য সরকার- উভয়ের।

কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে একাধিক বিরোধী শাসিত রাজ্যে রাজভবন এবং রাজ্য সরকারের টানাপোড়েনে সেই সুসম্পর্কে ঘা লেগেছে। বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল দিনের পর দিন আটকে রাখা নিয়ে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবির সঙ্গে ডিএমকে সরকারের বিরোধ নতুন নয়। মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন আগেও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তাতে কাজ হয়নি।

অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যপালকে সাফ বলে দিয়েছে, বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল আটকে রাখা বেআইনি। রাজ্যপালের উচিত, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওই বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তামিলনাড়ুর রাজভবনকে সংবিধানের ২০০ নম্বর অনুচ্ছেদ স্মরণ করিয়ে শীর্ষ আদালত বলেছে, রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে রাজ্যপালের উচিত, জনসাধারণের ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়া এবং রাজ্য মন্ত্রীসভার পরামর্শ মেনে কাজ করা।

সুপ্রিম কোর্টের এই কঠোর বার্তায় বিভিন্ন বিরোধী শাসিত রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের বিরোধ মিটবে কি না পরিষ্কার নয়। বিরোধীদের অভিযোগ, আজকাল রাজভবনগুলি থেকে সমান্তরাল প্রশাসন চালানো হয়। যা কাম্য নয়। সংবিধান অনুযায়ী, রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের অঙ্গ। তিনি রাজ্য মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

দেশের সমস্ত রাজ্যেই অবশ্য রাজভবন-রাজ্য সরকার বিরোধ নেই। বিজেপি কিংবা এনডিএ শাসনাধীন রাজ্যগুলিতে রাজভবনের অতিসক্রিয়তার বালাই নেই। ব্যতিক্রম বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলি। সুপ্রিম কোর্ট তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের সমালোচনা করেছে। কিন্তু ছবিটা পশ্চিমবঙ্গ, কেরলে প্রায় একই। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরে হালে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এসেছে। সেখানেও মুখ্যমন্ত্রী বনাম উপরাজ্যপাল সংঘাত বাড়ছে।

অতীতে দিল্লিতে আপ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন উপরাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধ রোজনামচায় পরিণত হয়েছিল। বিজেপি সেখানে ক্ষমতায় আসতেই সেসব অতীত হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কিংবা তাঁর পূর্বসূরি জগদীপ ধনকরের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রীসভার সংঘাতও নানা সময়ে চরম আকার নিয়েছে। তামিলনাড়ুর মতো পশ্চিমবঙ্গেও বিধানসভায় পাশ হওয়া একাধিক বিল রাজ্যপালের অনুমোদনের অপেক্ষায় পড়ে আছে।

আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে ধর্ষণ, মৃত্যুর পর বিধানসভায় অনুমোদিত অপরাজিত বিল কিংবা হাওড়া কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিল সেই পড়ে থাকার তালিকার মধ্যে পড়ে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন সুপ্রিম কোর্টের রায়কে শুধুমাত্র তাঁর রাজ্যের নয়, দেশের সমস্ত রাজ্যের জন্য ঐতিহাসিক বলে দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, আইনানুযায়ী সাংবিধানিক পদাধিকারীরা সাংবিধানিক মূল্যবোধ মেনে কাজ করতে বাধ্য।

তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবির ভূমিকার সমালোচনা করে সর্বোচ্চ আদালতের বক্তব্য, রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত ১০টি বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানোর মতো রাজ্যপালের পদক্ষেপ সংবিধান মতে অবৈধ এবং ভুল। রাজ্যপালের এক্তিয়ার কতটা, তিনি কীভাবে নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন ইত্যাদির স্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে সংবিধানে।

তারপরও একাধিক রাজ্যে রাজ্যপাল বনাম মুখ্যমন্ত্রীদের বিরোধ পুরোপুরি অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্ক্ষিত ও সংবিধান বিরোধী। রাজ্যপাল কী করতে পারেন আর কী করতে পারেন না, তা সুপ্রিম কোর্ট ফের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী রাজ্য ও রাজ্যপালের ক্ষমতার সমন্বয় ও ভারসাম্য রক্ষায় শীর্ষ আদালতের এই রায় নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

অমৃতধারা

মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 'আমি কে' ভালোরূপে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি ব'লে কোনও জিনিস নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি এর কোনটা আমি? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে আমিত্ব বলে কিছু পাই নে। শেষে যা থাকে, তাই আত্মা- চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হলে ভগবান দেখা দেন। দুই রকম আমি আছে- একটা পাকা আমি, আর একটা কাঁচা আমি। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার ছেলে, এগুলো কাঁচা আমি, আর পাকা আমি হচ্ছে, আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আর আমি সেই নিত্য-মুক্ত-জ্ঞান-স্বরূপ।

-শ্রীরামকৃষ্ণ

ভারত-চিন সম্পর্কের ৭৫ নিয়ে উপলব্ধি

কাল, ১১ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন ভ্রমণের শতবর্ষ। তবে নয়াদিল্লি ও বেজিংয়ের বোঝাপড়া বহু যুগ নেই একেবারে।

অমল সরকার

২০০৮ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে আমার চিন ও জাপান সফরের সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রয়োজনীয় সব নথিপত্র দেওয়া সত্ত্বেও সল্টলেকে চিনের কলকাতার কনসুলেট অফিসে ভিসা করাতে গিয়ে আমার প্রায় গোটা দিন কেটে গিয়েছিল। দফায় দফায় প্রশ্ন করে চিনা আধিকারিকরা আসলে নিশ্চিত হতে চাইছিলেন যে আমি প্রধানমন্ত্রীর সফরের বাইরে আর কোনও খবর নিয়ে মাথা ঘামাব না। আমার এই অভিজ্ঞতার কথা শুনে দিল্লির এক সাংবাদিক বন্ধু বলেছিলেন, ভারতের দূতাবাসগুলিতে একই অভিজ্ঞতা হয় চিনাদের।

বেজিং পৌঁছে বিপরীত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমরা যাওয়ার ঠিক আগে বেজিং অলিম্পিক হয়ে গিয়েছে। অলিম্পিক উপলক্ষ্যে বহু মানুষকে সরকারি উদ্যোগে ইংরেজি শেখানো হয়েছিল। বেজিংয়ের একটি সুপার মার্কেটে সদ্য ইংরেজি শেখা এক দোকানি আমরা ভারতীয় জানার পর দু'দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে বেশ মজা করেছিলেন।

হোটেলের অভিজ্ঞতাও ছিল চমৎকার। বেজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল চিনা ছেলেমেয়েরা লবিতে এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে। তারা একটি সেমিনারে যোগ দিতে এসেছিল। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলছি দেখে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের এক অধস্তন আধিকারিক এগিয়ে এসে কানে কানে গোপন গোয়েন্দা রিপোর্ট দেওয়ার মতো করে বলেছিলেন, 'এরা চিনা গোয়েন্দা সংস্থার রিক্রুট হতে পারে। কথাবার্তা বলতে সাবধান।' আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, দেশের ক্ষতি হতে পারে এমন কোন গোপন খবরটা আমি জানি, যা মুখ ফসকে বলে ফেলতে পারি! বরং খারাপ লাগছিল প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী নিরাপত্তা আধিকারিকরা বিদেশের মাটিতেও দেশের সাংবাদিকদের উপর বিরক্তিকর নজরদারি চালানোয়।

মজার কথা হল, সেই ছাত্রছাত্রীরাই আমাদের জানিয়েছিল, চিনে তখন প্রবল অসন্তোষ চলছে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য শত শত গ্রাম দখল অভিযানকে কেন্দ্র করে। সময়টা ভাবুন। পশ্চিমবঙ্গে তখন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলন ঘিরে উথালপাতাল চলছে। ওঁরা দেখলাম, সে খবর জানে। ওই ছেলেমেয়েরাই জানিয়েছিল, কোন কোন সাইটে চিনের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত খবরাখবর পাওয়া যাবে।

১৭ বছর আগের কথা উল্লেখ করার কারণ একটাই। ভারত ও চিন যখন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পালন শুরু করল তখন পিছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে, দু'দেশের সম্পর্ক পদে পদে হোঁচট খেয়েছে শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সংশয় আর সন্দেহের কারণেই। যার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে দূতাবাসগুলিতে। যদিও দু'পক্ষই বন্ধুত্বের বার্তা দিতে কম শব্দ ব্যয় করেনি বিগত ৭৫ বছর।

সদ্য স্বাধীন পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না আর রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ৭৫ বছর আগে ১৯৫০-এর ১ এপ্রিল, যা বোকা দিবস হিসাবে পরিচিত। অনেকেই মনে করেন, ৭৫ বছর ধরে ভারত ও চিন একে অপরকে বোকা বানানোর প্রতিযোগিতা চালিয়ে গিয়েছে।

যদিও সময়ের সরণিতে ৭৫ বছর আগের করমর্দন বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছিল কূটনৈতিক মহলে। কমিউনিস্ট বিশ্বের বাইরে ভারত ছিল প্রথম দেশ যারা চিনের নয়া নেতৃত্বের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিল। তারপর হোয়াংহো আর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। ২০২৫-এ এসে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সম্পর্ককে নয়া মাত্রা দিতে তা ড্রাগন ও হাতির একত্রে নাচের মতো মনোরম করে তোলার আশা ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দু'দেশ হাতধরাধরি করে চললে বিশ্বের অনেক অঙ্ক বদলে যেতে পারে।

সম্পর্কের ৭৫ বছর উদযাপনের মতো ঐতিহাসিক পর্ব শুরুর প্রাক্কালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আর এক ধাপ এগিয়ে মার্কিন পডকাস্টার ফ্রিডম্যানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে চিনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা মেনে নিয়েও বলেছেন, 'দুই দেশের মধ্যে মতানৈক্য থাকতে পারে, কিন্তু তা যেন বিবাদের পর্যায়ে না যায়।'

এ তো গেল সরকারি শীর্ষকর্তাদের কথা। চিন-ভারত সম্পর্কের সূচনা পরবর্তী বারোটি বছর দু'দেশের জনসাধারণকে যেভাবে স্পর্শ করেছিল তা এককথায় নজিরবিহীন। ১৯৫০-এ শুরু হওয়া 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই' সম্পর্কে অবশ্য ইতি পড়ে যায় ১৯৬২-র যুদ্ধে। যে যুদ্ধ ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকেও টালমাটাল করে তোলে। চিনের দালালি করার অভিযোগ ওঠে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে। শেষে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনেও ছাপ ফেলে চিন ও রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ঘিরে মতবিরোধ। বামপন্থীদের একাংশ আওয়াজ তোলে 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।' তবু স্মৃতিপটে 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই' স্লোগান অমলিন থেকেছে।

জওহরলাল নেহরু মাও সে তুংয়ের কমিউনিস্ট চিনের হাত ধরেছিলেন দু'দেশের প্রাচীন সভ্যতা, ঐতিহ্য আর বন্ধুত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে। যে সম্পর্কের ভিত আরও আড়াই দশক আগে গড়ে দিয়েছিলেন কবিগুরু।

কাল, ১১ এপ্রিল কবির চিন ভ্রমণের শতবর্ষ পূর্ণ হবে। কবির অভিজ্ঞতা ছিল মিশ্র। চিনা কমিউনিস্ট পার্টি তখন নবীন। রবীন্দ্রনাথের শান্তির বাণী, আধ্যাত্মিকতা তাদের মনঃপূত হয়নি। তারপরও কবি দমে যাননি। ১৯২৪-এর পর ফের যান ২৭-এ। এক দশ বছরের মাথায় বিশ্বভারতীতে গড়ে তোলেন চিনা ভবন, চিনা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির চর্চা কেন্দ্র। উদ্বোধনের দিনে বলেছিলেন, 'এ দিনটি আমার কাছে বস্তুতই একটি স্মরণীয় দিন।... ভারতবাসী ও চীনবাসীর মধ্যে সংস্কৃতি ও বন্ধুত্ব আদানপ্রদানের একটি ব্যবস্থার পত্তন আজ করা গেল।'

যদিও কূটনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রের কর্ণধাররা এগিয়েছেন নাগরিক ভাবনার বিপরীতে। '৬২-র যুদ্ধ থেকে নয়ের দশকের গোড়া পর্যন্ত দুই দেশই 'শত্রুর শত্রু আমার মিত্র' নীতি নিয়ে চলেছে। ভারত হাত মেলায় চিনের শত্রু আমেরিকার সঙ্গে। চিন পাশে দাঁড়ায় ভারতের শত্রু পাকিস্তানের।

নয়ের দশকের শুরুতে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর চিন-আমেরিকা সম্পর্কের শীতলতা কমে আসতে শুরু করে। কিন্তু ভারত ও চিনের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গির তেমন একটা পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়নি। আমেরিকার পাশাপাশি ভারতের রাশিয়া ঘনিষ্ঠতাকে চিন তার সুরক্ষার ঝুঁকি হিসাবে দেখেছে।

পাশাপাশি দিল্লি ও বেজিংয়ের কর্ণধাররা একে অপরকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিষ্ক্রিয় রাখতে ব্যস্ত থেকেছেন। কোনও পক্ষই চায়নি তারা আমেরিকায় ঘনিষ্ঠ হোক। দুই দেশই স্পর্শকাতর ইস্যুগুলি খুঁচিয়ে গিয়েছে লাগাতার। চিন হাতিয়ার করেছে কাশ্মীর। ভারত কখনও তিব্বত, তো কখনও তাইওয়ান। অন্যদিকে, ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিকে কাছে টেনে বেজিং নয়াদিল্লিকে চিন্তায় রেখেছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলির পর বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস দ্বিপাক্ষিক সফরে প্রথমে চিনে গিয়েছেন। গত ৭৫ বছরের ইতিহাস বলছে, দুই দেশই প্রতিবেশী এবং তথাকথিত সুপার পাওয়ারের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে পরস্পরকে দোষারোপ এবং সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে। অথচ হাতধরাধরি করে চললে তারা নিজেরা হয়তো প্রবল শক্তিধর হতে পারত।

১৯৬২-এর পর চিনের সঙ্গে আরও কয়েকবার সামরিক সংঘাত হলেও ২০২০-তে পূর্ব লাদাখের সংঘর্ষ ছিল ভয়াবহ। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া সম্পর্কের শীতলতা কাটতে শুরু করে গত বছর রাশিয়ার কাজান শহরে ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং চিনের প্রেসিডেন্টের পার্শ্ব বৈঠকে।

শি দেশের কর্ণধার হয়েছেন ২০১৩-তে। মোদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন পরের বছর। অর্থাৎ দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে দুজনের অভিজ্ঞতা প্রায় সমান। দুজনেই হয়তো উপলব্ধি করেছেন, দু'দেশের বিদ্যমান সমস্যাগুলি এমন যে দেশীয় বাস্তবতা বিবেচনায় রাখতে হলে কয়েক দফা বৈঠকে সেগুলির মীমাংসা সূত্র মিলবে না। তার চাইতে বরং সম্পর্কের শীতলতা দূর করতে শুধু সীমান্তের দিকে চেয়ে না থেকে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা বাস্তবোচিত।

জনসংখ্যায় বিশ্বের প্রথম ও দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ দুটির প্রধান সম্পদ তাদের নাগরিকরা। ভারত ও চিনের মতো এত বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম মানুষ খুব কম দেশে আছে। দুর্ভাগ্যের হল, দু'দেশ একে অপরের বাজারের দখল নিতে চাইলেও নাগরিক সম্পর্ক নেই বললেই চলে। ভিসার সংখ্যা এবং চরিত্র থেকে বোঝা যায় সম্পর্ক থমকে আছে মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে। তাতেও ভারসাম্যের অভাব, রপ্তানিতে চিন অনেক এগিয়ে থাকায়।

কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছরকে সামনে রেখে দু'দেশই আশা করা যায় নাগরিক-সম্পর্ক স্থাপনে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ করবে। তবে সেগুলি নিছকই প্রতীকী হলে চলবে না। ধারাবাহিকতা জরুরি। সীমান্ত বিবাদ, সংশয়, সন্দেহকে পাশ কাটিয়ে দুই দেশ যদি সত্যিই হাত ধরতে পারে, তাহলে ডোনাল্ড ট্রাম্পও গলা নামাতে বাধ্য হবেন।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮২৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র।

১৯৯৫

আজকের দিনে প্রয়াত হন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই।

আলোচিত

আমি জানি, ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে সংখ্যালঘুদের মনে দুঃখ আছে। আপনারা ভরসা রাখুন, বাংলায় এমন কিছু হবে না যাতে বিভাজন হয়। আমি বলছি, দিদি আছে, দিদি আপনাদের রক্ষা করবে। আপনাদের সম্পত্তি রক্ষা করবে। কেউ উসকানিতে পা দেবেন না। জিও, জিনে দো।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

ট্রাম্পের সঙ্গে মাস্কের বন্ধুত্ব সর্বজনবিদিত। এবার তাঁর ছেলের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের খুনশুটির ভিডিও ভাইরাল। ট্রাম্পের হাত ধরে ঘুরছে মাস্কের ছোট্ট ছেলে। ট্রাম্পের পিছনে লাফাতে লাফাতে আসছে। দুজনকে বেশ খোশমেজাজে দেখা যাচ্ছে।

ভাইরাল/২

পুনের মুন্ধওয়া চক দিয়ে যাওয়ার সময় জোম্যাটোর এক ডেলিভারি বয় যানজটে ফেঁসে যান। বাইক রেখে ট্রাফিকের পুলিশের ভূমিকা নেন তিনি। একটা একটা করে গাড়ি পাস করান। ডেলিভারি বয়ের প্রশংসায় নেটিজেনরা।

জনমন জনমত

দুর্নীতির প্রশ্রয়ে চাকরির সংস্কৃতি বহু পুরোনো

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এক কলমের খোঁচায় এসএসসি'র নিযুক্ত প্রায় ২৬০০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীর চাকরি চলে গেল। এদের মধ্যে হয়তো ৫/৬ হাজার জনের চাকরি হয়েছিল দুর্নীতির আশ্রয়ে বা মোটা টাকার বিনিময়ে এবং সে দুর্নীতিতে এসএসসি বা নেতা-মন্ত্রীদের কিয়দংশ জড়িত। দুর্নীতির প্রশ্রয়ে চাকরির সংস্কৃতিটা তো আজকের নয়- এই সংস্কৃতি বন্ধ করা যাচ্ছে না কেন?

আপনার ঘরের ছেলেটি বা মেয়েটি পড়াশোনা শিখে বসে আছে বেকার। চাকরির হাহাকার, চাকরি নেই, তাই ধারদেনা বা কোনও সম্পত্তি বিক্রি করে মোটা টাকার বিনিময়ে হলেও আপনার ছেলে বা মেয়েটিকে একটা চাকরিতে ঢোকানোর চেষ্টা করতেই পারেন। এমন আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ক'জন আছে যে, টাকার বিনিময়ে বা কোনও কৌশলের বিনিময়ে চাকরি না নিয়ে ঘরে বসে ছেলেটি বা মেয়েটির বেকারত্বের অসহায়তা, যন্ত্রণা চোখের সামনে দেখতে পারবেন! তাছাড়া ওদেরও তো ভবিষ্যৎ জীবনে দাঁড়াতে হবে। মেধাবী চাকরিপ্রার্থীকেও তো এই দুর্নীতিপ্রবণ বাজারে পরীক্ষায় বা ভাইভাতে অনেক কম নম্বর দিয়ে রাখতে পারে। তাই পরিস্থিতির শিকার হয়েও এই ৫-৬ হাজারের অনেকেই হয়তো টাকা দিয়ে চাকরিটা কিনে নিয়েছেন। এদের সবাই তো আর সাদা খাতা জমা দেয়নি পরীক্ষায়। সাদা খাতা দেওয়াটাও তো দুর্নীতিরই একটা অংশ। কোনও প্রকার দুর্নীতিকে কিঞ্চিৎমাত্র সমর্থন আমার আদর্শ বা শিক্ষা নয়।

যাইহোক, এই পরিস্থিতিতে মাথা ঠিক রেখে জীবনে অন্যভাবে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার উপদেশ দেওয়া অনেক সহজ, করাটা খুবই কঠিন। শিক্ষিত মানুষের মন বড় নরম যে! তবুও আমি বলব এ চ্যালেঞ্জ নিতেই হবে। কিছুতেই ভেঙে পড়া চলবে না। জীবনযুদ্ধে জয়ী হতেই হবে।

জ্যোতির্ময় রায়, নিউ আলিপুরদুয়ার।

পরীক্ষার খাতা দেখায় অনিশ্চয়তা

শিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই মানুষের ভবিষ্যৎ। অথচ শিক্ষাজগতে বর্তমানে চলছে চরম বিশৃঙ্খলা। কিছু সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি অর্থাৎ জীবন নিয়ে চলছে ছিনিমিনি খেলা। এই অবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রাণকেন্দ্র স্কুলগুলি প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীরাও বাক্যহীন নিষ্প্রভ।

শিক্ষাজগতে আকাশসমান দুর্নীতি মেনে নেওয়া যায় না কিছুতেই। রক্ষকরাই যদি ভক্ষক হয়, সাধারণ মানুষ অসহায়। যারা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা তো এখন ভাবছে, শিক্ষকের অভাবে পরীক্ষার খাতা সুষ্ঠুভাবে দেখা কী করে সম্ভব? তাদের ভবিষ্যৎই বা কী?

আমরা যাঁদের ওপর নির্ভর করে আমাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে গদিতে বসাই তাঁরা জনগণের প্রকৃত সেবা কবে করবেন আর শুধরাবেনই বা কবে কীভাবে? নাকি অপরের কাঁধে দোষ চাপিয়ে নিজের পিঠ বাঁচিয়ে তিলে তিলে নিধনযজ্ঞ চালাতেই থাকবেন?

অঞ্জলি চন্দ (দত্ত)
পান্ডাপাড়া পার্ক মোড়, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সরকারি স্কুল মুছলে ডুববে বাংলা সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ভারত দুটো শ্রেণিতে বিভক্ত! একটি ইংরেজি জানা লোকের, অন্যটি ইংরেজি না জানা আমজনতার।

উমা মাজী মুখোপাধ্যায়

আমি সরকারি স্কুলেই পড়াশোনা করেছি। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়- সবই সরকারপোষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আমাদের প্রজন্ম বা তৎপরবর্তী প্রজন্মও এই সরকারপোষিত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে বড় হয়েছেন, অনেক উচ্চ প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

আজ শুনতে পাচ্ছি, খবরের কাগজেও প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ৮০০০ সরকারপোষিত বিদ্যালয় উঠে যাচ্ছে। অথচ বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে যত্রতত্র!

সরকারপোষিত স্কুলে তো অনেক সুযোগসুবিধা। মিড-ডে মিল, স্কুল ড্রেস, জুতো, স্কুল ব্যাগ, সবুজসাথী সাইকেল, ফ্রি-তে মোবাইল (ক্লাস ইলেভেনে)। তারপর নানা স্কলারশিপ- শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রী, মেধাশ্রী, ওয়েসিস ইত্যাদি। তবু বিশেষত শহর লাগোয়া সরকারপোষিত স্কুলগুলি অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। গ্রামাঞ্চলে ছাত্র সংখ্যা কমছে, কিন্তু এখনও টিকে আছে।

রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ দুটো শ্রেণিতে বিভক্ত! এক ইংরেজি জানা লোকের ভারতবর্ষ আর ইংরেজি না জানা আপামর সাধারণ মানুষের ভারতবর্ষ। এখন এই পার্থক্য আরও প্রকট। ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে প্রশিক্ষিত ছাত্র আর সরকারপোষিত বাংলামাধ্যমে প্রশিক্ষিত ছাত্রছাত্রী।

আমার বাড়ির পাশেই একটি বিখ্যাত বাংলা মিডিয়াম সরকারপোষিত স্কুল। নেতাজির জন্মদিনে, ২৫ বৈশাখে, ১৫ অগাস্টে, ২৬ জানুয়ারিতে । তাঁরা প্রভাতফেরি বের করেন খুব জমজমাটভাবে। সকালটা কেমন নস্টালজিক হয়ে ওঠে ওই দিনগুলিতে।

কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া আমাদের শিশুরা ওই দিনগুলির গুরুত্বই বোঝে না। বাংলার নবজাগরণের কোনও মনীষীদের তারা চেনে না - মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ডিরোজিও, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রফুল্লচন্দ্র রায় - না কাউকেই এরা তেমন চেনে না।

তবু ইংরেজিমাধ্যম বেসরকারি স্কুলগুলোতে এত ভিড়, টোটোচালক থেকে নিম্ন আয়ের মানুষও খুব কষ্ট করে তাঁদের ছেলেদের প্রাইভেট স্কুলে পড়ানোর দিকে ঝোঁক দেখাচ্ছেন। যাঁদের উপায় নেই, 'দিন আনি দিন খাই', তাঁদের ছেলেমেয়েদেরই একমাত্র সরকারপোষিত স্কুলগুলোতে পড়াচ্ছেন।

কিন্তু একদিন তো সরকারি বা সরকারপোষিত বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলি সর্বভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে লড়েছে - কৃতী ছাত্রছাত্রী বের করেছে। সারা ভারতে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

তাহলে গোড়ায় গলদ কোথায়? আমি কয়েকজন প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলছিলাম আমার চেনাজানা বৃত্তের মধ্যে। তাঁরা বললেন – মিড-ডে মিল, সাইকেল বিলি, আর স্কলারশিপ বণ্টনের মধ্যেই স্কুলে সময় কেটে যায়। শিক্ষকের সংখ্যা সীমিত। তাছাড়া চাপ নেই। অভিভাবক চাপ চান। এইট পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়াটা একটা মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে দেশীয় স্কুলগুলোতে।

আমাদের সময় পাশ-ফেল ছিল। বৃত্তি পরীক্ষা ছিল। ক্লাস টু থেকে ইংরেজি ছিল। শিক্ষকদের চাপ ছিল। শাসন ছিল। ক্লাসে হাতে চাবুক খাওয়ার ভয়ে হোমটাস্কগুলো করতাম। তখন 'মিড-ডে মিল' ছিল না। দুপুরে ১টায় টিফিন পিরিয়ডে খেতে যেতাম। হয়তো খোঁজ রাখতাম না, আমার পাশে বসা ছেলেটি বা মেয়েটি বাড়িতে গিয়ে খেতে পেল কি না।

মিড-ডে মিলের খুব দরকার। স্কুলে সাইকেল বা স্কলারশিপেরও খুব দরকার। কিন্তু আসল দরকার স্কুলের পড়াশোনার পরিবেশ!

এভাবে সরকারপোষিত স্কুলগুলো উঠে গেলে বাঙালি জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব সংকট দেখা দেবে।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১১১

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। বড়লোকের মতো লোক দেখানো আচরণ ৩। সপ্তর্ষিমণ্ডল ঘিরে থাকে যে নক্ষত্রকে ৪। ভিক্ষে চাওয়া বা প্রার্থনা ৫। দুর্বল, অবসন্ন বা ক্লান্তিভাব ৭। কেরোসিনের বাতি ১০। খেলে গলা চুলকোয় ১২। দুর্বল স্বরে কথা বলা ১৪। ফল অথবা রং ১৫। অতিরিক্ত মাখামাখি ১৬। ইংরেজি বছরের বন্ধু।

উপর-নীচ : ১। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বা ধবধবে ফর্সা ২। চৈতন্যদেবের অন্য নাম ৩। নুন আনতে পানতা ফুরানোর অবস্থা ৬। ধনুক, যা দিয়ে তির ছোড়া হয় ৮। ইতিহাসের মীরজাফরের বড় ছেলে ৯। অভিমানের ফলে দাম্পত্য কলহ ১১। ভেঙে গিয়ে বহু টুকরো হয়ে যাওয়া ১৩। আপদ-বিপদ বা অমঙ্গল অকল্যাণ।

সমাধান ■ ৪১১০

পাশাপাশি : ২। অনুপল ৫। বরগা ৬। চশমখোর ৮। বর ৯। সাল ১১। অচিন্তনীয় ১৩। পামীর ১৪। ধাবমান।

উপর-নীচ : ১। হাবভাব ২। অগা ৩। পরশ ৪। বিবর ৬। চর ৭। মশাল ৮। বসন্ত ৯। সায় ১০। অধিরথ ১১। অভুক্ত ১২। নীরব ১৩। পান।

বিন্দুবিসর্গ

আমেরিকার ১০৪ শতাংশ করের পালটা ৮৪ শতাংশের হুমকি চিনের

চড়া শুল্কের আভাসে শঙ্কা ভারতের ওষুধ শিল্পে

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ৯ এপ্রিল : ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ হারে শুল্ক আদায়ের সিদ্ধান্ত বুধবার কার্যকর করল ট্রাম্প সরকার। তবে চিনের ক্ষেত্রে তা আরও বাড়িয়ে ১০৪ শতাংশ করা হয়েছে। প্রথম দু'দফায় চিনের ওপর ২০ শতাংশ এবং ৩৪ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছিল আমেরিকা। মঙ্গলবার তার ওপর আরও ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার ফলে চিনা পণ্যে শুল্কের পরিমাণ ৩ সংখ্যায় পৌঁছে গিয়েছে। গত সপ্তাহে চিনও আমেরিকার পণ্যের ওপর ৩৪ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে ছিল। আমেরিকা ফের ৫০ শতাংশ শুল্ক বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করতেই চিনের তরফেও পালটা পদক্ষেপের জানানো হয়েছে। সেদেশের অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে, মার্কিন পণ্যে ৮৪ শতাংশ হারে শুল্ক আদায় করা হবে। বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হবে শুল্কের নতুন হার। অর্থনীতিবিদদের মতে, পারস্পরিক শুল্ক ইস্যুতে চিনের তুলনায় অনেক ভালো অবস্থায় রয়েছে ভারত।

বর্ধিত শুল্কের আওতা থেকে তামা, অ্যালুমিনিয়াম, ইস্পাত, সোনা, রুপো, সেমিকন্ডাক্টর, ওষুধ এবং ওষুধ তৈরির কাঁচামালকে বাদ রেখেছে ট্রাম্প সরকার। উক্ত পণ্যগুলি প্রচুর পরিমাণে ভারত থেকে আমদানি করে আমেরিকা। এর ফলে সেখানে ভারতের পণ্য রপ্তানিতে বড় ধরনের প্রভাব পড়বে না বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, ট্রাম্পের শুল্কনীতির প্রভাব নিয়ে এদিন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকেও আলোচনা হয়েছে। সেখানে আমেরিকায় ভারতের রপ্তানি, বর্ধিত শুল্কের প্রভাব, বাজার অর্থনীতি, ভারত-মার্কিন সম্ভাব্য বাণিজ্য চুক্তি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। রেল এবং তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো সাংবাদিক বৈঠকে জানান, বৈঠকে একাধিক রেল ও সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়েছে। আমেরিকার পারস্পরিক শুল্ক নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি।

এক সাক্ষাৎকারে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, 'আমার মনে হয় না এর প্রভাব কী হবে তা নিয়ে কথা বলা যায়। কারণ আমরা জানি না। আমাদের কৌশল কী? আমরা এই বিষয়গুলি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় সম্মত হয়েছি। আগামী শরৎকালের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির চেষ্টা চলছে।'

বুধবার পর্যন্ত মার্কিন পণ্যের ওপর ভারতের তরফে পালটা শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করেনি কেন্দ্র। চিন, কানাডার সঙ্গে জোট বেঁধে আমেরিকার শুল্কনীতির বিরোধিতা করতেও রাজি নয় মোদি সরকার। কেন্দ্র সংযত প্রতিক্রিয়া জানালেও চাপের কৌশল থেকে সরতে নারাজ ট্রাম্প। মঙ্গলবার বিদেশি ওষুধের ওপর বড় অঙ্কের শুল্ক বসানোর কথা জানিয়েছেন তিনি। ন্যাশনাল রিপাবলিকান কংগ্রেসনাল কমিটির বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, 'ভবিষ্যতে আমদানি করা ওষুধের ওপরেও চড়া হারে শুল্ক বসানোর ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা চলছে। এর ফলে বিদেশি ওষুধ সংস্থাগুলি আমেরিকায় উৎপাদনকেন্দ্র তৈরি করতে উৎসাহিত হবে।'

আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া ভারতীয় পণ্যের বড় অংশ ওষুধ এবং ওষুধ তৈরির কাঁচামাল। ফার্মাসিউটিক্যালস এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার হিসাব বলছে, গত অর্থবর্ষে ভারতের মোট রপ্তানি হওয়া ওষুধের ৩১ শতাংশ আমেরিকায় গিয়েছিল। যার বাজারদর প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকা (৮.৭ বিলিয়ন ডলার)। বিশ্বে জেনেরিক ওষুধের বৃহত্তম রপ্তানিকারক ভারত। এই ধরনের ওষুধের ২০ শতাংশ এদেশ থেকে রপ্তানি করা হয়। বিপরীতে জেনেরিক ওষুধের ৭০ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় আমেরিকাকে। যার বড় অংশ যায় এদেশ থেকে। ডক্টর রেড্ডি'স, অরবিন্দ ফার্মা, জাইডাস লাইফসায়েন্সেস, সান ফার্মা, গ্ল্যান্ড ফার্মার মতো সংস্থার ওষুধের বিপুল চাহিদা রয়েছে আমেরিকায়। কোনও কোনও সংস্থার মোট আয়ের অর্ধেক আসে আমেরিকা থেকে। ভারতের সেই প্রাধান্যকে খর্ব করার চেষ্টা করছেন ট্রাম্প।

দিল্লি যখন আলোচনা ও দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে পারস্পরিক শুল্কনীতির প্রভাবকে সীমিত রাখার চেষ্টা করছে, তখন ওয়াশিংটনের ধারাবাহিক প্ররোচনা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। ভারত-আমেরিকার টানাপোড়েনের আঁচ পেয়েই ফের সক্রিয় চিন। আমেরিকার বিরুদ্ধে শুল্ক-যুদ্ধে ভারতকে পাশে টানার চেষ্টা করছে তারা। দিল্লির চিনা দূতাবাসের মুখপাত্র ইউ জিং এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'জট কাটাতে আমাদের দুই উন্নয়নশীল দেশের উচিত একে অন্যকে সাহায্য করা।' এদিকে চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়ান ঘোষণা করেছেন, 'আমেরিকা যদি বাণিজ্য যুদ্ধ করতে চায় তাহলে আমরাও শেষপর্যন্ত লড়াই করব।'

যা হতে পারে

ভারতের রপ্তানি
২০২৪-'২৫-এ আমেরিকায় ৮৯.৯১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছিল ভারত। বিশেষজ্ঞদের মতে, আলোচনার ভিত্তিতে দু'পক্ষ বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করলেও চলতি অর্থবর্ষে ভারতের রপ্তানি ৫.৭৬ বিলিয়ন ডলার কমতে পারে

চিনের পণ্য
চিনা পণ্যে ১০৪ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের। ফলে আমেরিকায় চিনের রপ্তানিতে ধস নামতে পারে। ধাক্কা খাবে চিনের উৎপাদন শিল্প। শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা। দীর্ঘমেয়াদে আমেরিকার বাজার ধরার সুযোগ থাকবে ভারতীয় সংস্থাগুলির

শেয়ার বাজার
আন্তর্জাতিক শুল্ক-যুদ্ধ ছায়া ফেলেছে ভারতের শেয়ার বাজারে। বুধবারও পড়েছে বিএসই সেনসেক্স ও নিফটি। মঙ্গলবারের চেয়ে ৩৭৯ পয়েন্ট পড়ে ৭৩,৮৪৭ পয়েন্টে স্থিতিশীল হয়েছে সেনসেক্স। ২২,৩৯৯ পয়েন্টে নেমে এসেছে নিফটি। গতকালের চেয়ে ১৩৬ পয়েন্ট কম

আমেরিকায় প্রভাব
পারস্পরিক শুল্কের ফলে আমেরিকায় জিনিসপত্রের রপ্তানি কমবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় ও ভোগ্যপণ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। আমদানি করা জিনিসপত্র কিনতে বাড়তি খরচ করতে হবে মার্কিনদের। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে। আঁচ লাগতে পারে আমেরিকার আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতায়

ওয়াকফে প্রশ্ন রাহুলের, খোঁচা বিজেপির

নয়াদিল্লি ও আহমেদাবাদ, ৯ এপ্রিল : সদ্য পাশ হওয়া ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে বুধবার এআইসিসি অধিবেশনের মঞ্চ থেকে সরব হলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর তোপ, নতুন আইনটি দেশের সংবিধান এবং ধর্মের স্বাধীনতার বিরোধী। যদিও তাঁর সমালোচনাকে পাত্তা দিতে চায়নি বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের পালটা তোপ, ১২ ঘণ্টা ধরে লোকসভায় ওয়াকফ নিয়ে আলোচনার সময় বিরোধী দলনেতা উপস্থিত থাকলেও তিনি তখন মুখ খোলেননি। অথচ বিল পাশ হয়ে আইনে পরিণত হওয়ার পর এখন মুখ খুলছেন। রাহুল এদিন বলেন, 'কিছুদিন আগে বিজেপি লোকসভায় ওয়াকফ বিল পাশ করায়। ওই বিল ধর্মের স্বাধীনতা এবং সংবিধানের ওপর আক্রমণ। এর পরে আরএসএসের মুখপত্র অর্গানাইজারে বলা হয়েছে খ্রিস্টানদের জমিকে নিশানা করা হবে। এরপর শিখদের নিশানা করা হবে।' রাহুল বলেন, 'আমরা চাই, সমস্ত ধর্ম, বর্ণ, ভাষার মানুষকে সম্মান দেওয়া হোক।'

তাঁর বক্তব্যের সমালোচনা করে বিজেপি নেতা রবিশংকর প্রসাদ বলেন, 'বিল পাশ হওয়ার এতদিন পর রাহুল গান্ধি মুখ খুলেছেন। এর থেকেই বোঝা যায়, উনি কখন কী বলতে হবে আর কী বলতে হবে না সেই ব্যাপারে নিশ্চিত নন। কোনও ইস্যুতে কী অবস্থান নিতে হবে সেই ব্যাপারে ওঁর চিন্তাভাবনায় স্পষ্টতার অভাব রয়েছে।' এদিন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ইভিএম বাতিল করে ফের ব্যালট পেপার ফিরিয়ে আনার দাবিতে ফের সরব হন। মহারাষ্ট্রে কারচুপি করে ভোটে জিতেছে বলেও তোপ দাগেন তিনি। তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে সুপ্রিম কোর্টের রায় মোদি সরকারের গালে থাপ্পড় কষানোর মতো বলেও জানান তিনি।

ভারতের পথে ২৬/১১-র চক্রী রানা

মুম্বই ও নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল : আমেরিকা থেকে ভারতে আনা হচ্ছে ২০০৮-এর মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী তাহাউর হুসেন রানাকে। বুধবার গভীর রাতে এনআইএ-র বিশেষ দলের নিরাপত্তায় ভারতের মাটি স্পর্শ করবে রানার বিমান। সূত্রের খবর, এই কুখ্যাত জঙ্গির প্রত্যর্পণের বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান করেছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। ভারতে রানাকে কোথায় রাখা হবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে তার জন্য দিল্লি ও মুম্বইয়ের ২টি জেলকে তৈরি রাখা হয়েছে। জেলগুলির একটি করে ওয়ার্ডকে হাইসিকিউরিটি ওয়ার্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সেগুলির নিরাপত্তা ১০গুণ বাড়ানো হয়েছে। নিরাপত্তাকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি লাগানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা, জ্যামার সহ বিভিন্ন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি।

২৬/১১-র মাস্টারমাইন্ডকে ভারতে আনতে বহু দিন ধরে আমেরিকার সঙ্গে কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা চালাচ্ছিল ভারত। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর রানাকে ভারতের হাতে তুলে দিতে রাজি হয় মার্কিন প্রশাসন। এর দিন কয়েক বাদেই তাকে ভারতে প্রত্যর্পণের নির্দেশ দেয় সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট। সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ চেয়ে আদালতে রিভিউ পিটিশন দাখিল করে রানা। আদালতে পাক নাগরিক তথা কানাডার ব্যবসায়ী রানার দাবি ছিল, ভারতে তার নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। মার্কিন আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে মক্কেলের প্রাণসংশয় হতে পারে বলে তার আইনজীবী দাবি করেন। আদালত অবশ্য ৭ এপ্রিল সেই যুক্তি খারিজ করে রানাকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার পক্ষেই রায় বহাল রেখেছে।

আইনের আওতায় ন্যায়বিচার, সওয়াল সিংভির

রানার প্রত্যর্পণকে স্বাগত জানিয়েছেন কংগ্রেসের আইনজীবী নেতা অভিষেক মনু সিংভি। তিনি বলেন, 'কেউ ভারতের ক্ষতি করলে তাকে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচারের আওতায় আনতে হবে। আমরা একে স্বাগত জানাচ্ছি।... ওকে বিচারের আওতায় আনা হলে ভালো হবে।' মুম্বই হামলার প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন দেবিকা রোতাওয়ান। হামলাকারীদের মধ্যে একমাত্র জীবিত অবস্থায় ধৃত লস্কর-ই-তৈয়বা জঙ্গি আজমল কাসভকে শনাক্ত করেছিলেন তিনি। বিচারে কাসভের ফাঁসি হয়েছে। রানার ফাঁসির দাবিতেও সরব হয়েছেন দেবিকা। তিনি বলেন, 'রানাকে ফিরিয়ে আনার পর ভারত সরকার মুম্বই হামলার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারী এবং তাদের সাহায্যকারীদের সম্পর্কে তথ্য পাবে। রানাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত। কারণ সে একজন সন্ত্রাসী এবং ২৬/১১ হামলার পরিকল্পনায় জড়িত।' মুম্বই হামলার অন্যতম রূপকার ছিল মার্কিন নাগরিক ডেভিড কোলম্যান হেডলি। তার সহযোগী রানা। দেড় দশকের বেশি সময় ধরে রানার প্রত্যর্পণের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিল ভারত।

নাইট ক্লাবের ছাদ ধসে মৃত ৭৯

সান্টো ডোমিঙ্গো (ডোমিনিকান রিপাবলিক), ৯ এপ্রিল : ডোমিনিকান রিপাবলিকের সান্টো ডোমিঙ্গোর নাইট ক্লাবে জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী রাবি পারেনের কনসার্ট চলার সময় আচমকা ভেঙে পড়ল নাইটক্লাবের ছাদ। এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৭৯জন। আহতের সংখ্যা ১৬০। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন জনপ্রিয় গায়ক, এক প্রাদেশিক গভর্নর ও প্রাক্তন মেজর লিগবেসবল পিচার অক্টোভিও ডোটেল। কনসার্ট শুনতে এসেছিলেন রাজনীতিবিদ, ক্রীড়াবিদ থেকে সমাজের বিভিন্ন মহলের কয়েক শো মানুষ। ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়া প্রিয়জনদের খোঁজে ছোটাছুটি শুরু করেন পরিজনেরা। কয়েক ডজন মানুষ কংক্রিট ও ধ্বসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছেন। উদ্ধারকারীরা ড্রিল মেশিন ব্যবহার করে চাপা পড়া মানুষদের উদ্ধার করার কাজ চালাচ্ছেন।

কংগ্রেস অধিবেশনের ফাঁকে একান্তে মা ও ছেলে। বুধবার আহমেদাবাদে।

কেন্দ্রকে ধমক সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল : বুধবার সুপ্রিম কোর্ট মোদি সরকারকে ভর্ৎসনা করল। দুর্ঘটনার পর বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের প্রথম এক ঘণ্টা নগদহীন চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া এখনও রূপায়িত করেনি কেন্দ্র। এজন্য মোদি সরকারকে সর্বোচ্চ আদালতের তিরস্কার খেতে হল। দুর্ঘটনার প্রথম একটা ঘণ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময় এটাকে চিকিৎসার পরিভাষায় 'গোল্ডেন আওয়ার' বলা হয়। ওই সময়ে দ্রুত চিকিৎসা কোনও ব্যক্তিকে জীবন দেয়। আবার ঠিক চিকিৎসা না পেলে মৃত্যুও হতে পারে।

শীর্ষ আদালতের নির্দেশ ছিল, দুর্ঘটনার পর প্রথম ৬০ মিনিটের নগদহীন চিকিৎসা প্রকল্প ১৪ মার্চের মধ্যে বাস্তবায়িত করতে হবে। সময়সীমা শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রকল্প কার্যকর হয়নি। এতে শীর্ষ আদালত বলেছে, এটা গুরুতর লঙ্ঘন ও সরকারের ব্যর্থতা। সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ কেন্দ্রীয় জাতীয় সড়ক মন্ত্রক, সড়ক পরিবহণের সচিবকে তলব করেছে। আগামী ২৮ এপ্রিল তাঁদের সুপ্রিম কোর্টে হাজির হয়ে কেন বাস্তবায়িত হল না, সেই কৈফিয়ত দিতে হবে।

দুর্ঘটনায় 'নগদহীন চিকিৎসা'য় দেরি

বিচারপতি অভয় এস ওকা বলেছেন, 'আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, যখন আমরা এখানে সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পাই, তখন তাঁরা আদালতের আদেশ গুরুত্ব সহকারে নেন। অন্যথায় তাঁরা গ্রহণ করেন না। খুব স্পষ্টভাবে বলছি, যদি আমরা দেখি বিষয়টি নিয়ে কোনও অগ্রগতি হয়নি, তাহলে আমরা আদালত অবমাননার নোটিশ জারি করব।'

চলতি বছরের জানুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছিল, সড়ক দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া আঘাতপ্রাপ্তদের জরুরি চিকিৎসা সহায়তা দিতে অবিলম্বে পরিকল্পনা করতে হবে।

ফের ২১ দিনের প্যারোলে রাম রহিম

চণ্ডীগড়, ৯ এপ্রিল : দুই শিষ্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে ২০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত ডেরা সাচা সৌদাপ্রধান রাম রহিমকে ফের প্যারোলে মুক্তি দিল হরিয়ানা সরকার। তাঁকে ২১ দিনের প্যারোল দেওয়া হয়েছে। বুধবার সকালে রাম রহিমকে রোহতকের সুনারিয়া জেল থেকে ছাড়া হয়েছে। তিনি আগামী তিন সপ্তাহ সিরসায় ডেরার সদর দপ্তরে থাকবেন। অন্যদিকে, ধর্ষণে সাজাপ্রাপ্ত আসারাম বাপুকে চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণে অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ৩১ মার্চ তাঁর জামিন মঞ্জুর করে শীর্ষ আদালত।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে জানুয়ারিতে রাম রহিমকে ৩০ দিনের জন্য প্যারোলে ছাড়া হয়েছিল। গত অক্টোবরে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের আগেও ২০ দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়েছিলেন। পঞ্জাব ও রাজস্থান বিধানসভা ভোটের আগেও প্যারোল পেয়েছিলেন রাম রহিম।

সৌজন্যের রাজনীতিতে কংগ্রেসকে টেক্কা মোদির

নয়াদিল্লি ও আহমেদাবাদ, ৯ এপ্রিল : প্রতিপক্ষকে তিনি ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না বলে প্রায়ই অভিযোগ ওঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে। গুজরাটে দু-দিন ধরে চলা এআইসিসির অধিবেশনে বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধি এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে হাইজ্যাক করে নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। কংগ্রেসের লাগাতার আক্রমণের মুখে এবার সৌজন্যের রাজনীতিকে হাতিয়ার করলেন মোদি। তাঁর রাজ্যে কংগ্রেসকে সাংগঠনিকভাবে কীভাবে মজবুত করা যায় তার চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়েছিল মঙ্গলবার।

বর্ধিত কংগ্রেস কমিটি এবং এআইসিসির অধিবেশনে দলের অন্য সমস্ত নেতা-কর্মীর পাশাপাশি যোগ দিয়েছিলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমও। কিন্তু প্রবল গরমে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বর্ষীয়ান নেতাকে তড়িঘড়ি সবরমতী আশ্রম থেকে নিয়ে যাওয়া হয় আহমেদাবাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে।

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর অসুস্থতার খবর পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর তৎপরতা তাঁর রাজ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এসে চিদম্বরমের অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর পেয়েই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডাকে ফোন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা যাতে সেরা চিকিৎসা পরিষেবা পান তা সুনিশ্চিত করতে বলেন নাড্ডাকে। সূত্রের খবর, স্বাস্থ্যমন্ত্রী পত্রপাঠ ফোন করেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রুষিকেশ প্যাটেলকে। নাড্ডার তলব পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে চিদম্বরমের সঙ্গে দেখা করেন গুজরাটের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পরে চিদম্বরম এক্সে জানান, তিনি সুস্থ আছেন।

চিদম্বরমকে সেরা চিকিৎসা দিতে নাড্ডাকে ফোন

যেমন একদিকে দেখা গিয়েছে, তেমনই এআইসিসির অধিবেশন চলাকালীন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে কোণঠাসা করার অভিযোগ উঠেছে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সবরমতী আশ্রমে প্রার্থনার সময় রাহুল গান্ধি, সোনিয়া গান্ধি সহ অন্য কংগ্রেস নেতারা সোফায় বসলেও খাড়গের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল একটি কাঠের চেয়ার। কংগ্রেসের বর্ষীয়ান সভাপতির সঙ্গে এহেন আচরণ নিয়ে এদিন প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। দলের আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যের খোঁচা, 'খাড়গের মতো একজন বর্ষীয়ান মানুষকে কেন সোফায় বসতে দেওয়া হয়নি? যদি খাড়গেজির জন্য আলাদা চেয়ারের বন্দোবস্ত করতেই হত তাহলে সেটি কেন মাঝখানে রাখা হয়নি?' বুধবার অধিবেশনের শেষলগ্নে খাড়গে যখন সমাপ্তি ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন দেখা যায় রাহুল সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির পাশে বসে এক খুদের সঙ্গে সেলফি তুলতে ব্যস্ত। এই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

নৌসেনার জন্য ২৬টি রাফাল কিনতে সায়

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল : চিন, পাকিস্তানের মোকাবিলায় এবার সমুদ্রপথেও শক্তিবৃদ্ধিতে নজর দিচ্ছে মোদি সরকার। ভারতীয় নৌসেনার জন্য ফ্রান্সের কাছ থেকে নতুন ২৬টি রাফাল এম যুদ্ধবিমান কিনতে চলেছে কেন্দ্র। সেই কারণে ৬৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের চুক্তিতে সিলমোহরও দিয়েছে সরকার। নৌসেনার জন্য রাফাল কেনার চিন্তাভাবনা ২০২৩

সালের জুলাই মাস থেকেই চলছে। সূত্রের খবর, চলতি মাসের শেষেই রাফাল কেনার চুক্তিটি স্বাক্ষর হতে পারে। সেইসময় ফ্রান্সের প্রতিরক্ষামন্ত্রী সেবাস্তিয়ান লেকর্ণুর ভারতে আসার কথা। চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে গেলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ওই ২৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান নৌবাহিনীর হাতে আসবে। সবকটি রাফাল পেতে ২০৩১ সাল পর্যন্ত সময় লেগে যাবে। ওই ২৬টি রাফালের মধ্যে ২২টি একক আসনবিশিষ্ট মেরিন ফাইটার জেট। বাকি ৪টি দুটি আসনের বিমান। এছাড়া রক্ষণাবেক্ষণ, লজিস্টিক সাপোর্ট প্যাকেজ, নৌসেনাদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে চুক্তিতে। নৌসেনাকে ঢেলে সাজতে একসঙ্গে পাঁচটি মেরিন যুদ্ধবিমান কেনা এই প্রথম। আইএনএস বিক্রান্ত এবং আইএনএস বিক্রমাদিত্যের জন্য কেনা হচ্ছে এই বিমানগুলি। বর্তমানে যে মিগ-২৯গুলি রয়েছে তার জায়গায় মোতায়েন করা হবে এই রাফালগুলি।

রেপো রেট কমাল আরবিআই

কমতে পারে বাড়ি, গাড়ির ইএমআই

মুম্বই, ৯ এপ্রিল : প্রত্যাশামতোই রেপো রেট কমাল রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের প্রথম দ্বিমাসিক ঋণনীতি পর্যালোচনা বৈঠক শেষে রেপো রেট ০.২৫ শতাংশ কমিয়ে ৬.০ শতাংশ করা হয়েছে। ফলে কমতে পারে বাড়ি-গাড়ির ঋণের ইএমআই।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের শেষ অর্থাৎ গত ফেব্রুয়ারির বৈঠক শেষে রেপো রেট ০.২৫ শতাংশ কমানো হয়েছিল। ফের এপ্রিলের বৈঠকে আরও এক দফা রেপো রেট কমানো হল। গত দুই বছর রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার পর দুই দফায় ০.৫০ শতাংশ কমানোর নেপথ্যে মূল্যবৃদ্ধির হার কমে যাওয়া রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের আশা, পরিস্থিতির বড় কোনও পরিবর্তন না হলে চলতি বছরে আরও ০.৫০ শতাংশ থেকে ০.৭৫ শতাংশ পর্যন্ত রেপো রেট কমানো হতে পারে। গত দুই মাসে রেপো রেট ০.৫০ শতাংশ কমায় এবার বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি বাড়ি-গাড়ির ঋণে সুদের হার কমাতে পারে, যা স্বস্তি দেবে মধ্যবিত্তকে।

বৈঠক শেষে আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা বলেন, মূল্যবৃদ্ধির নয় এখন দেশের অর্থনীতির ওপর সর্বাধিক প্রভাব ফেলতে পারে বিশ্বজুড়ে চলা শুল্ক যুদ্ধ। এই সতর্কবার্তা দিয়েও আরবিআইয়ের পূর্বাভাস ২০২৫-

সঞ্জয় মালহোত্রা।

২৬ অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার হতে পারে ৬.৫ শতাংশ। আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পূর্বাভাস ছিল ৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধির। এর পাশাপাশি চলতি অর্থবর্ষে মূল্যবৃদ্ধির হার ৪ শতাংশ থাকবে বলেও পূর্বাভাস দিয়েছে শীর্ষ ব্যাংক।

মূল্যবৃদ্ধির হার রুখতে ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারি থেকে রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিল। বিগত ৩-৪ মাস মূল্যবৃদ্ধির হার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এর পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এমন আবহে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এবং বৃদ্ধির হার ধরে রাখতে রেপো রেট কমানো জরুরি ছিল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

চিত্তরঞ্জন পার্কে মাছ বিক্রিতে আপত্তি, বাধা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল : দিল্লির বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা চিত্তরঞ্জন পার্কে মাছ ও মাংসের বাজার বিজেপির সঙ্গে চাপানউতোরে জড়ালেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি-সমর্থিত কিছু ব্যক্তি ধর্মীয় আবেগকে উসকে দিয়ে বিভাজনের রাজনীতি করতে চাইছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি ভিডিওতে মহুয়া বলেন, 'গত ৬০ বছরে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি।'

ভিডিওটিতে দেখা যায়, একদল মানুষ মন্দিরের আশপাশে মাছ বিক্রি হওয়া নিয়ে আপত্তি জানাচ্ছেন এবং দোকান বন্ধ করার দাবি তুলছেন। মহুয়া ভিডিওটি শেয়ার করে লেখেন, 'হিন্দু মাছবিক্রেতাদের ভয় দেখিয়ে, আইনি দোকান বন্ধ করানো হচ্ছে, শুধুমাত্র মন্দিরের পাশে বলেই। ভিডিওতে বিজেপির গুন্ডারা ধরা পড়েছে, কিন্তু এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। আমরা কী খাব আর দোকানে কী রাখব সেটাও কি এবার থেকে বলে দেবে বিজেপি? আমরা কীভাবে ধোকলা খাব আর দিনে তিনবার জয় শ্রীরাম বলব সেটাও কি এবার বিজেপিই বলে দেবে?'

তৃণমূল সাংসদের এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন দিল্লি বিজেপির রাজ্য সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব। তিনি বলেন, 'চিত্তরঞ্জন পার্কের মাছ বাজারটি সম্পূর্ণ আইনি, এটি ডিডিএ

মহুয়ার পোস্ট ঘিরে বিতর্ক

দ্বারা বরাদ্দকৃত এবং বহু বছর ধরে এলাকাবাসীর প্রয়োজন মেটাচ্ছে। ব্যবসায়ীরাও নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখেন ও সামাজিক-ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।' দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে ভাইরাল হওয়া ভিডিওটির সময়কাল, প্রেক্ষাপট ও সত্যতা যাচাই করে দেখা হচ্ছে।

গোটা বিতর্কে মুখ খুলেছেন গ্রেটার কৈলাসের প্রাক্তন বিধায়ক তথা আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজও। তাঁর বক্তব্য, 'এই দোকানগুলি ডিডিএ অনুমোদিত ও বৈধ। এগুলিকে বেআইনি দখল বলার কোনও সুযোগ নেই। বিজেপির যদি বাঙালিদের মাছ খাওয়া নিয়ে সমস্যা থাকত, তবে তা নির্বাচনি ইস্তাহারে বলা উচিত ছিল।'

যাঁদের ঘিরে বিতর্ক, সেই মাছবিক্রেতারাও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দাবি, মন্দিরের অস্তিত্বের পিছনে তাঁরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। দিব্যেন্দু নামে এক মাছ ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, 'কিছু লোক এসে দোকান বন্ধ করতে বলেন ও ভিডিও তোলেন। আমরা জানাই, এই জায়গা ডিডিএ আমাদের বরাদ্দ করেছে। এত বছর ধরে কখনও কেউ বাধা দেয়নি। আমরা বাঙালি সনাতনী, প্রতিদিন দোকান খোলার আগে প্রার্থনা করি।' ইস্ট পাকিস্তান ডিসপ্লেসড পারসনস কলোনির সহ-সভাপতি অশোক বসু বলেন, 'মাছ বাজারটি মন্দির গড়ে ওঠার বহু আগেই ছিল। বরং দোকানদাররাই নিজেরা অর্থ সংগ্রহ করে মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। এতদিন কেউ আপত্তি করেনি। এখন হঠাৎ করে এই বিরোধ, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'

প্রশ্নোত্তরে গ্যাসের আচরণের খুঁটিনাটি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নের মান - 2

3.1) গ্রাম-আণবিক আয়তন বা মোলার আয়তন বলতে কী বোঝো?

উ : নির্দিষ্ট চাপ ও উষ্ণতায় এক গ্রাম অণু পরিমাণ কোনও গ্যাসীয় পদার্থ (মৌলিক বা যৌগিক) যে আয়তন দখল করে, তাকে ওই গ্যাসের গ্রাম-আণবিক আয়তন বা মোলার আয়তন বলে।

STP-তে যে কোনও গ্যাসের গ্রাম-আণবিক আয়তন বা মোলার আয়তন হয় 22.4 লিটার।

3.2) একটি বেলুনে বাতাস ভরার সময় বেলুনের আয়তন ও বেলুনের ভিতরে গ্যাসের চাপ দুই-ই বৃদ্ধি পায়। এটি কি বয়েলের সূত্রের ব্যতিক্রম?

উ : না, ব্যতিক্রম নয়। কারণ বয়েলের সূত্রানুযায়ী গ্যাসের চাপ ও আয়তন পরস্পর ব্যস্তানুপাতিক হয় যখন গ্যাসের ভর ও উষ্ণতা স্থির থাকে। কিন্তু এখানে বেলুনে বাতাস ভরার সময় বেলুনের মধ্যে বাতাসের ভর পরিবর্তিত হয়। তাই এক্ষেত্রে বয়েলের সূত্র প্রযোজ্য নয়।

3.3) আদর্শ গ্যাস সমীকরণ থেকে কীভাবে গ্যাসের মোলার ভর নির্ণয় করবে?

উ : আদর্শ গ্যাস সমীকরণটি হল $PV=nRT$

এখানে P চাপে T K উষ্ণতায় n মোল গ্যাসের আয়তন হল V।

R = সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক।

ধরি, গ্যাসটির মোলার ভর = M

সুতরাং w গ্রাম গ্যাসের মোল সংখ্যা (n) =w/M

আদর্শ গ্যাস সমীকরণে n-এর মান বসালে পাওয়া যায়,

$PV=(w/M)RT$

বা, $M = wRT/PV$

এই সমীকরণের সাহায্যে গ্যাসের মোলার ভর নির্ণয় করা যায়।

3.4) 76 cm Hg চাপে এবং 27^0C উষ্ণতায় কোনও গ্যাসের আয়তন 300 cm^3। তাপমাত্রা স্থির রেখে চাপ 38 cm Hg করলে ওই গ্যাসের আয়তন কত হবে?

উ : গ্যাসের তাপমাত্রা ও ভর স্থির থাকায় গ্যাসটি বয়েলের সূত্র মেনে চলে।

এখানে, প্রাথমিক চাপ (P_1)=76 cm Hg

প্রাথমিক আয়তন $(V_1)=300\ cm^3$

অন্তিম চাপ (P_2)=38 cm Hg

অন্তিম আয়তন (V_2)=?

বয়েলের সূত্রানুযায়ী,

$P_1V_1 = P_2V_2$

বা, $V_2 = P_1V_1/P_2$

বা, $V_2 = 76x300/38$

বা, $V_2 = 600\ cm^3$

সুতরাং তাপমাত্রা স্থির রেখে চাপ 38 cm Hg করলে গ্যাসটির আয়তন হবে 600 cm^3।

3.5) 20^0C উষ্ণতায় একটি গ্যাস আছে। স্থির চাপে গ্যাসটির উষ্ণতা কত হলে তার আয়তন দ্বিগুণ হবে?

উ : এক্ষেত্রে স্থির চাপে গ্যাসটির আয়তন দ্বিগুণ হয়েছে। অতএব, এখানে চার্লসের সূত্র প্রযোজ্য হবে।

প্রাথমিক উষ্ণতা $(T_1)=20^0$C

$=(20+273)$ K

$=293$ K

প্রাথমিক আয়তন $(V_1)=V$(ধরি)

অন্তিম আয়তন $(V_2)=2V$ হবে।

অন্তিম উষ্ণতা(T_2)=?

চার্লসের সূত্রানুযায়ী,

$V_1/T_1 = V_2/T_2$

বা, $T_2 = V_2T_1/V_1$

বা, $T_2 = 2Vx293/V$

বা, $T_2 = 586$ K

বা, $T_2 = (586 - 273)^0$C

বা, $T_2 = 313^0$C

সুতরাং স্থির চাপে গ্যাসটির উষ্ণতা 313^0C হলে গ্যাসটির আয়তন দ্বিগুণ হবে।

3.6) 1140 mm চাপে ও 27^0C উষ্ণতায় 3.4 g অ্যামোনিয়া গ্যাসের (N=14) আয়তন কত হবে?

উ : এখানে, চাপ (P)=1140mm=1140/760atm

$T=27^0C=(27+273)K=300K$

n=3.4/17 মোল =0.2 মোল

(যেহেতু অ্যামোনিয়ার আণবিক ভর=17)

আমরা জানি,

$PV = nRT$

$V = nRT/P$

$V = (0.2x0.082x300)/(1140/760)$

$V=3.28$ লিটার

3.7) উষ্ণতার পরম স্কেল বা কেলভিন স্কেল কাকে বলে ?

উ : -273^0C উষ্ণতাকে শূন্য ধরে উষ্ণতার প্রতি ডিগ্রিকে যদি এক ডিগ্রি সেলসিয়াসের সমান ধরে মাপা হয় তবে উষ্ণতার যে স্কেল পাওয়া যায় তাকে উষ্ণতার পরম স্কেল বা কেলভিন স্কেল বলে।

3.8) পরম শূন্য উষ্ণতা কাকে বলে? পরম শূন্য উষ্ণতাকে পরম বলা হয় কেন?

উ : যে উষ্ণতায় সব গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যায় সেই উষ্ণতাকে পরম শূন্য উষ্ণতা বলে।

পরম শূন্য উষ্ণতার মান -273^0C। মহাবিশ্বে -273^0C এর চেয়ে কম উষ্ণতা পাওয়া সম্ভব নয়। তাই পরম শূন্য উষ্ণতাকে পরম বলা হয়।

3.9) গ্যাসের অণুগুলির বেগ ও চাপের ওপর উষ্ণতার প্রভাব উল্লেখ করো।

উ : নির্দিষ্ট ভরের কোনও গ্যাসকে উত্তপ্ত করলে তাপশক্তি শোষণের ফলে গ্যাসের অণুগুলির গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং উষ্ণতা বৃদ্ধিতে গ্যাসের অণুগুলির বেগ বাড়ে। অণুগুলির বেগ বেড়ে যাওয়ার ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে এবং পাত্রের দেওয়ালের সঙ্গে সংঘর্ষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে গ্যাসের চাপও বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, গ্যাসের উষ্ণতা হ্রাস করলে গ্যাসীয় অণুগুলির গতিবেগ কমে এবং চাপও হ্রাস পায়।

দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নের মান - 3

4.1) গ্যাস সম্পর্কিত চার্লসের সূত্রটি লেখো। চার্লসের সূত্র থেকে পরম শূন্য উষ্ণতার মান নির্ণয় করো।

উ : স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোনও গ্যাসের আয়তন প্রতি 1^0C উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য 0^0C উষ্ণতায় ওই গ্যাসের যে আয়তন থাকে তার 1/273 অংশ যথাক্রমে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়।

স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের 0^0C উষ্ণতায় আয়তন V_0 এবং t^0C উষ্ণতায় আয়তন V_t হলে,

$V_t=V_0(1+t/273)$

এই সমীকরণ অনুযায়ী, $t= -273^0$C হলে, $V_{-273}=V_0(1-273/273) = 0$ হয়।

অতএব, -273^0C উষ্ণতায় যে কোনও গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যায়। যেহেতু আয়তন ঋণাত্মক হতে পারে না, সেহেতু -273^0C উষ্ণতা অপেক্ষা কম উষ্ণতা পাওয়া সম্ভব নয়। তাই -273^0C উষ্ণতাকে পরম শূন্য উষ্ণতা বলা হয়।

4.2) সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বা মোলার গ্যাস ধ্রুবক কাকে বলে? এই ধ্রুবককে সর্বজনীন বলা হয় কেন? লিটার-অ্যাটমস্ফিয়ার এককে R-এর মান নির্ণয় করো।

উ : n মোল গ্যাসের ক্ষেত্রে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ হল $PV=nRT$। এই সমীকরণে R কে সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বা মোলার গ্যাস ধ্রুবক বলে।

কোনও নির্দিষ্ট এককে 1 মোল পরিমাণ যে কোনও গ্যাসের ক্ষেত্রে R-এর মান একই থাকে। R-এর মান গ্যাসের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে না। তাই R-কে সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বলা হয়।

1 মোল গ্যাসের ক্ষেত্রে আদর্শ গ্যাস সমীকরণটি হল,

$PV = RT$

বা, $R = PV/T$

এক্ষেত্রে P = 1 অ্যাটমস্ফিয়ার, V = 22.4 লিটার, T = 273 K

সুতরাং, $R = PV/T$

$= 1x22.4/273$

$= 0.082$ L atm $mol^{-1}K^{-1}$

4.3) অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পটি লেখো ও ব্যাখ্যা করো।

উ : একই চাপ ও উষ্ণতায় সমআয়তনবিশিষ্ট সকল গ্যাসেই (মৌলিক বা যৌগিক) সমান সংখ্যক অণু বর্তমান।

ধরি, P চাপ ও T তাপমাত্রায় n মোল কোনও গ্যাসের আয়তন V। অ্যাভোগাড্রো সূত্রানুযায়ী,

$V = k\ n$ — (i) [যখন P ও T স্থির]

যেখানে, k একটি ধ্রুবক যার মান গ্যাসের আয়তন ও চাপের ওপর নির্ভরশীল।

চাপ ও আয়তন স্থির থাকলে কোনও গ্যাসের n_1 মোলের আয়তন V_1 এবং ওই গ্যাসের n_2 মোলের আয়তন V_2 হলে (i) নম্বর সমীকরণ থেকে পাই,

$V_1 = kn_1$ —(ii)

এবং $V_2 = kn_2$ —(iii)

(ii) নম্বর /(ভাগ) (iii) নম্বর করে পাই,

$V_1/V_2 = n_1/n_2$

বা, $V_1/n_1 = V_2/n_2$

4.4) অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পের অনুসিদ্ধান্তগুলি লেখো।

এই প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা লেখো।

উ : অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পের অনুসিদ্ধান্তগুলি হল -

(i) কোনও গ্যাসীয় পদার্থের আণবিক গুরুত্বের মান তার বাষ্পঘনত্বের দ্বিগুণ হয়।

(ii) নিষ্ক্রিয় গ্যাস ব্যতীত অন্য মৌলিক গ্যাসের অণু দ্বি-পরমাণুক।

(iii) STP-তে যে কোনও গ্যাসের গ্রাম আণবিক আয়তন 22.4 লিটার।

অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা : অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পটি কঠিন বা তরলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটি শুধুমাত্র গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

4.5) আদর্শ আচরণ থেকে বাস্তব গ্যাসগুলির বিচ্যুতির কারণগুলি লেখো।

উ : শুধুমাত্র নিম্নচাপ ও উচ্চ উষ্ণতায় বাস্তব গ্যাসগুলি আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে। এই বিচ্যুতির কারণগুলি হল -

(i) গ্যাসের অণুগুলির সসীম আয়তনজনিত ত্রুটি : আদর্শ গ্যাসের অণুগুলি বিন্দুভর সদৃশ এবং গ্যাসীয় অণুগুলির দ্বারা অধিকৃত আয়তন গ্যাস আধারের আয়তনের তুলনায় নগণ্য। কিন্তু বাস্তবে গ্যাসের অণুগুলি যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, এদের আয়তনকে উপেক্ষা করা যায় না।

(ii) গ্যাসের আন্তঃআণবিক আকর্ষণজনিত ত্রুটি :

আদর্শ গ্যাসের অণুগুলির নিজেদের মধ্যে কোনও আকর্ষণ বা বিকর্ষণ হয় না। কিন্তু বাস্তবে গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে ক্ষীণ আন্তঃআণবিক বলের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

উপরোক্ত দুটি কারণের জন্যই আদর্শ আচরণ থেকে বাস্তব গ্যাসগুলির বিচ্যুতি ঘটে।

4.6) গে-লুসাকের গ্যাস আয়তন সূত্রটি বিবৃত করো।

X ও Y দুটি গ্যাসেরই P চাপে ও T উষ্ণতায় আয়তন V লিটার। গ্যাস দুটির অণুসংখ্যা কী সমান না পৃথক?

উ : একই চাপ ও উষ্ণতায় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী গ্যাসগুলি তাদের আয়তনের সরল অনুপাতে বিক্রিয়া করে এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থটি যদি গ্যাসীয় হয় তাহলে একই চাপ ও উষ্ণতায় বিক্রিয়াজাত গ্যাসটির আয়তন বিক্রিয়ক গ্যাসগুলির আয়তনের সঙ্গে সরল অনুপাতে থাকবে।

যেহেতু X ও Y গ্যাস দুটি সমচাপ ও উষ্ণতায় সমআয়তন অধিকার করেছে, সেহেতু গ্যাস দুটির অণুসংখ্যা সমান হবে।

4.7) গ্যাসের ব্যাপন বলতে কী বোঝো? গ্যাসের ব্যাপনের মূল কারণ কী?

উ : পরস্পরের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না এরূপ দুই বা তার বেশি গ্যাস একটি আবদ্ধ পাত্রে রাখলে গ্যাসগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশে একটি সমসত্ত্ব গ্যাস মিশ্রণ উৎপন্ন করে। গ্যাসগুলির এভাবে পরস্পরের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতাকে ব্যাপন বলে।

গ্যাসের ব্যাপনের মূল কারণ হল গ্যাসের অণুর গতিশীলতা।

4.8) গ্যাসের গতীয় তত্ত্বের মূল স্বীকার্যগুলি লেখো।

উ : গ্যাসের গতীয় তত্ত্বের স্বীকার্যগুলি হল -

(i) যে কোনও গ্যাস অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু দ্বারা গঠিত। গ্যাসের অণুগুলি নিরেট, গোলকাকার ও স্থিতিস্থাপক। একই গ্যাসের অণুগুলি একইরকম কিন্তু বিভিন্ন গ্যাসের অণুগুলি পরস্পর আলাদা।

(ii) গ্যাসের অণুগুলি বিন্দুভর অর্থাৎ পাত্রের আয়তনের তুলনায় অণুগুলির আয়তন নগণ্য।

(iii) গ্যাসের অণুগুলির নিজেদের মধ্যে কোনও আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করে না। অর্থাৎ গ্যাস অণুগুলির কোনও স্থিতিশক্তি নেই, সম্পূর্ণ শক্তিই গতিশক্তি।

(iv) গ্যাসের অণুগুলি সর্বদাই গতিশীল। এই গতি স্বতঃস্ফূর্ত, বিরামহীন ও সম্পূর্ণ অনিয়মিত। এদের গতিবেগ শূন্য থেকে অসীম পর্যন্ত যে কোনও মানের হতে পারে।

(v) গ্যাসের অণুগুলি সরলরেখায় বিভিন্ন বেগে বিক্ষিপ্তভাবে গতিশীল। ফলে অণুগুলি নিজেদের মধ্যে ও পাত্রের দেওয়ালের সঙ্গে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ ঘটায়। গ্যাসের অণুগুলি পাত্রের দেওয়ালে অবিরত ধাক্কার ফলে গ্যাসের চাপ সৃষ্টি হয়।

(vi) গ্যাসের অণুগুলির গতিশক্তি গ্যাসের পরম উষ্ণতার সমানুপাতিক।

উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরগুলি ছাড়াও বয়েলের সূত্র, চার্লসের সূত্র, চাপের সূত্র, চার্লস ও বয়েলের সূত্রের সমন্বয় রূপ এবং আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ সংক্রান্ত numericals গুলো ভালোমতো বুঝে নিয়ে বারবার খাতায় লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে।

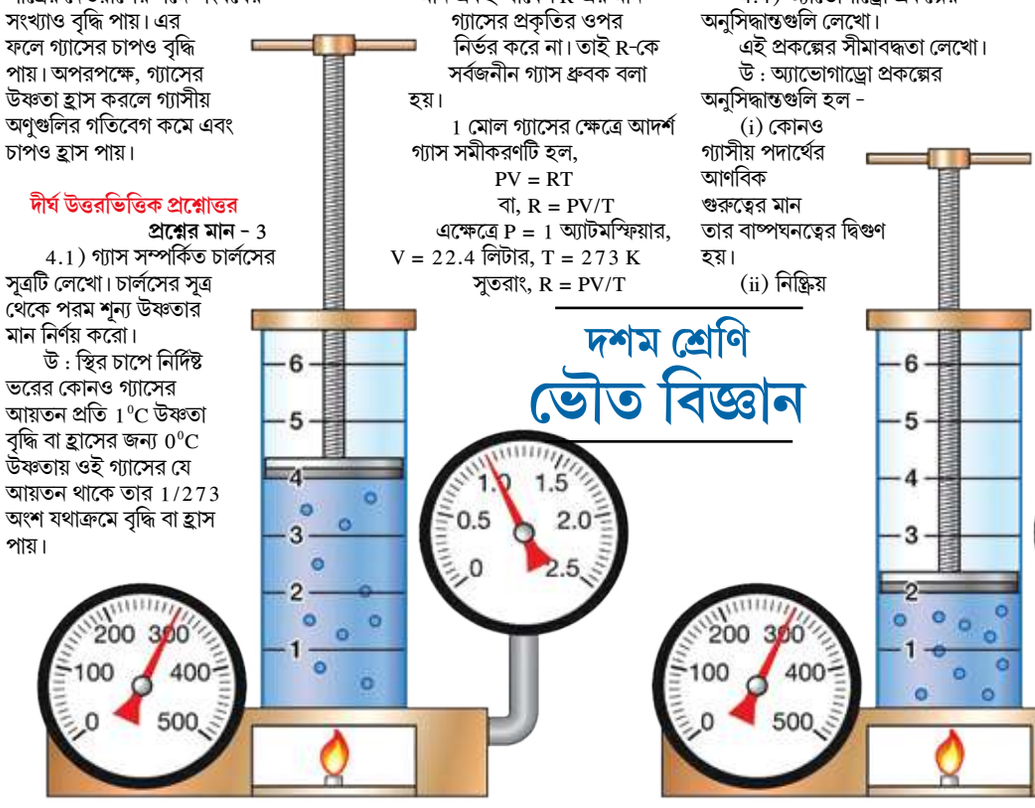

দশম শ্রেণি
ভৌত বিজ্ঞান

জীবজগতে নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় - হরমোন

শুভময় খান কর্মকার, *শিক্ষক*
বটতলী কেএম উচ্চবিদ্যালয় ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

পূর্ব প্রকাশের পর

১২) ডাবের জলে কোন উদ্ভিদ হরমোন পাওয়া যায়?

উঃ সাইটোকাইনিন।

১৩) অনাল গ্রন্থি কাকে বলে?

উঃ যে সব গ্রন্থির কোনও নালি না থাকায় ক্ষরণ পদার্থ সরাসরি রক্ত ও লসিকায় মিশে যায় তাদের অনাল গ্রন্থি বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলে। যথা - পিটুইটারি গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি ইত্যাদি।

১৪) নিউরো হরমোন কী?

উঃ মানব মস্তিষ্কে অবস্থিত হাইপোথ্যালামাস অংশের নিউরো সিক্রেটরি কোষ (নিউরোন) থেকে সংশ্লেষিত ও ক্ষরিত রাসায়নিক উপাদানকে নিউরো হরমোন বলে যা উৎসস্থল থেকে রক্তের দ্বারা বাহিত হয়ে পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাদ খণ্ডে (Neuro hypophysis) সঞ্চিত থাকে ও দেহের প্রয়োজন অনুসারে ক্ষরিত হয়। যথা- অক্সিটোসিন, ভ্যাসোপ্রেসিন (ADH)।

১৫) মানবদেহের ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম অনাল গ্রন্থি কোনটি?

উঃ ক্ষুদ্রতম অনাল গ্রন্থি হল পিনিয়াল গ্রন্থি ও বৃহত্তম অনাল গ্রন্থি হল থাইরয়েড গ্রন্থি।

১৬) লোকাল বা স্থানীয় হরমোন কী?

উঃ যে সকল হরমোন কেবল উৎপত্তিস্থল বা তার কাছাকাছি অঞ্চলের কোষ বা কলাগুচ্ছের ওপর ক্রিয়াশীল তাদের লোকাল হরমোন বা স্থানীয় হরমোন বলে। যথা- সিক্রেটিন, গ্যাসট্রিন হরমোনগুলি পাকস্থলীতে উৎপন্ন হয়ে সেখানেই কাজ করে।

১৭) অগ্ন্যাশয়কে মিশ্র গ্রন্থি বলা হয় কেন?

উঃ অগ্ন্যাশয় অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা উভয় প্রকার কোষসমষ্টি নিয়ে গঠিত বলে একে মিশ্র গ্রন্থি বলে। অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির অন্তঃক্ষরা অংশ আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানস অংশের বিটা কোষ ইনসুলিন ও আলফা কোষ গ্লুকাগন হরমোন ক্ষরণ করে। অপরপক্ষে বহিঃক্ষরা অংশটি অগ্ন্যাশয়ের অ্যাসিনাস কোষ যা বিভিন্ন উৎসেচক সমৃদ্ধ পাচক রস নিঃসরণ করে। এই পাচক রসা নালিপথে বাহিত হয়ে ডিওডিনামে এসে খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে।

১৮) ডোয়ার্ফিজম ও ক্রেটিনিজম কী?

উঃ বাল্যকালে পিটুইটারি গ্রন্থির অগ্রখণ্ড থেকে নিঃসৃত হরমোন GH বা STH-এর কম ক্ষরণের ফলে দৈহিক উচ্চতা ব্যাহত হয়। একে ডোয়ার্ফিজম বলে।

দশম শ্রেণি
জীবন বিজ্ঞান

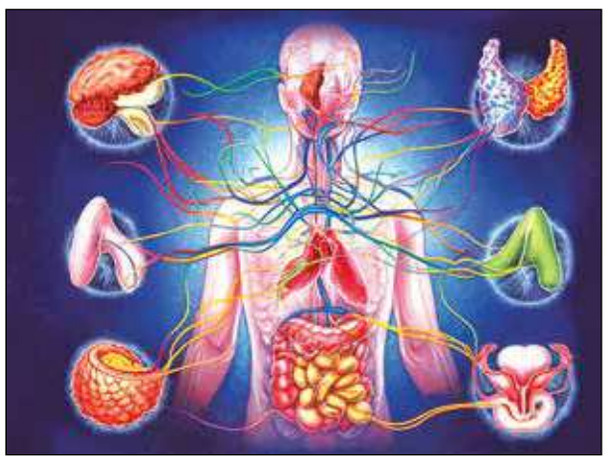

থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন থাইরক্সিনের কম ক্ষরণে শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও BMR কমে যায়। এই রোগকে ক্রেটিনিজম বলে।

১৯) গলগণ্ড বা গয়টার কী?

উঃ থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। থাইরক্সিন হরমোনের কম ক্ষরণের ফলে মানবদেহে সাধারণ গলগণ্ড (Simple goitre) এবং বেশি ক্ষরণের ফলে বহিঃচক্ষু গলগণ্ড (Exophthalmic goitre) রোগের সৃষ্টি হয়।

২০) টাইপ II ডায়াবিটিস মেলিটাস কী?

উঃ যে ডায়াবিটিস মেলিটাসের ক্ষেত্রে অগ্ন্যাশয় পর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না অথবা ইনসুলিন উৎপন্ন হলেও তা নানা কারণে কোষে ব্যবহৃত হতে পারে না। কলাকোষে গ্লুকোজের শোষণ ও জারণ হ্রাস পায়। এর ফলে রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা বৃদ্ধি পেলে দেহে যে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় তাকে টাইপ II ডায়াবিটিস মেলিটাস বলে। এটি একটি বিপাকজনিত ত্রুটি।

২১) হাইপোগ্লাইসেমিয়া কী?

উঃ মানবদেহে রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক পরিমাণ 80 – 120mg /100ml রক্তে। রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক পরিমাণ কমে গেলে যে বিশেষ লক্ষণযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলে।

২২) ব্যাঙাচিকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে রূপান্তরিত হতে কোন হরমোন সাহায্য করে?

উঃ থাইরক্সিন হরমোন।

২৩) বৃক্ক নিঃসৃত দুটি হরমোনের নাম লেখো।

উঃ রেনিন ও এরিথ্রোপোয়েটিন।

২৪) আপৎকালীন বা জরুরিকালীন হরমোন কী?

উঃ রাগ, দুশ্চিন্তা, ভয়, আনন্দ, মানসিক চাঞ্চল্য, মাত্রাতিরিক্ত আবেগের প্রকাশ প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনার সময় রক্তে বৃক্কের উপর অবস্থিত অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির মেডালা অঞ্চল থেকে ক্ষরিত অ্যাড্রিনালিন হরমোনের ক্ষরণ বাড়ে। অ্যাড্রিনালিন স্নায়ুতন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র ও রক্ত সংবহনতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে উত্তেজনাকে প্রশমিত করতে ও দেহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করে। মানবদেহের বিশেষ পরিস্থিতিতে উত্তেজনাকে কমিয়ে দেহকে বিপন্মুক্ত করে বলে অ্যাড্রিনালিন হরমোনকে আপৎকালীন বা জরুরিকালীন হরমোন বলে।

দ্রাঘিমা ও সময় নির্ণয়ের পদ্ধতি

অরবিন্দ ঘোষ, *শিক্ষক*
অক্রূরমণি করোনেশন ইনস্টিটিউশন, মালদা

দ্রাঘিমা ও সময় সম্পর্কিত অঙ্কে দুটি স্থান দেওয়া থাকে। প্রথমেই সমস্যাটির রাফ স্কেচ করে নেবে।

প্রদত্ত দুটি স্থানেরই দুটি দ্রাঘিমা একটি সময় অথবা একটি দ্রাঘিমা দুটি সময় দেওয়া থাকে এবং একটি স্থানের সময় বা দ্রাঘিমা বের করতে হয়।

নিয়ম - ১

স্থান দুটির মধ্যে দ্রাঘিমার পার্থক্য নির্ণয় :

ক) যোগ পদ্ধতি :

স্থান দুটির দ্রাঘিমার একটি পূর্ব ও অন্যটি পশ্চিম হলে ওই দ্রাঘিমার মান দুটি যোগ করতে হয়। যেমন- ৩০°৩০'৩০" পূ. এবং ২০°৩০'৩০" প. দ্রাঘিমার মধ্যে পার্থক্য হবে ৩০°৩০'৩০"+ ২০°৩০'৩০" = ৫০°৬০'৬০" = ৫১°০১'০০"। [যেহেতু ৬০"=১' বা ৬০'=১°]

তবে যোগফল ১৮০°-র বেশি হলে ৩৬০° থেকে বাদ দিয়ে ন্যূনতম দ্রাঘিমার পার্থক্য বার করতে হবে যা কখনোই ১৮০°-র বেশি হবে না।

খ) বিয়োগ পদ্ধতি :

স্থান দুটির দ্রাঘিমার দুটি স্থানই পূর্ব বা পশ্চিম দ্রাঘিমা হলে, বেশি মানের দ্রাঘিমা থেকে কম মানের দ্রাঘিমা বিয়োগ করতে হয়।

যেমন- ৩০°৩০'৩০" পূ. এবং ২০°৩০'৩০" পূ. দ্রাঘিমার মধ্যে পার্থক্য হবে ৩০°৩০'৩০"- ২০°৩০'৩০" = ১০°০০'০০" বা ১০°।

নিয়ম - ২

স্থান দুটির মধ্যে সময়ের পার্থক্য নির্ণয় :

দ্রাঘিমার পার্থক্য থেকে ঐকিক নিয়মে স্থান দুটির মধ্যে মোট সময়ের পার্থক্য বের করতে হয়।

আমরা যে হিসাব জানি :

প্রতি ১°-তে সময়ের পার্থক্য ৪ মিনিট, এই হিসাবে ১'-এ ৪ সেকেন্ড, আবার ১"-এ ১/৪ সেকেন্ড। একই হিসাবে ১৫°-তে সময়ের ব্যবধান হয় ১ ঘণ্টা, ১৫"-এ ১ সেকেন্ড সময়ের ব্যবধান হয়।

নিয়ম - ৩

২৪ ঘণ্টার হিসাবে সময় নির্দেশ :

রাত ঠিক ১২টার সময় ০০ ঘণ্টা ধরে রাত ১ টাকে ০১ ঘণ্টা, ৪ টাকে ০৪ ঘণ্টা, দুপুর ১২টাকে ১২ ঘণ্টা ধরা হয়।

দুপুর ১২টার পর প্রদত্ত সময়ের সঙ্গে ১২ ঘণ্টা যোগ করতে হবে। যেমন বিকাল ৪ টাকে ১২ + ৪ = ১৬ ঘণ্টা, রাত ১১টা ৫৫ মিনিটকে ২৩ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ধরা হয়।

নিয়ম - ৪

নির্ণেয় স্থানের সময় নির্ণয় :

নির্ণেয় স্থানটি প্রদত্ত স্থানের পূর্ব দিকে অবস্থিত হলে, সময় এগিয়ে থাকবে বা যোগ হবে। নির্ণেয় স্থানের সময় হবে প্রদত্ত স্থানের সময় + সময়ের পার্থক্য। কিন্তু নির্ণেয় স্থানটি প্রদত্ত স্থানের পশ্চিম দিকে অবস্থিত হলে, সময় পিছিয়ে থাকবে বা বিয়োগ হবে। নির্ণেয় স্থানের সময় হবে প্রদত্ত স্থানের সময় - সময়ের পার্থক্য।

যেমন ধরো, A স্থানের (৫০°পূ) সময় রাত্রি ৯টা, A ও B স্থানের (৫°পূ) সময়ের পার্থক্য (৫০°পূ - ৫° পূ = ৪৫°) হবে ৩ ঘণ্টা।

অতএব B স্থানের সময় হবে (৯টা -৩ ঘণ্টা) = সন্ধ্যা ৬ টা

কিন্তু যদি B স্থানের (৫°পূ) সময় রাত্রি ৯টা হত তাহলে A স্থানের সময় হত (৯টা + ৩ ঘণ্টা) = মধ্য রাত্রি ১২টা।

নিয়ম - ৫

বার ও তারিখ নির্ণয় :

প্রদত্ত সময়ে পূর্বরাত্রি কথাটি থাকলে প্রদত্ত সময়টি আগের দিন রাত ১২টা থেকে হিসেব করতে হবে। এক্ষেত্রে বার ও তারিখ একদিন পিছিয়ে যাবে। মনে রেখো, প্রদত্ত বছরটি অধিবর্ষ হলে তখন ফেব্রুয়ারি মাস ২৯ দিন ধরে বার ও তারিখ বের করতে হবে।

যেমন, ২০২৫ সাল অধিবর্ষ নয় তাই ১ লা মার্চের পূর্বরাত্রি মানে ২৮ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু ২০২৪ সাল অধিবর্ষ ছিল তাই ১ লা মার্চের পূর্বরাত্রি ছিল ২৯ ফেব্রুয়ারি।

দ্রাঘিমা ও সময় সম্পর্কিত কিছু অন্য পদ্ধতি :

১) টেলিগ্রাম বা চিঠিপত্র পৌঁছাতে সময় লাগে, তাই এক্ষেত্রে পৌঁছানোর সময়কে নির্ণীত সময়ের সঙ্গে যোগ করতে হবে।

২) স্থান দুটি প্রতিপাদ স্থান হলে দ্রাঘিমার পার্থক্য ১৮০°ও সময়ের পার্থক্য ১২ ঘণ্টা হবে।

৩) ১৮০° দ্রাঘিমারেখাকে অতিক্রম করে পূর্ব গোলার্ধ থেকে পশ্চিম গোলার্ধে গেলে ১ দিন কমাতে হবে এবং বিপরীত হলে ১ দিন বাড়াতে হবে।

৪) ১৮০° দ্রাঘিমারেখাকে অতিক্রম করার ক্ষেত্রে পূর্ব গোলার্ধ থেকে পশ্চিম গোলার্ধে গেলে সময় বাড়বে কিন্তু তারিখ কমবে এবং পশ্চিম গোলার্ধ থেকে পূর্ব গোলার্ধে গেলে সময় কমবে কিন্তু তারিখ বাড়বে।

৫) প্রদত্ত সময় থেকে নির্ণীত সময়ের সংখ্যামান বেশি হলে অর্থাৎ পার্থক্য বিয়োগ করা না গেলে তখন যা করতে হয় : প্রদত্ত সময় দুপুর ১২টা থেকে রাত্রি ১২টা অর্থাৎ p.m. হলে প্রদত্ত সময়ের সঙ্গে ১২ ঘণ্টা যোগ করতে হবে এবং রাত্রি ১২টা থেকে দুপুর ১২টা অর্থাৎ a.m. হলে ২৪ ঘণ্টা যোগ করতে হবে।

যেমন : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮ ঘণ্টা বিয়োগ করতে হলে প্রথমে সন্ধ্যা ৬+১২ ঘণ্টা =১৮ ঘণ্টা করবে, তারপর ১৮ ঘণ্টা-৮ ঘণ্টা করবে, দেখো সময়টা হল ১০ ঘণ্টা অর্থাৎ বেলা ১০টা।

এবার তোমাদের জন্য একটা অঙ্ক কষে দেখানো হল যেখানে

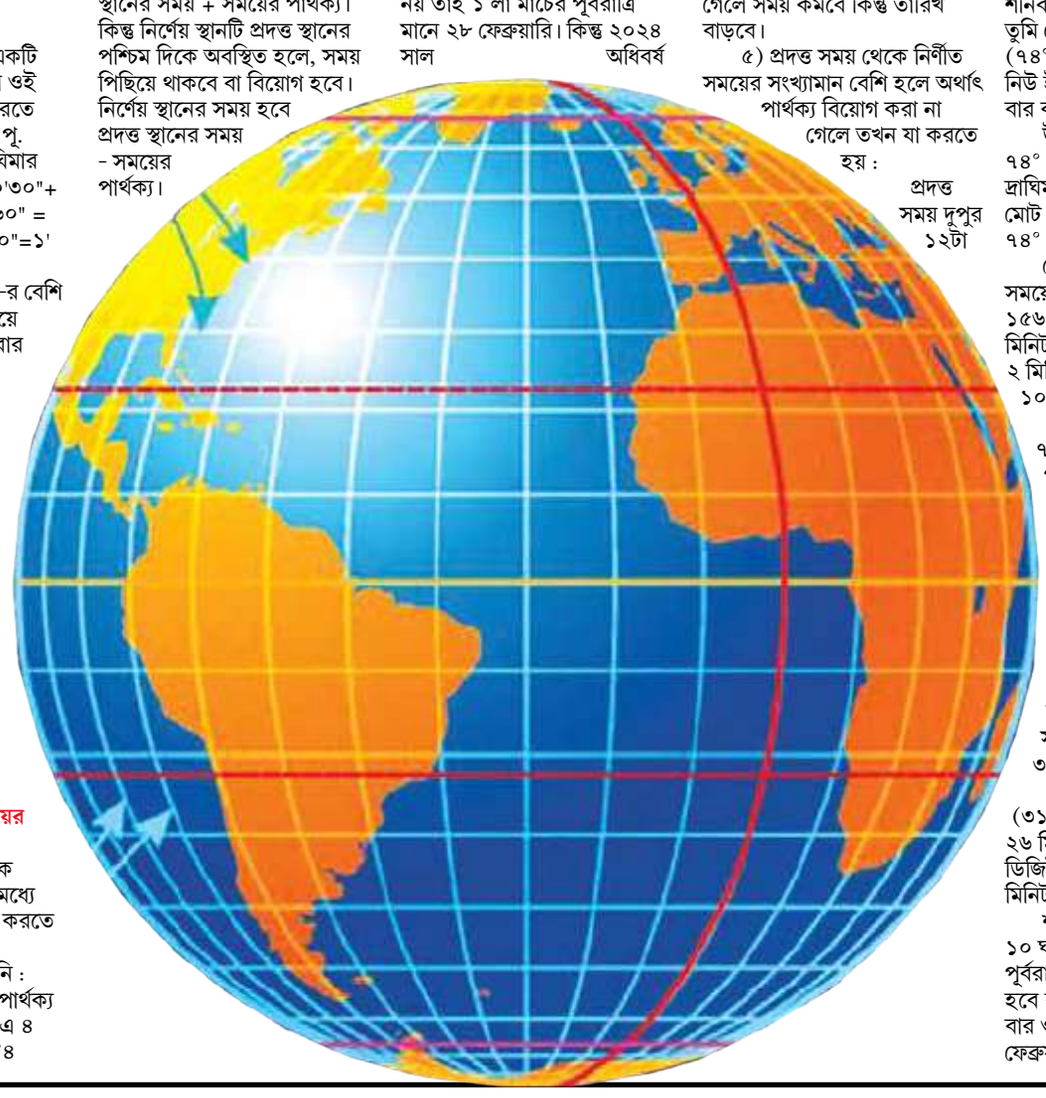

নবম শ্রেণি
ভূগোল

উপরের নিয়মগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে :

প্রশ্ন : গত ১লা মার্চ ২০২৫ শনিবার সকাল ৭.৩০ মি: সময় তুমি তোমার বাবাকে নিউ ইয়র্কে (৭৪° পশ্চিম) ফোন করলে। তখন নিউ ইয়র্ক-এর সময়, তারিখ ও বার কী ছিল?

উত্তর : নিউ ইয়র্কের দ্রাঘিমা ৭৪° পশ্চিম, ভারতের প্রমাণ দ্রাঘিমা ৮২°৩০' পূর্ব। দ্রাঘিমার মোট পার্থক্য হল ৮২°৩০' পূর্ব + ৭৪° পশ্চিম = ১৫৬°৩০'।

যেহেতু ১ ডিগ্রি দ্রাঘিমায় সময়ের পার্থক্য ৪ মিনিট তাই ১৫৬° হল ১৫৬ x ৪ = ৬২৪ মিনিট, আবার ৩০' সময়ের পার্থক্য ২ মিনিট। অর্থাৎ মোট পার্থক্য = ১০ ঘণ্টা ২৬ মিনিট।

অতএব, ৮২°৩০' পূর্ব এবং ৭৪° পশ্চিমের মধ্যে সময়ের পার্থক্য হল ১০ ঘণ্টা ২৬ মিনিট।

যেহেতু নিউ ইয়র্ক পশ্চিমে অবস্থিত সুতরাং এক্ষেত্রে সময় কম হবে অর্থাৎ বিয়োগ হবে।

অতএব, সকাল ৭.৩০ - ১০ ঘণ্টা ২৬ মিনিট। বিয়োগ করা যাচ্ছে না, তাই নিয়মানুযায়ী সকাল ৭.৩০-এর সঙ্গে ২৪ ঘণ্টা যোগ করে ৩১.৩০ করা হল।

অতএব, সকাল ৭.৩০ (৩১.৩০ ঘণ্টা) - ১০ ঘণ্টা ২৬ মিনিট = ২১টা ০৪ মিনিট ডিজিটাল ঘড়ি অনুসারে ২১টা ০৪ মিনিট = রাত্রি ৯টা ০৪ মিনিট।

শনিবার সকাল ৭.৩০ থেকে ১০ ঘণ্টা ২৬ মিনিট পিছিয়ে অর্থাৎ পূর্বরাত্রি। তাই নিউ ইয়র্কের সময় হবে রাত্রি ৯টা ০৪ মিনিট এবং বার ও তারিখ হবে শুক্রবার ২৮শে ফেব্রুয়ারি।

ছোট্ট তারা

হায়দরপাড়া নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী স্কুলে সকলের প্রিয় বর্ষা বিশ্বাস পড়াশোনায় যেমন ভালো, পাশাপাশি নাচ ও আঁকায় পারদর্শী।

আবর্জনা ফেলা বন্ধ না করলে লাইসেন্স বাতিল

হোটেলকে হুঁশিয়ারি মেয়রের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : নিকাশিনালায় আবর্জনা ফেলা বন্ধ না করলে লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে। তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের পরিস্থিতি দেখে হোটেল মালিকদের এমনই কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন মেয়র গৌতম দেব।

বাস টার্মিনাসের পেছন দিকে হোটেলগুলি থেকে নিকাশিনালায় দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ। আবর্জনার ভরে গিয়ে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের নিকাশিনালা যেন নরককুণ্ড হয়ে গিয়েছে। বুধবার এমন অবস্থা চাক্ষুষ করে উষ্মা প্রকাশ করেন মেয়র। গৌতমের পরিষ্কার বক্তব্য, 'এ নিয়ে হোটেল মালিক ও দোকানদারদের কড়া চিঠি দেওয়া হবে। তারপরেও যদি তাঁরা কথা না শোনেন, তাহলে তাঁদের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে।' মেয়র জানিয়েছেন, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলা যাবে না। পুরনিগমকে নির্ধারিত ট্যাক্স দিন। পুরকর্মীরা আবর্জনা সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন। ওই এলাকায় থাকা হোটেলগুলি নিয়ে সমীক্ষা করার জন্যও পুরকর্মীদের নির্দেশ দেন গৌতম।

MONTE CARLO
100% Cotton T-Shirts
@ ₹ 450/-
SUNDAYS OPEN
Pooja HINDUSTAN
Seth Srilal Market, Siliguri
Helpline No. 76991-99999

জংশন এলাকার এই তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে সারাদিন পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই থাকে। কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ টার্মিনাসে সমস্যার অন্ত নেই। বুধবার টার্মিনাসের বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডের অংশে চলা সংস্কারের কাজ দেখতে এসেছিলেন মেয়র। সেসময়েই গৌতমের সামনে বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কর্মীরা।

টার্মিনাসের সরকারি বাসস্ট্যান্ডের অংশে প্রাচীরের পাশে বেশ কয়েকটি বড় বড় গাছ রয়েছে। ওই গাছগুলো সূর্য সেন পার্কে

তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস পরিদর্শনে মেয়র গৌতম দেব। - সূত্রধর

বেহাল বাস টার্মিনাস

- আবর্জনায় ভরে গিয়েছে নিকাশিনালা
- খাবারের উচ্ছিষ্ট ফেলায় ইঁদুরের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। রাস্তাও খুঁড়ে দিচ্ছে ইঁদুর
- রাতে অনেক সময় টার্মিনাসে দুষ্কৃতীরা ঢুকে পড়ছে

প্রতিস্থাপনেরও নির্দেশ দেন মেয়র। বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডের অংশে সংস্কার কাজ পরিদর্শনে যাওয়ার পথে এসজেডিএ বিল্ডিংয়ের ভাঙা পাইপের দিকে তাঁর নজর যায়। এই ভাঙা পাইপ থেকে ছড়িয়ে পড়া আবর্জনা টার্মিনাসে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করছে। সেসময়ে টার্মিনাসের ওই বাসস্ট্যান্ডের অংশে সীমানা প্রাচীর বরাবর থাকা নিকাশিনালার বেহাল পরিস্থিতি দেখে চমকে ওঠেন গৌতম। তিনি দেখেন, গোটা নিকাশিনালাই আবর্জনায় ভরে গিয়েছে।

কোথা থেকে এল এত আবর্জনা? মেয়র প্রশ্ন করতেই নিগমের কর্মীরা জানান, সীমানা প্রাচীরের ওপাশে থাকা হোটেলগুলো থেকে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই মেয়রকে জানান, 'খাবারের উচ্ছিষ্ট ফেলায় ইঁদুরের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। ইঁদুর রাস্তা খুঁড়ে দিচ্ছে। আমরা এই বিষয়টা এসজেডিএ-কে জানিয়েছিলাম।'

সব কথা শোনার পর গৌতম বলেন, 'রাস্তা, পেভার্স ব্লক, এন্ট্রি পয়েন্টের কাজ চলছে। এছাড়া রাতে অনেক সময় দুষ্কৃতী ঢুকে যায়। তাই নজরদারি রাখার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া নিকাশির সমস্যা রয়েছে। সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি।' পাশাপাশি শহর থেকে বাস সরানোর বিষয় নিয়ে তিনি বলেন, 'বেশ কিছু বাস হিমুল ক্যাটল ফিল্ডে নিয়ে যাওয়া হবে। পরিবহণনগরে দূরপাল্লার বাসগুলো নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা আলোচনা করছি।'

এদিকে, পরিদর্শন চলাকালীন টার্মিনাসের সরকারি বাসস্ট্যান্ডের অংশে পায়রার বাসার জন্য প্লাস্টিকের ঝুড়ি ঝোলানো দেখে কর্মীদের ধমক দেন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। দ্রুত ওই ঝুড়িগুলো তিনি সরানোর নির্দেশ দেন।

ঘুমের ভারসাম্য। বুধবার দুপুরে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে। ছবি : শমিদীপ দত্ত

ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদে মিছিল

ইসলামপুর, ৯ এপ্রিল : ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে বুধবার ইসলামপুরে মিছিল করল রেজা কমিটি এবং উলমা কাউন্সিল।

এছাড়াও বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের সদস্যরাও এই মিছিলে যোগ দেন। জাতীয় পতাকা এবং প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখান সকলে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ মোতায়েন ছিল। এদিন সাড়ে ১১টা নাগাদ নিয়ন্ত্রিত বাজার এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে এই মিছিলের কারণে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। দফায় দফায় আন্দোলনকারীরা রাস্তার ওপর বসে ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। বাস টার্মিনাস এলাকায় বিল সম্পর্কে মানুষকে বোঝানোর জন্য পথসভা হয়। পরে ছয়জনের একটি প্রতিনিধিদল মহকুমা শাসকের কাছে ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেয়।

রেজা কমিটির সভাপতি মসরুর আলম বলেন, এই বিল কোনওভাবেই সাংবিধানিক নয়। কেন্দ্রীয় সরকার একের পর এক মুসলিমদের বিরুদ্ধে আইন এনে চলেছে। আন্দোলনের কারণে সরকার যেমন এনআরসি, কৃষক বিল প্রত্যাহার করেছে তার জন্যই আমরা আন্দোলনে নেমেছি যাতে ওয়াকফ বিলও প্রত্যাহার করা হয়।

বুধবার ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে ইসলামপুরে মুসলিম সংগঠনগুলির মিছিল। ছবি : শুভজিৎ চৌধুরী

যোগ্যদের ফেরান

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : যোগ্য শিক্ষকদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে বুধবার রাস্তায় নামে সিপিএম। দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে এই দাবিতে মিছিল করা হয়। সিপিএম নেতৃত্বের বক্তব্য, শিক্ষা দুর্নীতির জন্য অনেক যোগ্য শিক্ষক চাকরি হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন। এর দায় তৃণমূল সরকার অস্বীকার করতে পারে না। মিছিল শেষে এয়ারভিউ মোড়ে একটি অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক সমন পাঠক, জীবেশ সরকার, নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

পাশাপাশি, এমন পরিস্থিতির জন্য তৃণমূলের কঠোর সমালোচনা করেন। কাউন্সিলার জয় চক্রবর্তী, মৌসুমী হাজরা জানান, যোগ্যরা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্ট রায় ঘোষণা করতেই তৃণমূল বিরোধী আন্দোলনে নামে সিপিএম। পাড়ায় পাড়ায় আন্দোলন সংগঠিত করার পর এদিন রাজপথে নামল সিপিএম।

সাহিত্য উৎসব

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : এ রাজ্যের, দেশের বিভিন্ন স্থানের এবং নেপালের কবি, সাহিত্যিকদের নিয়ে সাহিত্য উৎসব হচ্ছে। উদ্যোক্তা শিলিগুড়ি লিটারারি সোসাইটি। আগামী ১২ ও ১৩ এপ্রিল এই উৎসব হবে লাইফস্টাইল হোটেলের সভাকক্ষে। এখানে বাংলা, হিন্দি, নেপালি ও ইংরেজি ভাষায় সমকালীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তৃতা ও মত বিনিময় হবে। আলোচনাচক্রে যুক্ত হবেন শহরের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্রছাত্রী। চলবে কবিতা পাঠ ও কবিতা বিষয়ক আলোচনা। ১২ এপ্রিল এই সাহিত্য উৎসব উদ্বোধন করবেন সাংসদ রাজু বিস্ট। সেদিন প্রকাশিত হবে সোসাইটির মুখপত্র 'পলিগ্লট' সাহিত্য পত্রিকা। বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য উৎসব এই শহরে এর আগে অনুষ্ঠিত হয়নি। শহরের অক্ষরকর্মীদের এই উৎসব প্রণীত করবে বলেই উদ্যোক্তাদের বিশ্বাস।

পথকুকুর আক্রান্ত অসুখে, বাড়ছে চিন্তা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : রাস্তার ধারে কেউ অনবরত কাশছে, বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে থাকা পোষ্যটি আবার কয়েকদিন ধরেই টনসিল সমস্যায় কাহিল। কিছুতেই তারা স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরতে পারছে না। কিন্তু হঠাৎ সারমেয়দের এমন শারীরিক পরিবর্তন ঘটল কেন? প্রত্যেকেই আবহাওয়ার পরিবর্তনকে সামনে নিয়ে আসছেন। পথকুকুর থেকে বাড়ির পোষ্য, সারমেয়রা এখন 'ক্যানেল কাফে' আক্রান্ত। যা চিন্তায় ফেলেছে প্রাণী চিকিৎসকদের। এমননই চিকিৎসক সোহম সামন্ত বলছেন, 'ক্যানেল কাফের ভ্যাকসিন রয়েছে, সেই ভ্যাকসিন দেওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া। এছাড়া বাড়ির পোষ্যদের ইমিউনিটি পাওয়ার যাতে ঠিক থাকে, সেইদিকে নজর রাখা প্রয়োজন। পথকুকুরদের তো সেভাবে নজর রাখা হয় না, তবে এসময় সকলের এগিয়ে আসা উচিত।'

আবহাওয়ার পরিবর্তনের প্রভাব কী শুধু মানবদেহে পড়ে? পড়ে যে কোনও প্রাণীর ক্ষেত্রেই। যে কারণে এখন পথকুকুর থেকে পোষ্য, সারমেয়রা আক্রান্ত হচ্ছে 'ক্যানেল কাফেতে'। অনবরত কাশির জন্য শ্বাস নিতে কষ্ট, টনসিল ফুলে যাওয়ার জন্য খেতে সমস্যা, এমন নানান উপসর্গ দেখা যাচ্ছে সারমেয়দের মধ্যে। এই পরিস্থিতির জন্য চিকিৎসকরা আবহাওয়ার পরিবর্তনকে সামনে নিয়ে আসছেন। তাঁদের বক্তব্য, শীত

বিদায়ের পর হঠাৎই তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং দিনের পর দিন শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য পরিবেশ এখন ধুলোময়। নানাভাবে যেমন ধুলো শরীরে প্রবেশ করছে, তেমনই হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি সমস্যায় ফেলছে সারমেয়দের। সবমিলিয়ে ক্যানেল কাফেতে আক্রান্ত হচ্ছে পথকুকুর থেকে পোষ্য।

বিষয়টি সামনে আসতেই পথকুকুরদের সুস্থ করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। তাদের তরফে চিকিৎসা করানো হচ্ছে। পথকুকুরদের নিয়ে কাজ করা সঞ্জয় সাহা বলেন, 'ক্যানেল কাফের সমস্যায় প্রচুর কুকুর কষ্ট পাচ্ছে। টনসিল ব্যথার পাশাপাশি অনবরত কাশি হচ্ছে। আমরা অনেক পথকুকুরকেই ওষুধ দিচ্ছি।' প্রায়দিনই পথকুকুরদের খাবার দেন সৌভিক দাস। বলছিলেন, 'প্রতিদিনই পথুকুকুরদের খাবার দিয়ে থাকি। তবে ঠান্ডা, গরমের এমন পরিস্থিতিতে সারমেয়দের কষ্ট দেখে ওষুধ দিচ্ছি।' এদিন নিজের পোষ্যকে নিয়ে শিলিগুড়ির এক প্রাণী চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন সুপ্রিয়া দত্ত। বলছিলেন, 'কিছুদিন ধরে ওর শরীর খুব খারাপ। অনবরত কাশি সহ নানান সমস্যা হওয়ায় ডাক্তারের কাছে এসেছি।' এমন পরিস্থিতিতে বাড়ি সংলগ্ন এলাকার পথকুকুরদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা অরিন্দম সাহা। তাঁর কথায়, 'সকলে মিলে এগিয়ে এলে কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে পারে পথকুকুররা।'

পুজোর পর নদীতে ভাসছে ফুল-বেলপাতা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : চৈতি ছটের এতদিন পরেও মহানন্দার বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে ফুল, বেলপাতা। এমনকি ছটে ব্যবহৃত কলা গাছও নদীর জলে ভাসছে। ফলে নদী দূষণের আশঙ্কা করছেন পরিবেশপ্রেমীরা। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, মহানন্দায় এভাবে দূষণ ছড়ালে গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশিকা মেনে চলা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। অবশ্য পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'চৈতি ছটের পরেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঘাটগুলো পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম। এই সব জিনিস হয়তো কোথাও থেকে জলে ভেসে এসেছে। আমরা সেসবও পরিষ্কার করে দেব।'

চৈতি ছটের পর মহানন্দায় এখনও ভাসছে ফুল-বেলপাতা। - সংবাদচিত্র

চৈতি ছটকে কেন্দ্র করে চলতি সপ্তাহের প্রথম দিকে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন ঘাট সেজে উঠেছিল। কিন্তু ছট মিটলেও নদীর বুক থেকে কলা গাছ, ফুল, বেলপাতা তুলে ফেলা হয়নি। বুধবারও এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন মহানন্দা ঘাট এলাকার বেহাল দশা নজরে এল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চলতি সপ্তাহের প্রথম দিকে নদীর ঘাটের ওই জায়গাতেই চৈতি ছটের ঘাট তৈরি করা হয়েছিল। তবে এতদিন পেরিয়ে গেলেও ছটে ব্যবহার করা কলা গাছ, ফুল-বেলপাতা যে নদীজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে, তা খালি চোখেই নজরে আসছে।

গুরুংবস্তি ঘাট থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন জায়গায় থাকা ঘাট সংলগ্ন নদীর অংশজুড়ে ফুল-বেলপাতা, কলা গাছ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন ভুলভুলাইয়া ঝোরাজুড়েও ফুল-বেলপাতা, কলা গাছ ছড়িয়ে রয়েছে। বিষয়টা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভপ্রকাশ করলেন শহরের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ সরকার। তাঁর কথায়, 'নদী পরিষ্কার নিয়ে একটা সমস্যা তো রয়েছেই। বছরের কিছু নির্দিষ্ট সময়েই নদী পরিষ্কারে নজরদারি রাখা হয়। কিন্তু বাকি সময়টা নদীর জলের এমনই পরিস্থিতি থাকে।'

একই কথা বললেন শহরের আরেক বাসিন্দা প্রদীপ দাস। তাঁর বক্তব্য, 'সারা বছর ধরেই বিভিন্ন উৎসব হয়। সেসময়েও ফুল-বেলপাতা ফেলা হয় নদীতে। এভাবে নদীর বুকে ফুল, বেলপাতা ফেলতে থাকায় দূষণ বাড়ছে।' এই পরিস্থিতিতে নদীগুলো নিয়মিত সাফাই করা প্রয়োজন বলে দাবি শিলিগুড়ির সাধারণ মানুষের।

হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসুর বক্তব্য, 'চৈতি ছটের পর বাসন্তীপুজোর ভাসান হয়েছে। সেই কাঠামোও পড়ে আছে। এ বিষয়ে প্রশাসনের নজর দেওয়া প্রয়োজন। কারণ নদীর জল দূষিত হয়ে গেলে নদীর জলের জীববৈচিত্র্যও নষ্ট হয়ে যাবে।'

দখলদারই সমস্যা

জট ছাড়াতে বৈঠকে গৌতম

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : শিলিগুড়ির প্রধান সমস্যাগুলির একটি হল যানজট। শহরকে যানজটমুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে পুরনিগম। বুধবার ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে পুরনিগমে একটি বৈঠক করেন মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর, মহকুমা শাসক অবধ সিংহল সহ অন্যরা।

শহরের রাস্তায় নিয়ম মেনে টোটো-অটো চলাচল, কিছু কিছু জায়গায় ট্রাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথ বসানো সহ আরও কয়েকটি বিষয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। পরে মেয়র বলেন, 'হাসপাতালের সামনে রাস্তা দখল করে কিছু প্রাইভেট অ্যাম্বুল্যান্স, শববাহী গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। এতে যানজট হয়। এমনটা করতে দেওয়া যাবে না। দ্রুত এনিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে মিটিং করা হবে। শববাহী গাড়ির মালিকদের গাড়ি পার্কিং জোনে রাখতে বলা হবে।'

এদিন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সামনে ফুটপাথ দখল করে থাকা দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে। মেয়র জানিয়েছেন, হাসপাতালের সামনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গার ব্যবস্থা করা হবে। গৌতমের সংযোজন, 'এদিনের আলোচনায় আমরা শহরের বেশকিছু জায়গায় ট্রাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথ চেয়েছি। শিলিগুড়ি গার্লস প্রাইমারি স্কুল, চিলড্রেন পার্ক, পাঠভবন স্কুলের সামনে ট্রাফিক পুলিশের প্রয়োজন রয়েছে।' এবিষয়ে ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেছেন, 'ট্রাফিক ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে আমরা আলোচনায় বসেছিলাম। কীভাবে শহরকে যানজটমুক্ত করা যায়, কোথায় কী পদক্ষেপ করা প্রয়োজন, সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে এদিন মূলত আলোচনা হয়েছে।'

উচ্ছেদ অভিযান পুরনিগমের

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : দখলদারদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত শিলিগুড়ি পুরনিগমের। বুধবার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সামনে অবৈধভাবে ফুটপাথ দখল করে থাকা দোকানগুলিকে উচ্ছেদ করা হয়। অবশ্য এই ঘটনা নতুন নয়। এর আগেও বহুবার হাসপাতালের সামনে ফুটপাথ ও রাস্তা দখলমুক্ত করেছিল পুরনিগম। তবে পুনরায় দখল হতে বেশিদিন লাগেনি। ধারাবাহিক নজরদারির অভাবেই বারবার রাস্তা ও ফুটপাথ দখল হয়ে যায় বলে ভুক্তভোগীদের বক্তব্য। ফলে এদিনের অভিযানের পর পুনরায় রাস্তা দখল হয়ে যাবে বলে মনে করছেন অনেকেই। তবে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের দাবি, 'হাসপাতালের বাইরে ফুটপাথ দখল করে যত দোকান ছিল, সমস্তই উচ্ছেদ করা হয়েছে। অভিযান লাগাতার চালানো হবে যাতে পুনরায় ফুটপাথ এবং রাস্তা দখল না হয়।'

মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, ভুটিয়া মার্কেট সংলগ্ন এলাকা এবং শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে রাস্তা দখল করে থাকা দোকান উচ্ছেদ করেছিল পুরনিগম। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে অভিযান চলল জেলা হাসপাতালের সামনে। উচ্ছেদ অভিযান শুরু হতেই হইচই পড়ে যায় এলাকায়। দোকান উঠিয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে থাকেন অনেক ব্যবসায়ী। সেইসঙ্গে আবার ক্ষোভও উগরে দিতে থাকেন তাঁরা। দোকান সরিয়ে নেওয়ার ফাঁকে ব্যবসায়ী মালা মণ্ডল বলছিলেন, 'ব্যবসার জন্য আমাদের একটা জায়গা করে দেওয়া হোক। বহুবছর ধরে আমরা ব্যবসা করছি। আমরা কোথায় যাব?' অনেক ব্যবসায়ীর বক্তব্য, স্থায়ী দোকান তৈরির আর্থিক ক্ষমতা না থাকার জন্যই তাঁরা রাস্তার ধারে ব্যবসা করেন।

উদ্বেগ নিখোঁজ তরুণীকে ঘিরে

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : তরুণী নিখোঁজ কাণ্ডে রহস্য ক্রমশই বাড়ছে। পরিবারের দাবি অনুযায়ী, দেশবন্ধুপাড়ার এনটিএস মোড়ের সিসি ক্যামেরার ফুটেজে ওই এলাকায় একটি টোটোতে দেখা গিয়েছে ওই তরুণীকে। নীল রংয়ের টোটোটিতে কোনও নম্বর প্লেট ছিল না। এরপর থেকেই পরিজনেরা আরও বেশি চিন্তায় পড়েছেন। কখনও একা বের না হওয়া মেয়ে কীভাবে টোটোতে উঠল, সেই প্রশ্ন দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে। তাছাড়া, মোবাইল ফোন বা টাকা, কিছুই ছিল না তরুণীর কাছে।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় বাবার দোকান থেকে বাড়ি ফেরার সময় নিখোঁজ হয়ে যান বছর ২৫-এর তরুণী। পরিবার সূত্রে খবর, ওই তরুণী ব্রেন টিবিতে আক্রান্ত। একদিন ওষুধ না খেলেই মাথায় সমস্যা দেখা দেয়। এরপর থেকেই খোঁজখবর শুরু করেন পরিবারের লোকজন। পুলিশি সহযোগিতা না পেয়ে পুলিশ কমিশনারের কাছেও লিখিত আবেদন করা হয়। খোঁজ করার পাশাপাশি পরিবার নিজেদের উদ্যোগেই বিভিন্ন এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখার কাজ শুরু করে। সেই উদ্যোগেই কিছু সফলতা আসে। এনটিএস মোড়ের কাছে একটি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যাচ্ছে তরুণী নম্বর ছাড়া টোটোতে বসে যাচ্ছে। কিন্তু দাদাভাই মোড়ের দিকে নাকি থানা মোড়ের দিকে গিয়েছে টোটোটি, তা দেখা যায়নি। তাই ওই দুই এলাকারই সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখার জন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তরুণীর পরিজনেরা।

দুই দশকের ভরসা
20 YEARS OF EMPOWERING INVESTORS
PRABIN
96478 55333
National Commerce House (2nd Floor), Church Road, Siliguri- 734001
AMFI Registered Mutual Fund Distributor.
Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

কর্মখালি
উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে
শিলিগুড়ি অফিসের জন্য প্রুফরিডার এবং ডিটিপি অপারেটর
প্রুফরিডার
বাংলা বানান নিয়ে খুঁতখুঁতে, ভুল বাক্যগঠন এবং ব্যাকরণগত ভুল পীড়া দেয় এমন ব্যক্তিরা আবেদন করতে পারেন। বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় দখল থাকা আবশ্যিক। যোগ্যতা : অন্তত ৫৫ শতাংশ নিয়ে স্নাতক।
ডিটিপি অপারেটর
ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।
উভয় ক্ষেত্রে কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল পাঁচটা থেকে রাত একটা।
যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ১৬ এপ্রিল, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।
ubs.torchbearer@gmail.com

গলছে অ্যান্টার্কটিকার বরফ, প্রস্তুত নয় ভারত

দেশে মোট জনসংখ্যার ১৪ শতাংশই বসবাস করেন উপকূল এলাকায়। সংখ্যাটা প্রায় ২৫ কোটি। ফলে পশ্চিম অ্যান্টার্কটিকায় যেভাবে বরফ গলছে তাতে ক্ষতি হতে পারে ভারত ও বাংলাদেশের।

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ৯ এপ্রিল : নয়ের দশকের শেষভাগ থেকে পশ্চিম অ্যান্টার্কটিকায় হুহু করে বরফ গলছে। সেখানকার পুরু বরফের চাদরের অস্তিত্ব নিয়েই তৈরি হয়েছে সংশয়। অধ্যাপক প্রণব দেবের অধীনে খড়্গপুর আইআইটির একটি দল উপগ্রহ থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য ও আঞ্চলিক মডেল বিশ্লেষণ করে তা প্রমাণ করেছে। আর এতেই বিজ্ঞানীদের ভ্রূ কুঁচকে গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, পুরো অ্যান্টার্কটিকায় প্রচুর জল কঠিন বরফ অবস্থায় রয়েছে। সামগ্রিকভাবে অ্যান্টার্কটিকার কথা বাদ দিয়ে শুধু পশ্চিম আন্টার্কটিকাটুকুও যদি ধরা যায়, সেখানে এই হারে বরফ গলতে থাকলে সমুদ্রের জলস্তর বিশ্বজুড়ে গড়ে ৬ মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এভাবে দোতলারও বেশি সমান উচ্চতার জলস্তর বেড়ে গেলে অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি আমাদের দেশ ও বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকার সমূহ বিপদ বলে মনে করছেন তাঁরা। অধ্যাপক দেব বলেন, ‘সেক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশের ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশি। আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার ১৪ শতাংশই বসবাস করেন উপকূল এলাকায়। সংখ্যাটা প্রায় ২৫ কোটি। এভাবে বরফ গললে বাংলাদেশের পাশাপাশি আমাদের বিস্তীর্ণ উপকূলভাগ ও সেখানকার বাসিন্দাদের সমূহ বিপদ দেখা দিতে পারে। জলস্তর বাড়লে তার থেকে বাঁচতে ওই এলাকার মানুষজনকে অন্যত্র সরে যেতে হবে। তাঁদের পেশা থেকে শুরু করে এলাকার জনবিন্যাস ও রাজনৈতিক মানচিত্রও বদলে যেতে পারে। সবমিলিয়ে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতি ক্ষেত্রেই ভয়াবহ আকার নেবে।’

অন্য একটি রিপোর্টে ধরা পড়েছে, আমাদের দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত মৃত্যুর হার ও আর্থিক ক্ষতি আটকাতে এখনও শহরগুলির প্রশাসন সেভাবে তৈরি নয়। সাসটেনেবল ফিউচার কোলাবোরেটিভ নামে নয়াদিল্লির একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান লন্ডনের কিংস কলেজ, হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় ও বার্কলে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে যে রিপোর্ট তৈরি করেছে তাতে সতর্ক করে বলা হয়েছে, ভারতে আগামীদিনে ঘনঘন দীর্ঘস্থায়ী তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। লন্ডনের কিংস কলেজের গবেষক আদিত্য বালিয়াথন পিল্লাই বলেছেন, ‘জরুরি ভিত্তিতে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। যাতে এই বিপর্যয়ের থেকে মৃত্যুহার ও অর্থনৈতিক ক্ষতি রোধ করা যায়।’

প্রণববাবু জানিয়েছেন, পশ্চিম আন্টার্কটিকার পুরু বরফের চাদর জুড়ে রয়েছে সমুদ্রে ভাসমান থাক থাক বরফের সঙ্গে। ওই বরফগুলি দেখতে অনেকটা তাকের মতো। প্রশান্ত মহাসাগরে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব অংশ ও নিউজিল্যান্ড লাগোয়া অংশে জলের উপরিভাগ ক্রমেই গরম হয়ে উঠছে।

সেখান থেকে সংলগ্ন বায়ুমণ্ডল গরম হয়ে গিয়ে ওপরে উঠে পৃথিবীর গতির কারণে গরম বাতাসের স্রোত তৈরি করছে। এই স্রোত সুদূর অ্যান্টার্কটিকাতে পৌঁছে ওই বরফের তাকগুলিকে গলিয়ে দিচ্ছে।

প্রণববাবু বলেন, ‘যেভাবে দ্রুত বরফ গলছে, তাতে পশ্চিম অ্যান্টার্কটিকার পুরু বরফের চাদরের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে গবেষণা করেছি।

লক্ষ করেছি, ১৯৯৯ থেকে এই গরমবায়ুর স্রোত লাগাতার বেড়ে চলেছে। এই গরম হাওয়ার স্রোত প্রাকৃতিক নিয়মে কবে কমবে তা বলা মুশকিল। তবে স্বাভাবিকভাবেই জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ভূপৃষ্ঠ বা জলভাগ যাতে মানুষের কারণে বেশি গরম হতে না পারে তার জন্য আমাদের সচেতন হতে হবে।’

রুখতে র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম

প্রথম পাতার পর

‘আমরা ১০ তারিখের পর একে একে সব কার্যকর করব। প্রয়োজন মনে হলে আমরা কর্মী নিয়োগও করব।’

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগ নিয়ে ভূরিভূরি অভিযোগ রয়েছে। খোদ মেয়র গৌতম দেব এই বিভাগের দায়িত্বে থাকলেও কর্মীরা ঠিকমতো কথা শুনছেন না বলে অভিযোগ। অভিযোগ জমা পড়লে সেগুলিও ঠিকমতো দেখা হয় না বলে অভিযোগ। দপ্তর সূত্রে খবর, আগে পুরনিগমে কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়লে সেগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে তদন্ত হত। কিন্তু বর্তমানে টক টু মেয়রে যে সমস্ত অভিযোগ আসে তাতেই বেশি নজর দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে তো টক টু মেয়রে আসা অভিযোগেরও তদন্ত হয় না বলে অভিযোগ। একাধিকবার মেয়র গৌতম দেবকে টক টু মেয়র অনুষ্ঠানেই বিষয়টি শুনতে হয়েছে।

দপ্তরের কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, কর্মীসংকটের জেরেই এই সমস্যা হচ্ছে। বিল্ডিং বিভাগে বর্তমানে পাঁচজন এসএই (সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার) রয়েছেন। এঁদের মধ্যে তিনজন ফিল্ডে গিয়ে কাজ করেন। বাকি দুজনকে দপ্তরে বসে প্ল্যান দেখতে হয়। আগে এই সংখ্যা ছিল সাত। কিন্তু বর্তমান বোর্ড ক্ষমতায় আসার পর দুজনকে বরোতে বদলি করা হয়েছে। ফলে ৪৭টি ওয়ার্ডের অবৈধ নির্মাণের তদন্তে ফিল্ড ভিজিটের জন্য মাত্র তিনজনকে কাজ করতে হচ্ছে। অন্যদিকে, বিল্ডিং ইনস্পেকটর বা ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্টের সংখ্যাও অনেক কম। আগে সংখ্যাটা সাতের ওপরে থাকলেও বর্তমানে চারজন এই পদে কাজ করছে। তাই ইঞ্জিনিয়ার এবং সহযোগীর সংখ্যা না বাড়ালে বিল্ডিং বিভাগের সমস্যা মেটানো সম্ভব নয় বলে মনে করছেন কর্মীরাই।

বাংলাদেশকে

প্রথম পাতার পর

এতে আমাদের পণ্য রপ্তানিতে দেরি হচ্ছে, খরচ বেশি হচ্ছে এবং অনেক পণ্য জমে যাচ্ছে।’

ওই বিবৃতিতেই আবার দাবি করা হয়েছে, এই সিদ্ধান্তের ফলে ‘ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করে নেপাল ও ভুটানে বাংলাদেশের রপ্তানিতে প্রভাব পড়বে না।’ কিন্তু গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের প্রধান অজয় শ্রীবাস্তব সরাসরিই বলেন, ভারতের এই সিদ্ধান্তে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য খানিকটা হলেও ধাক্কা খাবে। যদিও যে সমস্ত পণ্য ইতিমধ্যে ভারতে ঢুকে পড়েছে, সেগুলির ট্রান্সশিপমেন্ট আটকানো হবে না বলে দিল্লির নির্দেশে জানানো হয়েছে।

শিলিগুড়ির কাছে ফুলবাড়ি স্থলবন্দরের এক কাস্টমস কর্তা অবশ্য বলেন, ‘নতুন নির্দেশিকা নিয়ে আমাদের মধ্যে ধোঁয়াশা রয়েছে। বাংলাদেশের ট্রাক সরাসরি নেপালে যায় না। আমরা কেন্দ্রের নির্দেশের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।’ বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২৫টি ট্রাক ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে কাপড়, চট, প্যাকেট করা খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ভারতে ঢোকে। ওই পণ্যের বেশিরভাগটাই নেপালে যায়। তবে বাংলাদেশের ট্রাক সরাসরি নেপালে যেতে পারে না। যানবাহন বদল করে যায়।

ওই কাস্টমস কর্তা অবশ্য জানান, কোচবিহার জেলায় চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের স্থলবন্দরে যানবাহন বদল করার ব্যবস্থা নেই। তবে বুধবার চ্যাংরাবান্ধা হয়ে কোনও পণ্যই ভারতে যায়নি। চ্যাংরাবান্ধা সিঅ্যান্ডএফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহ সম্পাদক তাপস দাশগুপ্ত জানান, কেন্দ্রের নির্দেশের বিষয়ে তাঁরা কিছু জানেন না এখনও। তিনি জানান, বস্ত্র, ওষুধ, ব্যাটারি, জুস, চিপস, ফার্নিচার ইত্যাদি চ্যাংরাবান্ধা হয়ে ভুটানে রপ্তানি করে বাংলাদেশ।

শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে বৈঠক।

ঘরে বসে মিলবে সমবায় ঋণ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : সমবায়ে এবার নতুন উদ্যোগ। ঘরে বসেই সমবায় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবেন গ্রাহকরা। বুধবার শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে রাজ্যের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান সমবায় পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী প্রদীপকুমার মজুমদার। দিন অথবা রাত, ডোর স্টেপ পরিষেবাও দেবে সমবায় ব্যাংকগুলি। পিওএসের মাধ্যমে সরাসরি গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে ঋণের টাকা। লেনদেনে স্বচ্ছতা রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী। জানা গিয়েছে, গত ডিসেম্বর থেকে গ্রাহকের কেওয়াইসি নেওয়া শুরু হয়েছে। সবমিলিয়ে সমবায়ের ৭০ শতাংশ গ্রাহকের কেওয়াইসি এখনও পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। মন্ত্রীর বক্তব্য, ‘সমবায়গুলি খুবই ভালোভাবে কাজ করছে। আজ আমাদের রিভিউ মিটিং ছিল। সেখানে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।’

এতদিন সমবায়গুলিতে কাগজে-কলমে টাকা জমানো, ঋণ নেওয়ার প্রক্রিয়া চলত। কিন্তু রাজ্য সরকার পুরো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা রাখতে ডিজিটালাইজেশনে জোর দিচ্ছে। যে কারণে সমবায়ের গ্রাহকদের কাছ থেকে কেওয়াইসি নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

চলতি বছর জানুয়ারি মাসে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমবায়ে ডিজিটালাইজেশনের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন। এরপরেই কাজে গতি আনা হয়। সমবায়ের সমস্ত গ্রাহকের থেকে কেওয়াইসি নেওয়ার কাজ শেষ হলে তাঁদের এটিএমের কার্ডের মতো একটি কার্ড দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। ওই কার্ড ব্যবহার করে যে কোনও সময় অনলাইনে ঋণের টাকা তুলতে পারবেন গ্রাহকরা।

দপ্তরের কর্মীদের কাছে পিওএস থাকবে। সেই পিওএস মেশিনের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার কাজ হবে। প্রয়োজনে বাড়িতে গিয়েও ঋণ দেওয়া যাবে। এই বিষয়টি চালু

> সমবায়গুলি খুবই ভালোভাবে কাজ করছে। আজ আমাদের রিভিউ মিটিং ছিল। সেখানে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
>
> **প্রদীপকুমার মজুমদার,** পঞ্চায়েত মন্ত্রী

হলে অর্থ লেনদেনে যেমন স্বচ্ছতা আসবে, তেমনই সমবায়ের গ্রাহকরা উপকৃত হবেন বলে মনে করছেন মন্ত্রী। কয়েকদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে বুধবার শিলিগুড়িতে পৌঁছে উত্তরবঙ্গের সব জেলার সমবায়ের চেয়ারম্যান, আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন তিনি। বৃহস্পতিবারও এখানে বৈঠক হবে। এরপর ময়নাগুড়ি, কোচবিহার ঘুরে দপ্তরের বিভিন্ন কাজ দেখে আবার ১২ তারিখ শিলিগুড়িতে ফিরে পঞ্চায়েত দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করার কথা রয়েছে প্রদীপ মজুমদারের।

কাজ শুরু ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে

যানজটে ভোগান্তি জনতার

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : আশঙ্কাই বাস্তবে পরিণত। ফের যানজটের নাগপাশে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। বুধবার কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) সিকিমের লাইফলাইনে মেরামতির কাজ শুরু করতেই শয়ে-শয়ে গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায়। এর মূলে অবশ্য রয়েছে ছোট গাড়ির জন্য দফায় দফায় এক ঘণ্টা করে ছাড়। পূর্ব ঘোষণামতো এদিন লিকুভির এবং বিরিকদাড়ায় পাহাড় কাটার কাজ শুরু করে কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থাটি। এক ঘণ্টা কাজ এবং এক ঘণ্টা যান চলাচলের জন্য ছাড়, এই পদ্ধতি নিয়েছিল এনএইচআইডিসিএল। কিন্তু শয়ে-শয়ে গাড়ির ভিড়ে কোনও গাড়িই সেভাবে গন্তব্যের দিকে এগোতে পারেনি। মাঝে মাঝেই থমকে গিয়েছে গাড়ির চাকা। তীব্র যানজটে আটকে নাভিশ্বাস উঠেছে সাধারণের। কেন সম্পূর্ণভাবে রাস্তা বন্ধ রেখে কাজ করা হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন উঠছে।

কালিম্পংয়ের বাসিন্দা পেশায় গাড়ির চালক পদম সুব্বা বলেন, ‘রাস্তা বন্ধ থাকলে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে গাড়ি নিয়ে যেতাম না। কিন্তু রাস্তা খোলা রেখে আমাদের সমস্যায় ফেলে দেওয়া হল। আলগাড়া-লাভা হয়ে শিলিগুড়ি-কালিম্পং যেতে যে সময় লাগে, তার থেকে অনেক বেশি সময় লাগছে জাতীয় সড়কটি দিয়ে চলাচল করতে।’ উল্লেখ্য, এনএইচআইডিসিএলের তরফে সোমবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ৯, ১০ এবং ১৭ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় সড়কটিতে যান চলাচলের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এই দিনগুলিতে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে বড় গাড়ির চলাচল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হলেও, ছোট গাড়ির ক্ষেত্রে এক ঘণ্টা অন্তর ছাড় দেওয়া হয়। আর তাতেই কাজ শুরুর প্রথম দিনই চরম সমস্যায় পড়লেন হাজার হাজার যাত্রী। এই দুর্ভোগ প্রতিটি কাজের দিন চলবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাস্তা মেরামতির কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে বক্তব্য কালিম্পং জেলা প্রশাসনিক কর্তাদের।

তীব্র যানজট ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। বুধবার।

শিক্ষিকার

প্রথম পাতার পর

পুলিশের বাধায় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা সেখানেই রাস্তায় বসে পড়েন। ঘোষপুকুর আমবাড়ি হাইস্কুলের ইতিহাসের শিক্ষিকা বৈশাখী চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘সাধারণ মানুষ যাতে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান, সেটা আমরা চাইছি। যোগ্যতার সঙ্গে চাকরি পাওয়ার পর কেন আমরা আবার পরীক্ষা দেব? যা পরিস্থিতি তাতে আন্দোলনে নামা ছাড়া আমাদের কাছে অন্য কোনও আর রাস্তা থাকল না। আমরা কারও বিরুদ্ধে নই। কিন্তু রাস্তাতেই আমরা নিজেদের বক্তব্য পেশ করব।’

সেখানেই এক শিক্ষক প্রণয় দে জানান, তাঁর মা ত্রিপুরা থেকে টিভিতে খবর দেখে ফোন করে চাকরি চলে গিয়েছে কি না তা জানতে চেয়েছিলেন। মা হাসপাতাল থেকে সদ্য ছাড়া পেয়েছেন। মাকে তিনি সত্যি কথাও বলতে পারছেন না। প্রণয়ের কথায়, ‘আমি মাকে বলেছি সব ঠিক আছে। দিদিকে বলে রেখেছি যাতে কেবল লাইন কেটে দেয়, মা যাতে চাকরি বাতিলের খবর দেখতে না পান। তাহলে আবার অসুস্থ হয়ে যেতে পারে।’

এদিন রাস্তায় বসে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর আন্দোলনকারীরা উত্তেজিত হয়ে পুলিশের বাধা সরিয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে ঢুকে পড়েন। তখন অফিসের দোতলার ঘরে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সহ অন্যান্য আধিকারিকরা ছিলেন। বিক্ষোভকারীরা কোলাপসিবল গেট টেনে লোহার চেনে তালা আটকে দেন। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের শিক্ষক মানিক মজুমদারের কথায়, ‘যতক্ষণ না যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা পৃথক করে তা এসএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের আন্দোলন চলতে থাকবে। প্রয়োজনে লাগাতার অনশনের পথে হাঁটব। আমাদের সমস্ত পথ এখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।’

যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের কোর কমিটির সদস্য সেলিম জাফরের কথায়, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের পালে আমাদের টানার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের জানিয়ে দিতে চাই যোগ্যতার ভিত্তিতে আমরা চাকরি পেয়েছি।’ সেলিমের সংযোজন, ‘শুক্রবার কলকাতায় এসএসসির অফিসে আমরা অভিযান করব। আমরা কবে স্কুলে ফিরব জানি না। সমস্ত চাকরিহারা এক হয়েছি। সকলে একত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ করব।’

বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চলার মাঝে আন্দোলনকারীরাই ডিআই অফিসে তালা খুলে দেন। ডিআই-এর সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দেওয়ার অনুমতি দাবি করেন। কিন্তু ডিআই-এর কাছ থেকে কোনও প্রত্যুত্তর না আসায় চাকরিহারারা বিকেলে আবার হাসমি চক অবরোধ করার হুঁশিয়ারি দেন। এরপরই ডিআই রাজীব প্রামাণিক আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শকের হাতে চাকরিহারারা স্মারকলিপি দেন। রাজীব বলেন, ‘নিয়োগ আমরা করিনি। তাই আপনাদের দাবিপত্র রাজ্যের কাছে পাঠিয়ে দেব।’

শ্রমিকের চোখে থাবা চিতাবাঘের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৯ এপ্রিল : দিনকয়েক আগেই বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের অগনু রাই নামে এক সর্দারের কান ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল চিতাবাঘ। এবারে নাগরাকাটার জিতি চা বাগানে অন্য আরেকটি চিতাবাঘ সরাসরি হামলা চালাল এক শ্রমিকের চোখে। বর্তমানে ওই চোখ দিয়ে কিছু দেখতে পারছেন না অনীতা ওরাওঁ নামে জখম শ্রমিক। লক্ষ্মীপাড়ার ঘটনাটি ঘটে ১ এপ্রিল। জিতির ঘটনাটি বুধবার দুপুরের। সব মিলিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন জঙ্গলে আগুন লাগার পরই কি বুনোদের দল আরও বেশি করে হিংস্র হয়ে উঠতে শুরু করেছে?

আর পাঁচটা দিনের মতোই এদিন কাঁচা পাতা তোলার কাজ করছিলেন জিতির জয়মাসি লাইনের অনীতা। সামনেই যে অপেক্ষা করে আছে মূর্তিমান বিভীষিকা তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। একটি প্রকাণ্ড চিতাবাঘ আচমকা মহিলার ওপর হামলা চালায়। টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যান তিনি। বুনোটি থাবা বসিয়ে দেয় বাম চোখে। নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয় অনীতার পিঠ, কাঁধ, ডান হাত সহ শরীরের একাংশ। জিতির সেভেনটিন সাইড ডিভিশনের চায়না ওয়ান সেকশনে মানুষ-বুনোর এমন সংঘাতটি ঘটে। বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া রেঞ্জের অফিসার সজল দে বলেন, ‘আহত শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যয়ভার আমরাই বহন করছি।’

ঘটনার পরপরই বাগানটির ওই সেকশনে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়। অনীতাকে প্রথমে জিতির নিজস্ব হাসপাতালে ও পরে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সুলকাপাড়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে সেখান থেকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালের ডাঃ অভিজিৎ সিনহা বলেন, ‘ওই মহিলা জখম চোখে এই মুহূর্তে দেখতে পারছেন না। সুচিকিৎসার জন্য উচ্চতর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আশা করছি সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।’ জিতির শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিক পার্থ ভাদুড়ি বলেন, ‘বাগানে যাতে খাঁচা পাতা হয় বন দপ্তরকে আবেদন জানানো হয়েছে।’

অনীতাকে যখন চিতাবাঘটি আক্রমণ করে সেসময় পাশেই ছিলেন আশা ওরাওঁ নামে এক শ্রমিক। তিনি বলেন, ‘হঠাৎ দেখি চা বাগানের ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে বিরাট সাইজের চিতাবাঘটি অনীতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওই দৃশ্য ভাবলেই ভয় লাগছে।’

জলপাইগুড়িতে চাকরিহারা বাবার পাশে ছেলে। বুধবার। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

হিমালয়কে তুলে ধরার প্রয়াস

এতোয়া-নাটার মউ চুক্তি

শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : পর্যটনের প্রসারে হিমালয়কে বিশেষ ফোকালে আনার সিদ্ধান্ত নিল ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন (এতোয়া) এবং নেপাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল এজেন্ট (নাটা)। হিমালয়ের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানকে বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরার ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংগঠন দুটি। বুধবার নেপালের মেচিনগরে একটি বৈঠকে মিলিত হন নাটা এবং এতোয়ার সদস্যরা। দুটি সংগঠনের তরফে একসঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে একটি মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ক্রশ বর্ডার ট্যুরিজমের প্রসারে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সংগঠন কাজ করছে। এর থেকে দূরে নেই এতোয়া বা নাটা। এবার সংগঠন দুটি পর্যটন প্রসারে যৌথভাবে নতুন করে হিমালয়কে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিল। সিকিমের কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক, নেপালের কালীখোলা, মাইমাজুয়া, দার্জিলিংয়ের সান্দাকফুর মতো জায়গাগুলিকে কীভাবে নতুন করে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসা যায়, সে ব্যাপারে এদিন বিস্তারিত আলোচনা হয়। ঠিক হয়েছে, দুটি সংগঠন জায়গাগুলিকে ভিনরাজ্যে বিশেষভাবে তুলে ধরবে। কান্নম-আনতু-ইলামকে নিয়ে পর্যটনের নতুন সার্কিট গড়ে তোলার ব্যাপারেও এদিন আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা নিয়ে নতুন নতুন ট্যুরিজম সার্কিট গড়ে তোলার ব্যাপারেও সংগঠন দুটি সম্মত হয়েছে। এতোয়ার সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, ‘ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমের প্রসারের পাশাপাশি সামগ্রীকভাবে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট চাইছি আমরা। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে হিমালয়কে। দুটি সংগঠন মিলে কয়েকটি জায়গা চিহ্নিত করে তুলে ধরা হবে।’ নাটার কোশি অঞ্চলের সভাপতি পুণ্যপ্রসাদ ভট্টরাইয়ের বক্তব্য, ‘পর্যটনের প্রসারে যৌথভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরফলে দুই দেশের পর্যটন ব্যবসায়ী এবং দেশ-বিদেশের পর্যটকরা উপকৃত হবেন।’ এদিনের অনুষ্ঠানে নেপাল ট্যুরিজম বোর্ডের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

মউ চুক্তিতে এতোয়া এবং নাটার সদস্যরা। বুধবার নেপালে।

সর্বাত্মক বনধ বীরপাড়ায়

বীরপাড়া, ৯ এপ্রিল : ভোর ৫টা থেকে মাঠে নেমে পড়েছিলেন বনধ সমর্থকরা। বেলা যত গড়িয়েছে, বুধবার ততই যেন শুনসান হয়েছে বীরপাড়ার রাস্তাঘাট, বাজারহাট। দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধের দাবিতে ভয়েস অফ বীরপাড়া নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠনের ডাকা ২৪ ঘণ্টার বনধ সর্বাত্মক চেহারা নিল এদিন। কোনও রাজনৈতিক মঞ্চ ছাড়াও যে একজোট হওয়া যায়, তা দেখিয়ে দিল বীরপাড়ার জনতা। সংগঠনের সভাপতি চতুর পানোয়ার বলেন, ‘এর আগে রাজনৈতিক দলগুলির কোনওটি তিন মাস, কোনওটি ছ'মাসের মধ্যে সমস্যা মেটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু লাভ হয়নি তাই পথে নেমেছি।’

এদিন বনধ সফল করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন মহিলারা। বনধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা দেখে একপ্রকার বাধ্য হয়েই বীরপাড়া ছোটেন মাদারিহাটের তৃণমূল বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। ডলোমাইট ইস্যুতে বীরপাড়াবাসীর পাশে থাকার বার্তা দেন তিনি। এদিন রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে বনধের সমর্থনে পিকেটিং করতে দেখা গিয়েছে আরএসপি, সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেসকে।

রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে তৃণমূল যে কোনও ধরনের বনধের বিরোধী। তবে এদিন বনধ সফল করতে অগ্রণী ভূমিকা নেন মাদারিহাট বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির বীরপাড়ার সদস্যা তথা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ব্লক সভানেত্রী শিউলি চক্রবর্তী।

তাঁর সাফ কথা, ‘দল পরে। আগে জন্মস্থানের স্বার্থ। আমি বীরপাড়ার একজন বাসিন্দা। ডলোমাইটের দূষণে আমরা নাজেহাল। অসুখবিসুখে ভুগছি। মানুষের ক্ষতি হলে আমি চুপ থাকব না।’

শিক্ষকদের লাঠি, লাথি পুলিশের

প্রথম পাতার পর

আচরণের অভিযোগে বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত বৈঠকে আর যাননি বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বরং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে লেখা একটি চিঠি তিনি জনসমক্ষে ছিঁড়ে ফেলেন।

বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের নেতৃত্বে কয়েকজন দলীয় বিধায়ক আবার লালবাজারে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। পুলিশ তাঁদের ভ্যানে তুলে নিয়ে যায়। বর্ধমানেও পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে। বারাসত, হুগলি, তমলুক, মেদিনীপুর সহ একাধিক জায়গায় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে বিক্ষোভ দেখান চাকরিহারারা।

চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশকে নিয়ে বুধবারই এসএসসি দপ্তরে গিয়ে চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের সঙ্গে কথা বলেন বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে তাঁর বৈঠকে বসার কথা ছিল।

শিক্ষামন্ত্রীর হাতে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চাকরিহারাদের ওপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদে তিনি সেই বৈঠক বয়কট করেন।

অভিজিতের বক্তব্য, ‘এসএসসির সঙ্গে কথা বলার পর ধারণা হচ্ছে, তারা চাইলে ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ থেকে যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করতে পারে।’ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু পালটা কটাক্ষ করে বলেন, ‘এখানে এলেন না, কিন্তু এসএসসি দপ্তরে গেলেন। ওটাও তো সরকারি অফিস। উনি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিতে চাওয়ায় দল বাধা দিল কি না, তা উনিই বলতে পারবেন।’

এই সপ্তাহেই চাকরিহারাদের সঙ্গে এসএসসি চেয়ারম্যান, শিক্ষাসচিব বৈঠক করবেন বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। বিক্ষোভ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ‘মুখ্যমন্ত্রী নেতাজি ইন্ডোরে বার্তা দেওয়ার পরও লড়াই, আন্দোলন, প্রতিবাদের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমরা যোগ্য বঞ্চিতদের পাশে আছি।’ তবে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর মনে করেন, ‘পুলিশের আচরণ সমর্থনযোগ্য নয়। প্রশাসনকে সংযত থাকার আবেদন করছি।’

পার্কে আড্ডা

প্রথম পাতার পর

বিষয়টি নিয়ে নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ সুনীতা সাহা বলেন, ‘আমাদের স্কুলে একবার ঢুকলে বাইরে বের হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। তবে, কেউ স্কুল ড্রেস পরে, স্কুলে না এসে এসব করলে আমাদের পক্ষে নজরদারি করা সম্ভব নয়। অভিভাবকদের মিটিংয়ে ডাকলেও কেউ আসেন না। এসব বিষয় অভিভাবকদের দেখা দরকার।’ নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি পৃথ্বীশ রায় বলেন, ‘পড়ুয়াদের নিয়ে প্রচুর অভিযোগ আসছে। সারাদিন স্কুলে না গিয়ে স্কুলের পোশাক পরে বিভিন্ন জায়গায় ঝামেলা করার খবর আসছে। এই নিয়ে আমরা নকশালবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলেছি।’ নকশালবাড়ি থানার ওসি ওয়াসিম বারি অবশ্য বলেন, ‘এই বিষয়ে আমি পরে জানাব।’

ফ্রি কিক থেকে দ্বিতীয় গোলের পর সেলিব্রেশন ডেকলান রাইসের।

দর্শনীয় এই ফ্রি কিকে ডেভিড বেকহ্যামকে মনে করালেন ডেকলান রাইস।

‘রাইসে’ বদহজম রিয়াল মাদ্রিদের

ইন্টারের কাছে হার বায়ার্নের

লন্ডন ও মিউনিখ, ৯ এপ্রিল : দিনটা হতে পারত কিলিয়ান এমবাপে কিংবা ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের। কিন্তু ফুটবল দেবতা চিত্রনাট্য একটু অন্যরকমভাবে লিখেছিলেন। আর্সেনাল মিডিও ডেকলান রাইসের পায়ের জাদুতে ৩-০ গোলে অবিশ্বাস্য জয় আর্সেনালের। প্রতিপক্ষের নাম রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচটা ছিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগ।

লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে বসা অতি বড় আর্সেনাল সমর্থকও এই রেজাল্ট হবে ভাবেননি। যেমন ভাবেননি রিয়াল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। তারকাখচিত দল নিয়েও প্রথম লেগে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে সেটা বোধহয় ইতালিয়ান কোচের কল্পনার অতীত।

অথচ ম্যাচের প্রথম গোলমুখী শট এসেছিল এমবাপের পা থেকে। তারপর ম্যাচ যত গড়িয়েছে ততই নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে আর্সেনাল। ম্যাচের প্রথম গোল ৫৮ মিনিটে। বক্সের বাইরে থেকে দর্শনীয় ফ্রি কিকে গোল করেন রাইস। কেরিয়ারের সেরা সময়ে এই ধরনের গোল করাটা জলভাত ছিল কিংবদন্তি ডেভিড বেকহ্যামের। যার পোশাকি নাম ছিল ‘বেন্ড ইট লাইক বেকহ্যাম’। এদিন বেকহ্যামকে মনে করালেন রাইস।

৭০ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটিও একইভাবে করা। বক্সের বাইরে আরও একবার দর্শনীয় ফ্রি কিকে লক্ষ্যভেদ করেন রাইস। ঠিক যেন ‘বেন্ড ইট লাইক বেকহ্যাম’-এর অনুকরণে ‘বেন্ড ইট লাইক ডেকলান রাইস’। তখন গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন আরেক কিংবদন্তি রবার্তো কার্লোস। রাইসের গোল দেখে তিনিও মুগ্ধ। ৭৫ মিনিটে রিয়াল কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন মিকেল মেরিনো।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বে প্রথম ফুটবলার হিসেবে একটি ম্যাচে সরাসরি ফ্রি কিক থেকে জোড়া গোল করলেন রাইস। ম্যাচের পর জয়ের নায়ক বলেছেন, ‘এই রাতটা আমার কাছে ঐতিহাসিক। ফ্রি কিক নিতে যাওয়ার আগে মানব প্রাচীরের পাশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা দেখেছিলাম। এটাকেই কাজে লাগিয়েছি। ফ্রি কিক নেওয়ার আগে বুকায়ো সাকা আমাকে সাহস জুগিয়েছিল।’ এদিকে, দ্বিতীয় লেগে জেতার সম্ভাবনা কম, সেটা কার্যত মেনে নিয়েছেন রিয়াল কোচ আন্সেলোত্তি। তিনি বলেছেন, ‘জেতার সম্ভাবনা কম। কিন্তু দ্বিতীয় লেগে আমরা প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করব। প্রথমার্ধে ভালো খেললেও সেট পিস থেকে হওয়া দুইটি গোলই ম্যাচটা শেষ করে দিল।’

ফলাফল

আর্সেনাল	বায়ার্ন মিউনিখ
৩-০	১-২
রিয়াল মাদ্রিদ	ইন্টার মিলান

অন্যদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। মঙ্গলবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে তারা ২-১ গোলে পরাজিত হয় ইন্টারের কাছে। চোট-আঘাতে জর্জরিত বায়ার্ন কিন্তু ঘরের মাঠে শেষ ২২টি ম্যাচ অপরাজিত ছিল। তাই ইন্টারের বিরুদ্ধে শুরুটাও বেশ আক্রমণাত্মক মেজাজে করেছিলেন ভিনসেন্ট কোম্পানির ছেলেরা।

তবে ৩৮ মিনিটে ফরাসি স্ট্রাইকার মার্কাস থুরামের পাস থেকে ইন্টারকে এগিয়ে দেন আর্জেন্টাইন গোলমেশিন লওটারো মার্টিনেজ। ৮৫ মিনিটে বায়ার্নের হয়ে গোলশোধ করেন বর্ষীয়ান টমাস মুলার। মিনিট চারেক পরে ডেভিড ফ্রাত্তেসির গোলে জয় নিশ্চিত করে ইন্টার মিলান।

> এই রাতটা আমার কাছে ঐতিহাসিক। ফ্রি কিক নিতে যাওয়ার আগে মানব প্রাচীরের পাশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা দেখেছিলাম। এটাকেই কাজে লাগিয়েছি। ফ্রি কিক নেওয়ার আগে বুকায়ো সাকা আমাকে সাহস জুগিয়েছিল।
>
> **ডেকলান রাইস**

৩ গোল খেয়ে মাথায় হাত রিয়াল মাদ্রিদের জুডে বেলিংহামের।

‘ফেক ইনজুরি’, ঘুরিয়ে স্বীকার ঋষভের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ এপ্রিল : দলের প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে ম্যাচের গতিতে কিছুটা ব্রেক লাগাতে হয়। কখনও তা কাজে লাগে, কখনও লাগে না। মঙ্গলবার ইডেন গার্ডেন্সের দ্বৈরথে যা কাজে আসায় তিনি খুশি। মঙ্গলবার কলকাতা নাইট রাইডার্স-বধের পর কার্যত ‘ফেক ইনজুরির’ অভিযোগ ঘুরিয়ে স্বীকার করে নিলেন বিজয়ী লখনউ সুপার জায়েন্টস অধিনায়ক ঋষভ পন্থ।

টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালেও ঠিক একই কাজ করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার হেনরিচ ক্লাসেন, ডেভিড মিলারের ছন্দ নষ্ট করতে বেছে নিয়েছিলেন ‘ফেক ইনজুরি’ স্ট্র্যাটেজি। সাময়িক বিরতি ক্লাসেনদের মনঃসংযোগে চিড় ধরিয়ে দেয়। কিছুটা অক্সিজেন জোগায় কোণঠাসা ভারতীয় বোলারদের। নাইট ম্যাচে টস বাদ দিলে ঋষভের অবদান সেই ফেক ইনজুরি নাটকের মাস্টারস্ট্রোক।

পুরানের গলায় প্র্যাকটিস-মন্ত্র

লখনউ সুপার জায়েন্টসের ২৩৯ রানের টার্গেটে কলকাতা নাইট রাইডার্স ১২ ওভার শেষে ১৪৯/২ স্কোরে। হঠাৎ করেই পায়ে ব্যথার কারণ দেখিয়ে মাঠে শুয়ে পড়েন ঋষভ পন্থ।

> অবশ্যই ভাবনার ফসল ওই পদক্ষেপ। কারণ ম্যাচটা যে গতিতে এগোচ্ছিল, তা কিছুটা মন্থর করার প্রয়োজন ছিল। এদিন তা কাজে লাগায় আমি খুশি। -**ঋষভ পন্থ** (চোট নাটক প্রসঙ্গে)

ঋষভ জানান, পাওয়ার প্লে-তে কেকেআরের দাপটের পরও আশা ছাড়েননি। দলের বোলারদের বলেও দেন, নিজেদের পরিকল্পনাতেই বিশ্বাস রাখো। বাড়তি কিছু করার প্রয়োজন নেই। মাস্টারস্ট্রোকটা শেষপর্যন্ত নিজেই খেলেন। ঋষভের যুক্তি, ‘অবশ্যই ভাবনার ফসল ওই পদক্ষেপ। কারণ ম্যাচটা যে গতিতে এগোচ্ছিল, তা কিছুটা মন্থর করার প্রয়োজন ছিল। এদিন তা কাজে লাগায় আমি খুশি।’

বাইশ গজের দ্বৈরথে দুই দলের মধ্যে পার্থক্য অবশ্য গড়ে দিয়েছেন নিকোলাস পুরান। আইপিএলের বর্তমান ‘সিক্সার কিং’। ক্রিস গেইলের পাওয়ারের সঙ্গে ক্রিকেটীয় শটের যুগলবন্দির মিশেল পুরান-স্পেশালে। নিজের ছক্কা হাঁকানোর ক্ষমতা প্রসঙ্গে মজার সুরে বলেছেন, ‘কয়েক লক্ষ বার এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। এরজন্য প্রচুর প্র্যাকটিস করি। যা দেখলেন এই ম্যাচে, তার নেপথ্যে প্র্যাকটিস, পরিশ্রম।’

পুরানের জন্য মঞ্চটা গড়ে দিয়েছিলেন দুই ওপেনার আইডেন মার্করাম, মিচেল মার্শ জুটি। কেকেআরের বোলিংকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেন মার্করামদের ৯৯ রানের যুগলবন্দি। ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে দুই সতীর্থের কথা পুরানের গলায়। তুলে ধরেন চলতি টুর্নামেন্টে মার্করাম-মার্শের ধারাবাহিক সাফল্যকে। জানান, দুজনে অসাধারণ ব্যাটিং করছেন। ব্যক্তিগত ইগো সরিয়ে পরিস্থিতি বুঝে খেলছে। যার সুফল পাচ্ছে দল। সবমিলিয়ে ব্যাটিং ইউনিট যেভাবে পারফর্ম করছে, তাতে খুশি পুরান।

মার্শের মুখে আবার পুরানের কথা। ৮১ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছেন নিজেও। তবে মার্শের মতে, ১৮০-১৯০ স্কোর হবে মনে করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু সেই স্কোরটাই ২৩৮-এ পৌঁছে যায় পুরান-স্পর্শে। বল যত পুরোনো হয়েছে, ব্যাটে ভালোভাবে এসেছে। তারই পুরো ফায়দা তুলেছেন তাঁরা। আর লখনউ সুপার জায়েন্টসের সৌভাগ্য, পুরানের মতো প্লেয়ার দলে রয়েছে।

চাহালের জীবনে এবার মাহবশ!

মুম্বই, ৯ এপ্রিল : সদ্য ধনশ্রী ভার্মার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে যুযবেন্দ্র চাহালের। তারপর থেকেই রেডিও জকি মাহবশের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন ছিল। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে মাহবশের সঙ্গে নিজের ছবি পোস্ট করে যা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন চাহাল। মুল্লানপুরে মঙ্গলবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচের সময় এই সুন্দরীকে গ্যালারিতে দেখা গিয়েছে। চাহালের দল পাঞ্জাব কোনও উইকেট পেলেই তাঁর উচ্ছ্বাসের ছবি ভেসে উঠেছে টিভির পর্দায়। পাঞ্জাবের জয়ের পর মাহবশ ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, ‘এগিয়ে চলো পাঞ্জাব। জেতো বা হারো তোমরাই তারকা। এগিয়ে চলো।’ এরপর থেকেই নেটিজেনরা দুইয়ে দুইয়ে চার করছেন।

আজহারউদ্দিনের ছায়া দেখছেন সিধু

৮ বল খেলেই দলে ‘পাকা’ জায়গা করে নেন প্রিয়াংশ!

আইপিএল কেরিয়ারের প্রথম শতরানে পাঞ্জাব কিংস ভক্তদের মন জিতে নিয়েছেন ২৪ বছরের প্রিয়াংশ।

মুল্লানপুর, ৯ এপ্রিল : মাত্র আট বল। প্রস্তুতি ম্যাচে ওই আট বল খেলেই দলে পাকা জায়গা করে নেন প্রিয়াংশ আর্য! রিকি পন্টিংরা চিনে নিয়েছিলেন তরুণ প্রতিভাকে। ঠিক করে নেন প্রথম ম্যাচ থেকেই খেলাবেন। বিশ্বাসের প্রতিফলন চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচে ৪২ বলে ১০৩ রানের স্বপ্নের ইনিংস।

প্রতিপক্ষ বোলারের তালিকায় রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজা, মাথিশা পাথিরানা, নুর আহমদ। আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের দেশের জার্সিতে প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত বোলার। তার সঙ্গে সিএসকের বোলিং স্ট্র্যাটেজিতে মহেন্দ্র সিং ধোনির মগজাস্ত্র। যদিও দিল্লির তরুণ বাঁহাতির কাছে কোনওকিছুই ধোপে টেকেনি।

কবজির মোচড়ে নেওয়া একের পর এক শটে মনে করিয়ে দিলেন মহম্মদ আজহারউদ্দিনকেও। বোলারদের শাসন করার ভঙ্গিমাতে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠার ইঙ্গিত ৪২ বলের ইনিংসের পরতে পরতে। চেন্নাই বধ শেষে সহকারী কোচ ব্র্যাড হাডিন বলেছেন, ‘আইপিএলের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে গোটা আষ্টেক বল খেলেছিল প্রিয়াংশ। সেটাই যথেষ্ট ছিল, ওকে প্রথম ম্যাচ খেলানোর চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।’

৭টি চার ও ৯টি ছক্কা। স্ট্রাইক রেট ২৪৫.২৪। আনক্যাপড ক্রিকেটারের দ্রুততম শতরান। আইপিএল ইতিহাসের পঞ্চম দ্রুততম। প্রিয়াংশের যে ব্যাটিং নিয়ে ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘দুর্দান্ত ইনিংস। পুরোদস্তুর বিনোদন।’ নভজ্যোৎ সিং সিধুর দাবি, ‘লিখে রাখুন, ও ভারতীয় দলে খেলবে। দীর্ঘদিনই খেলবে। সতীর্থরা যখন আউট হচ্ছে, তখনও কেঁপে যায়নি। দলকে টেনেছে। ওর শট আজহারউদ্দিন, গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল।’

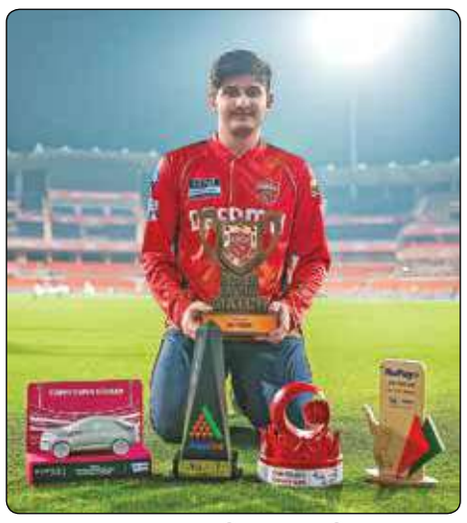

ম্যাচের সেরা সহ একাধিক পুরস্কার নিয়ে পাঞ্জাব কিংসের প্রিয়াংশ আর্য। মঙ্গলবার মুল্লানপুরে।

প্রিয়াংশের যে কৃতিত্বের জন্য ব্যক্তিগত কোচ সঞ্জয় ভরদ্বাজও কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। ভারতীয় দলের হেডকোচ গৌতম গম্ভীরও যাঁর ছাত্র। দিল্লি ক্রিকেট মহলে ‘হার্ড টাস্কমাস্টার’ সঞ্জয়ের ছাত্রের তালিকায় রয়েছেন গৌতম গম্ভীর, নীতীশ রানা, অমিত মিশ্রের মতো নাম। গর্বিত কোচ সঞ্জয় বলেছেন, ‘কাল রাত ২-৩টার সময় ঘুমিয়েছে প্রিয়াংশ। এদিন সকালেই আমাকে ফোন। জিজ্ঞাসা করে স্যর ঠিক ছিল। বলে সবকিছু ঈশ্বরের কৃপা। আমাকে কিছু করতে হয়নি। সবসময় ওকে বলি, সবকিছুতেই ঈশ্বরের হাত। তুমি শুধু পরিশ্রম করে যাও। মাটিতে পা রাখতে জানে। জানে সম্মান দিতে।’

কোচের দাবি, প্রিয়াংশ সহজাত স্ট্রাইকার। ঝুঁকি নিতে ভালোবাসে। চাপে থাকে না। যা প্রিয়াংশের ইউএসপি। সঞ্জয় আরও বলেছেন, ‘প্রিয়াংশ আমাকে বলে, শ্রেয়স আইয়ার ও পন্টিংয়ের পুরো সমর্থন ওর পাশে। সবসময় সহজাত খেলার কথা বলে। ওকে নাকি বলেছে, নতুন করে প্রিয়াংশকে শেখানোর কিছু নেই! ওকে শুধু বলি হাত নয়, মাথাটাও কাজে লাগাতে হবে। সঙ্গে ঝুঁকি নেওয়ার সাহস। পারলেই আসল ক্রিকেট সত্তা বেরিয়ে আসবে। এই ইনিংসে তারই ঝলক।’

প্রিয়াংশের বাবা শিক্ষক পবন আর্যের মুখে গৌতম গম্ভীরের কথা। বলেছেন, ‘অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে ২৭১ রানের ইনিংস খেলার পর থেকে গৌতম ওর পাশে। গত ৬-৭ বছর ধরে গাইড করছে। বলেছে বেশি করে ম্যাচ খেলতে, যা প্রিয়াংশকে সাহায্য করছে। প্রথম আইপিএল। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ দেখতে মাঠে গিয়েছিলাম। প্রথম বলে আউট হয়ে যায়। গতকাল বাড়িতে ছিলাম। আর সেঞ্চুরি। আমিও ওর ব্যাডলাক! ঠিক করেছি ওর ম্যাচ দেখতে যাব না (হাসতে হাসতে)।’

আরসিবি-কে নিয়ে স্মৃতির সরণিতে হাঁটলেন বিরাট

বেঙ্গালুরু, ৯ এপ্রিল : দেখতে দেখতে আঠারো বছর। গত ১৭ বারের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ব্রেক লাগিয়ে আইপিএল ক্ষতে এবার প্রলেপ দিতে বদ্ধপরিকর বিরাট কোহলি। দলও এবার ভালো শুরু করেছে। প্রথম চার ম্যাচে তিনটি জয়ে তৃতীয় স্থানে (মঙ্গলবার পর্যন্ত) রয়েছে। আগামীকাল ঘরের মাঠে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে অবস্থানটা আরও পোক্ত করে নিতে নামছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

কঠিন টক্কর নিঃসন্দেহে। চলতি লিগে একমাত্র অপরাজিত দল দিল্লি ক্যাপিটালস। তিন ম্যাচেই জিতেছে অক্ষর প্যাটেলের দল। ব্যাটিং-বোলিংয়ে ভারসাম্যের ক্রিকেট খেলছে। কাল চারে চার করার লক্ষ্য নিয়ে চিন্নাস্বামীতে আরসিবি বধে চোখ। বিরাটরা যদিও হোম অ্যাডভান্টেজকে পুরোদস্তুর কাজে লাগাতে মরিয়া। প্রস্তুত কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেলদের স্পিন ঘূর্ণি, মিচেল স্টার্কের পেসের মোকাবিলার জন্য।

গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে অবশ্য অতীতের স্মৃতিচারণে মাতলেন কোহলি। ভাসলেন ২০০৮ সালের উদ্বোধনী আইপিএলে প্রথমবার আরসিবি-র সাজঘরে পা রাখার দিনগুলিতে। অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়ের মতো তারকা। স্বপ্নের ঘোরের সঙ্গে চাপও। শুরুটা একদম ভালো হয়নি। তবে ব্যর্থতা থেকে বুঝে গিয়েছিলেন, কী করণীয়। কোথায় কোথায় পরিশ্রম করতে হবে।

২০০৮, ২০০৯, ২০১০- প্রথম তিন মরশুমে তারকাদের ভিড়ে ঢাকা পড়েছিলেন। বিরাটের কথায়, ‘প্রথম তিন বছরে টপ অর্ডারে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাইনি বললেই চলে। লোয়ার অর্ডারে খেলতাম। এর মধ্যে ২০০৯ কিছুটা ভালো কেটেছিল। ধারাবাহিক সাফল্যের শুরু ২০১১ থেকে। নিয়মিত তিনে ব্যাটিং পাই। কার্যত ওখান থেকেই আইপিএল সাফারি একটা মাত্রা পায়।’ বাকিটা ইতিহাস। আরসিবি-র মুখ হয়ে ওঠা। আইপিএল হোক বা ভারতীয় দল সিনিয়ার হিসেবে কখনও ব্যক্তিগত ইগোকে অগ্রাধিকার দেননি। বিরাট বলেছেন, ‘চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির একটা ম্যাচের কথা বলব। আমাদের জুটিতে শ্রেয়স (আইয়ার) আগুন ঝরাচ্ছিল। আমি সহযোগীর ভূমিকায়। ইগোতে নিইনি। কারণ শ্রেয়স তখন ছন্দে, বোলারদের আক্রমণের ভার ও নেয়। উলটোটা ঘটেছে আমার ক্ষেত্রেও। কখনও কাউকে প্লান করার চেষ্টা করিনি। সবসময় পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়েছি। মূল লক্ষ্য দল। ইগো সরিয়ে যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি এবং ম্যাচ পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করেছি।’

নবাগত রজত পাতিদারের অধীনে খেলা নিয়েও ইতিবাচক। সমর্থকদের প্রতি আবেদনও রাখেন, সবাই যেভাবে তাঁকে ভালোবাসা দিয়েছে, সেই ভালোবাসা যেন পায় নতুন অধিনায়কও। মাঠেও নিজে সবসময় পাশে থাকছেন পাতিদারের। পরামর্শ দিচ্ছেন। সবকিছু ছাপিয়ে ব্যাট হাতে ভরসা জোগানো।

কয়েকদিন আগে চেন্নাইয়ে ১৭ বছর পর সুপার কিংসকে হারিয়েছে আরসিবি। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বই-বধের এক দশকের অধরা স্বপ্নও পূরণ শেষ ম্যাচে। আগামীকাল দিল্লি-টক্করে ব্যাটিংয়ে কোহলি, ফিল সল্ট, রজত পাতিদার, বোলিংয়ে জোশ হ্যাজেলউড, ভুবনেশ্বর কুমার মূল ভরসা আরসিবি-র। দিল্লি ক্যাপিটালসে সেখানে জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, ট্রিস্টান স্টাবস, ফাফ ডুপ্লেসি, স্টার্কদের সঙ্গে অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, লোকেশ রাহুলের মতো দেশি ঘোড়া। অভিষেক পোড়েলের ক্যামিও ইনিংসগুলিও ছাপ রাখছে। আগামীকাল? তারকা যুদ্ধে কে বা কারা বাজিমাত করে আপাতত চোখ সেদিকেই।

> চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির একটা ম্যাচের কথা বলব। আমাদের জুটিতে শ্রেয়স (আইয়ার) আগুন ঝরাচ্ছিল। আমি সহযোগীর ভূমিকায়। ইগোতে নিইনি। কারণ শ্রেয়স তখন ছন্দে, বোলারদের আক্রমণের ভার ও নেয়।
>
> **বিরাট কোহলি**

আইপিএল আজ

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : বেঙ্গালুরু

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

মুখোমুখি

ম্যাচ ৩১ । নো রেজাল্ট ১
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ১৯
দিল্লি ক্যাপিটালস ১১

প্রয়াত রোনাল্ডোর ছোটবেলার কোচ অউরিলো

রিয়াধ, ৯ এপ্রিল : মঙ্গলবার প্রয়াত হয়েছেন পর্তুগিজ কোচ অউরিলো ডে সিলভা পেরেইরা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। দীর্ঘদিন তিনি স্পোর্টিং লিসবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর হাত ধরেই বিশ্ব ফুটবলের মানচিত্রে উঠে এসেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, লুইস ফিগো, নানি, রিকার্ডো কুয়ারেসমার মতো খেলোয়াড়।

অউরিলোর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তিনি সমাজমাধ্যমে বলেছেন, ‘ফুটবল প্রশিক্ষণ জগতের সেরা প্রতীক ছিলেন অউরিলো ডে সিলভা। আমার মতো অনেক ফুটবলার তাঁর হাত ধরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ওঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।’ আরেক পর্তুগিজ তারকা নানি বলেছেন, ‘অউরিলোকে সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ। উনি সবসময় আমাকে সঠিক পরামর্শ দিয়েছেন। ওঁর কাছ থেকে যা কিছু শিখেছি, কোনওদিন তা ভুলব না।’ পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকেও শোকবার্তা জানানো হয়েছে। অউরিলোর স্মৃতিতে স্পোর্টিং লিসবন তাদের অ্যাকাডেমির মূল মাঠের নাম প্রয়াত পর্তুগিজ কোচের নামে করেছে।

শুভেচ্ছা

Debarghya Das (নেতাজিপল্লি) : শুভ অন্নপ্রাশনে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় 'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামেলি রেস্টুরেন্ট, (Veg & N/Veg) শিলিগুড়ি।

জন্মদিন

শুভ জন্মদিন আর্যমান : সুন্দর এই ভুবনে সুন্দরতম জীবন হোক তোমার, প্রতিটি স্বপ্ন হোক সফল। ঈশ্বরের আশীর্বাদে সুস্থ থাকো আর অনেক বড় হও, তোমার খ্যাতি হোক বিশ্বজুড়ে। আশীর্বাদ সহ মা-বাবা, দাদান-ঠামি, দাদু ও পরিবারবর্গ। ভেটাগুড়ি, কোচবিহার।

আজ কলকাতায় সুনীলরা

ফাইনালের প্রস্তুতি শুরু মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ এপ্রিল : খুব ঠান্ডা মাথায় সরাসরি কথা বলেন তিনি। তাই ম্যাচটায় শুধু সুনীল ছেত্রী যে ফ্যাক্টর নন, সেই কথা বলে সোজাসাপ্টাভাবে বলতে দ্বিধা করেননি আপুইয়া।

এটাই কি সুনীলের শেষ আইএসএল? প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে এখন ভারতীয় ফুটবল মহলে। কিন্তু এই ৪০ বছর বয়সেও সুনীল এখনও বেঙ্গালুরু এফসি-র জার্সি গায়ে মাঠে নামলেই বদলে যায় ম্যাচের ভাগ্য। এবারও তিনি ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে সর্বাধিক গোলদাতা। ২০২২-'২৩ মরশুমে ফাইনালে উঠেও চ্যাম্পিয়ন করতে পারেননি তাঁর দলকে। গোয়ার মাঠে হারতে হয় মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে। এবারই যদি শেষ হয় তাহলে তাঁর হাতে কাপটা দেখতে চাইবেন তামাম বেঙ্গালুরুবাসী থেকে সারা দেশের ফুটবলপ্রেমীই। সেই লক্ষ্যেই বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছে জেরার্ড জারাগোজার দল। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছেন। আর সেটা অবশ্যই মোহনবাগানীরা। শুধু দেখতে নয়, আগামী শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যে মাঠ ভরিয়ে বেঙ্গালুরু এফসি-র উপর চাপ তৈরি করতে সবুজ-মেরুন সমর্থকরা ঝাঁপিয়ে পড়বেন, তা বলাই বাহুল্য। আর তাঁদের বলে বলীয়ান হয়েও আসরে যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে নেমে পড়তে চলেছেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা অ্যান্ড কোং।

গত মরশুমে ফাইনালে উঠেও দ্বিমুকুট হয়নি। এবার আর যাতে তীরে এসে তরী না ডোবে তাই সতর্ক মোলিনা। সাবধানি গলায় বলে দেন, 'ফাইনালে কেউই ফেভারিট নয়। যে কেউ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। অবশ্যই নিজেদের উপর আমরা বিশ্বাস রাখি। আমরা কী করতে পারি, তার উপর আস্থা আছে। যদি নিজেদের সেরাটা আমরা দিতে পারি তাহলে ট্রফি আমাদেরই হবে। তবে তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এই কয়েকটা দিন।' একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে এদিন থেকে নিজেদের ফাইনালের জন্য তৈরি করার কাজই শুরু করে দিলেন। বেঙ্গালুরুকে ভয় না পেলেও শ্রদ্ধাশীল মোলিনার মন্তব্য, 'অবশ্যই ওদের সম্মান করি। কারণ এই মরশুমে দারুণ খেলছে। দারুণ দল। হালকাভাবে নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। কিন্তু আমি সবসময়ই বলি, আমাদের ছেলেদের ক্ষমতা আছে আরও একটা ট্রফি জেতার। সেই বিশ্বাস আমার আছে।'

সুনীল যখন সবার আলোচনায় তখন আপুইয়া আবার বলছেন, 'বেঙ্গালুরু কিন্তু একজনের উপর নির্ভরশীল নয়। তাহলে আর এতদূর আসতে পারত না। আপনারা সকলেই দেখেছেন এরা দল হিসাবে দারুণ খেলেছে। দলে প্রচুর জাতীয় দলের ফুটবলার। সঙ্গে আছে ওদের কোচের দুর্দান্ত ট্যাকটিক্স। তাই ম্যাচটা কঠিন হবে। তেমনি ওদের কাছেও সহজ হবে না। আমরা নিজেদের সেরাটা দেব।' মোহনবাগান কোচ-ফুটবলাররা যে নিজেদের এই সেরা দেওয়ার কথাটা শুধুই মুখে বলেন না, এটাও এখন সকলেই জেনে গিয়েছেন। তাঁদের এই কাজে করে দেখানোকে সমীহ করছে বেঙ্গালুরুও।

ফাইনালের আগে হালকা হতে গ্রেগ স্টুয়ার্ট, জেমি ম্যাকলারেন ও দিমিত্রিস পেত্রাতোস চলে গেলেন রয়্যাল ক্যালকাটা গলফ ক্লাবে।

বাগানের প্রতিপক্ষ চার্চিল ব্রাদার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ এপ্রিল : সুপার কাপে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট প্রথম ম্যাচ খেলবে চার্চিল ব্রাদার্সের বিপক্ষে। ম্যাচ শুরু রাত আটটায়। যেহেতু আই লিগে এখনও চ্যাম্পিয়নশিপ সহ প্রথম তিন দল কারা হবে তা নির্ধারণ হয়নি, তাই লটারি করেই নির্দিষ্ট করা হচ্ছে ক্রমানুসার। সেই অনুযায়ী তৃতীয় দল হয়েছে চার্চিল। যাদের বিপক্ষে সুপার কাপের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি মোহনবাগান। দুই নম্বর দল ইন্টার কাশী খেলবে বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে। গোকুলাম কেরালা এফসি-র খেলা এফসি-র গোয়ার সঙ্গে। প্রথম রাউন্ডের ম্যাচগুলি হবে যথাক্রমে সাড়ে চারটে ও রাত আটটা থেকে। উদ্বোধনী ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ও কেরালা ব্লাস্টার্সের ম্যাচ বিকেল সাড়ে চারটায়। রাউন্ড অফ সিক্সটিনে নর্থইস্ট ইউনাইটেড-মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচও বিকেল সাড়ে চারটেয় শুরু। কোয়ার্টার ফাইনালে যদি কলকাতার দুই প্রধানই ওঠে তাহলে ডার্বি ম্যাচও ওই একই সময়ে খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানকে।

মহমেডানে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ এপ্রিল : সমস্যায় জর্জরিত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কবে সমস্যা মিটবে কেউ বলতে পারছেন না। এরমধ্যে বুধবার ক্লাবে দ্রুত বিনিয়োগকারী সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন শ-দুয়েক সাদা-কালো সমর্থক। তাঁরা প্রায় রাত আটটা পর্যন্ত কর্তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করেন। কিন্তু কর্তারা এদিন কেউ ক্লাবে আসেননি। পরে ক্লাব সচিব ইশতিয়াক আহমেদ রাজু বলেছেন, 'সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখাতেই পারেন। তবে দুই-একদিনের মধ্যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

আইএফএ-র উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ এপ্রিল : আগামী মরশুমে কলকাতা ফুটবল লিগের আগে রেফারিদের নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে আইএফএ। ১ এবং ২ মে রেফারিদের নিয়ে বিশেষ কোর্সের আয়োজন করেছে বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। কোর্সের পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন এআইএফএফ-এর চিফ রেফারিং অফিসার ট্রেভর কেটেল, ন্যাশনাল রেফারি ম্যানেজার রাহুল গুপ্তা এবং এআইএফএফ জোনাল রেফারি ডেভেলপমেন্ট অফিসার পীযূষ বিশ্বাস।

'প্রতিভার সন্ধানে গুরুত্ব রাজস্থানে'

দ্রাবিড়ের দাবি

জয়পুর, ৯ এপ্রিল : নতুন নতুন প্রতিভা তুলে আনা। তাদের সঠিক দিকনির্দেশ। রাজস্থান রয়্যালস ফ্যাঞ্চাইজির ক্রিকেট-দর্শনের কথা শোনা গেল হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়ের গলায়। যশস্বী জয়সওয়াল, রিয়ান পরাগ, ধ্রুব জুরেলদের তালিকায় নয়া সংযোজন বৈভব সূর্যবংশী। দ্রাবিড়ের মতে, বয়স নয়, মূল লক্ষ্য প্রতিভার অন্বেষণ। সুযোগের অভাবে আড়ালে থাকা সেই সব প্রতিভাকে সামনে আনা।

প্রাক্তন ছাত্র শুভমান গিলের সঙ্গে রাহুল দ্রাবিড়।

উদাহরণ হিসেবে ৪১ বছর বয়সে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে অভিষেক ঘটানো প্রবীণ তাম্বের কথা তুলে আনলেন রাজস্থান রয়্যালসের হেডকোচ। দ্রাবিড় বলেছেন, 'প্রথম থেকেই আমরা (রাজস্থান) নতুন প্রতিভা তুলে আনা, তাদের সামনের দিকে এগিয়ে দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছি। এক্ষেত্রে বয়স নয়, মূল মাপকাঠি প্রতিভা, যা অনেকসময় যোগ্য স্বীকৃতি পায় না, আড়ালে থেকে যায়।'

নিজের কথার স্বপক্ষে দ্রাবিড়ের দাবি, 'তাম্বেকে নিশ্চয় তরুণ বলা যায় না। যাঁকে ফ্যাঞ্চাইজি খুঁজে এনেছিল। মঞ্চ দিয়েছিল নিজেকে প্রমাণ করার। 'তরুণ' শব্দ মাত্র। মূল কথা প্রতিভা। সবার সামনে যা তুলে ধরা, এটা কিন্তু খুব বেশি দেখা যায় না। শুধু ক্রিকেট পরিসরে নয়, রাজস্থান ফ্যাঞ্চাইজির প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুনদের আধিক্য, গুরুত্ব। সেটা মার্কেটিং, সেলস, মিডিয়া, ডিজিটাল টিম হতে পারে।'

গোলাপি ব্রিগেডের যে ভাবনার কৃতিত্বটা দ্রাবিড় দিচ্ছেন দলের মূল মালিক মনোজ বাদালেকে। বলেছেন, 'এই ব্যাপারে মনোজের ভাবনা বরাবরই পরিষ্কার। শুধু ক্রিকেটার নয়, ফ্যাঞ্চাইজির সঙ্গে জড়িত বাকিদেরও উন্নতিকে গুরুত্ব দেয়। ফ্যাঞ্চাইজির প্রতিটি ক্ষেত্রে তারই ছাপ।'

সমর্থন করলেন আইপিএলের নিলাম, টিম তৈরিতে সর্বোচ্চ আর্থিক সীমা বেঁধে দেওয়াকেও। দ্রাবিড়ের যুক্তি, এরফলে কোনও দলের একাধিপত্য থাকে না। প্রতিটি দলের সামনে সমানভাবে সুযোগ থাকে। কোচ হিসেবে প্রতি তিন বছর ছাড়া নতুন করে দল গড়া চাপের হলেও নিলাম পদ্ধতিই আইপিএল-কে ইউনিক বানিয়েছে।

বৈঠকে প্রাক্তন বাগান সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ এপ্রিল : মোহনবাগান ক্লাবে নির্বাচনের দামামা অনেক আগেই বেজে গিয়েছে। বুধবার ক্লাবে নির্বাচনি কমিটির সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেছেন প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বসু। সেখানে ক্লাব নির্বাচন নিয়ে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন তিনি। পরে নির্বাচনি কমিটির প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায় জানান, সংবিধান মেনে ক্লাবে নির্বাচন হবে। নির্বাচনের দিনক্ষণ যথাসময়ে জানানো হবে।

কোয়ার্টারে কিংস, গ্ল্যাডিয়েটর

আলিপুরদুয়ার, ৯ এপ্রিল : নবীন ক্লাবের নবীন ক্লাব প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল ডিসি গ্ল্যাডিয়েটর ও সুপার কিংস। ভোলারডাবরি বুধবার তৃতীয় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২৫ রানে ফ্রেন্ডস ইউনিটকে হারিয়েছে। গ্ল্যাডিয়েটর টসে জিতে ১০ ওভারে ৭ উইকেটে ৯৩ রান তোলে। মিলন ২১ রান করেন। কর্নেল ১৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ফ্রেন্ডস ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ৬৮ রানে আটকে যায়। বৈভব ১৭ রান করেন। বিশ্বদীপ রায় ১৫ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

চতুর্থ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে কিংস ২৯ রানে স্পার্টান জিমের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে কিংস ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৫ রান তোলে। সন্তু ৪৯ রান করেন। কুণাল তামাং ২৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জিম ৯.৩ ওভারে ১০৬ রানে গুটিয়ে যায়। উৎপল রায় ৩৪ রান করেন। কামাল হোসেন ১৪ রানে পেয়েছেন ৬ উইকেট।

তুষার দেশপান্ডের বল আপার কাটে বাউন্ডারিতে পাঠাচ্ছেন বি সাই সুদর্শন।

সাই-কৃষ্ণার দাপটে এক নম্বরে গুজরাট

গুজরাট টাইটান্স-২১৭/৬ রাজস্থান রয়্যালস-১৫৯ (১৯.২ ওভারে)

আহমেদাবাদ, ৯ এপ্রিল : টেস্ট ম্যাচ সুলভ রক্ষণের সঙ্গে টি২০ ক্রিকেটের চাহিদামাফিক আক্রমণাত্মক শটও রয়েছে বি সাই সুদর্শনের হাতে। চলতি আইপিএলে ধারাবাহিকতার নমুনা রাখছেন তামিলনাড়ুর তরুণ ব্যাটার সুদর্শন। প্রথম দুই ম্যাচে অর্ধশতরান করেছিলেন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ১ রানের জন্য পঞ্চাশের গণ্ডি টপকাতে পারেননি। বুধবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে সুদর্শনের দাপটে গুজরাট টাইটান্স পৌঁছায় ২১৭/৬ স্কোরে। বল হাতে প্রসিধ কৃষ্ণা (২৪/৩) বাকি কাজটা শেষ করে গুজরাটকে লিগ টেবিলে এক নম্বরে পৌঁছে দেন। পাঁচ ম্যাচ খেলে তাদের প্রাপ্তি ৮ পয়েন্ট।

এদিন নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে অবশ্য শুরুতে ধাক্কা খেয়েছিল গুজরাট। জোফ্রা আর্চারের (৩০/১) দুরন্ত ইনসুইং ডেলিভারি বুঝতে না পেরে বোল্ড হন শুভমান গিল (২)। কিন্তু এখান থেকে খেলা ধরে নেন সুদর্শন (৫৩ বলে ৮২) ও জস বাটলার (২৫ বলে ৩৬)। চলতি আইপিএলে গুজরাটের টপ থ্রি-র থেকেই দলের অধিকাংশ রান এসেছে। এদিনও তাদের প্রথম তিনের মধ্যে দুইজন রান পেলেন।

সুদর্শন-বাটলারের ৮০ রানের পার্টনারশিপ গুজরাটের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। তবে বাটলারকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন মহেশ থিকশানা (৫৪/২)। উলটোদিকে সুদর্শনকে টলানো যায়নি। আটটি চার ও তিনটি ছয়ে সাজানো ইনিংসে এমন কিছু শট খেললেন যা দেখার জন্য কয়েকশো কিলোমিটার পাড়ি দেওয়া যায়। সুদর্শনকে সঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন শাহরুখ খান (২০ বলে ৩৬)। সুদর্শনের ব্যাটিংয়ের মধ্যেও নজর কেড়েছেন রাজস্থানের সন্দীপ শর্মা (৪১/১)। হাতে পেস একদমই নেই। সম্ভবত চলতি আইপিএলের মন্থরতম পেসার। কিন্তু বুদ্ধি করে বলটা জায়গায় রাখতে পারেন। এদিনও নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের পাশাপাশি গুজরাটের বিগহিটার শেরফানে রাদারফোর্ডকে (৭) তুলে নেন সন্দীপ। শেষদিকে রাহুল তেওয়াটিয়া (১২ বলে অপরাজিত ২৪), রশিদ খানরা (১২) রান পেয়ে যাওয়ায় রাজস্থানের টার্গেট কঠিন হয়ে যায়।

চাপ সামলাতে না পেরে শুরুতেই ফিরে যান যশস্বী জয়সওয়াল (৬) ও নীতীশ রানা (১)। অহেতুক বাইরের বল তাড়া করে রশিদের হাতে ক্যাচ দেন যশস্বী। রিয়ান পরাগকে (২৬) নিয়ে সেই ধাক্কা সামলানোর চেষ্টা করেছিলেন সঞ্জু স্যামসন (২৮ বলে ৪১)। কুলবন্ত খেজরোলিয়ার বলে রিয়ান আউট হওয়ার পর বল ব্যাটে লাগা নিয়ে আম্পায়ারের কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এরপর একমাত্র শিমরন হেটমেয়ার (৩২ বলে ৫২) ছাড়া কেউ প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। রাজস্থান ১৯.২ ওভারে ১৫৯ রানে অল আউট হয়।

সামনে তাকাও, বার্তা শাহরুখের

চেন্নাই পৌঁছে গেল কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ এপ্রিল : হারা হুয়া বাজি জিতনে ওয়ালোকো বাজিগর কহেতে হ্যায়। আর জিতা হুয়া বাজি হারনে ওয়ালোকো?

প্রশ্নটা উঠেছে। চলছে চর্চা। হয়তো সময়ের সঙ্গে সেই চর্চা আরও বাড়বে। তার মধ্যেই জিতা হুয়া বাজি হেরে আজ সন্ধ্যায় চেন্নাই পৌঁছে গিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। শুক্রবার এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ কেকেআরের। সেই ম্যাচে কি ফের একইভাবে জিততে জিততে হারবে কেকেআর?

> মাথা উঁচু রাখো। পরের ম্যাচের জন্য তৈরি হও। এখনও পথ চলার অনেক বাকি রয়েছে। ভুল শুধরে সামনে তাকানোর সময় হয়েছে এবার।
>
> **শাহরুখ খান**

জবাব দেবে সময়। তার আগে বিকেলের বিমানে চড়ে সন্ধ্যায় চেন্নাই পৌঁছে যাওয়ার পর নাইটদের সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও দেওয়া হয়েছে। সেই ভিডিওর মাধ্যমে নাইট কর্ণধার শাহরুখ খান তাঁর নাইটদের জন্য বার্তা পাঠিয়েছেন। শেষ ম্যাচের ভুল শুধরে আজিঙ্কা রাহানেদের সামনে তাকানোর বার্তা দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি গত সন্ধ্যার ইডেনে লখনউ সুপার জায়েন্টসের ২৩৮ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে যেভাবে অধিনায়ক রাহানে, সুনীল নারায়ণ, ভেঙ্কটেশ আইয়াররা জয়ের মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন, তার প্রশংসাও শোনা গিয়েছে কিং খানের বার্তায়। শাহরুখের বার্তা নাইটদের সাজঘরে পড়ে শোনান দলের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর। তাঁর দলের উদ্দেশ্যে পাঠানো বার্তায় কিং খান বলেছেন, 'মাথা উঁচু রাখ। পরের ম্যাচের জন্য তৈরি হও। এখনও পথ চলার অনেক বাকি রয়েছে। ভুল শুধরে সামনে তাকানোর সময় হয়েছে এবার।'

'ভুল' বলতে বাজিগর ঠিক কী মানে করতে চেয়েছেন, স্পষ্ট নয়। কিন্তু শাহরুখ তাঁর বার্তায় রিঙ্কু সিংদের রান তাড়া করার চেষ্টার প্রশংসা করেছেন। একইসঙ্গে তিনি রিঙ্কুকেই দায়িত্ব দিয়েছেন, হতাশায় ডুবে না থেকে সতীর্থদের চাঙ্গা করার। বাদশার কথায়, 'খুব দুঃখজনক পরাজয়। কিন্তু এই ম্যাচ হারের মধ্যে অনেক পজিটিভ দিকও রয়েছে। বড় রানের চ্যালেঞ্জের সামনে পড়লেও আমরা যে শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে পারি, সেটা প্রমাণিত। প্রায় লক্ষ্যের কাছে পৌঁছেও গিয়েছিলাম আমরা। আর একটা বল পেলে কী হতে পারত, কারও জানা নেই।' লখনউয়ের ২৩৮ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে মাত্র চার রানে ম্যাচ হেরেছে কেকেআর। শেষ ওভারে দরকার ছিল ২৪ রানের। রিঙ্কু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারেননি। শাহরুখের কথায়, 'জীবন ও ক্রিকেট মাঠে অনেক সময় এমন পরিস্থিতি আসে, যখন সেরাটা দেওয়ার পরও সাফল্য আসে না। গতরাতে তেমনই একটা সময় গিয়েছে আমাদের।'

ব্যর্থতার যন্ত্রণা, লজ্জা, হতাশায় ডুবে না গিয়ে দল হিসেবে রাহানেদের ঘুরে দাঁড়ানোর আহ্বানও করেছেন কিং খান। বলেছেন, 'লক্ষ্যের এত কাছে পৌঁছানোর পরও ম্যাচ হারতে হওয়ায় হৃদয় ভেঙেছে আমারও। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, দল হিসেবে এই দলটার ভুল শুধরে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ও দক্ষতা রয়েছে।' শুক্রবার রুতুরাজ গায়কোয়াড, মহেন্দ্র সিং ধোনি, রবীন্দ্র জাদেজাদের বিরুদ্ধে তাদেরই ঘরের মাঠে কেকেআর ভুল শুধরে ঘুরে দাঁড়াতে পারে কিনা, সেটাই এখন দেখার। এদিকে, আজ কেকেআরের তরফে নেট বোলার হিসেবে অভিষেক ডালহোরকে দলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। মুম্বইয়ের স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগে শেষ দুই বছর ধরে অভিষেক ভালো পারফর্ম করছেন।

ইংল্যান্ড সফরে পাঁচে শ্রেয়সকে চান সৌরভ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ এপ্রিল : চলছে অষ্টাদশ আইপিএল। একইসঙ্গে আলোচনা চলছে জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফর নিয়েও। বিলেতে ভারতীয় দলের কম্বিনেশন কেমন হতে পারে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে।

হয়তো আর কয়েকদিনের মধ্যেই বিলেত সফরের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা হয়ে যাবে। আর সেই দলে পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে চাইছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের মনে হচ্ছে, শ্রেয়স দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে শুরু করে চলতি আইপিএলে ব্যাট হাতে যেমন ছন্দে রয়েছেন, তারপর শ্রেয়সের অবশ্যই বিলেত সফরের টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে থাকা উচিত। শুধু তাই নয়, রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, বিরাট কোহলির পর ভারতীয় দলের পাঁচ নম্বর ব্যাটার হিসেবে শ্রেয়সকে দেখতে চাইছেন মহারাজ। আজ সৌরভ বলেছেন, 'শ্রেয়স স্বপ্নের ফর্মে রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, ওর ইংল্যান্ড সফরের দলে থাকা উচিত। ভারতীয় ব্যাটিং লাইনের পাঁচ নম্বর জায়গায় শ্রেয়সই এখন আদর্শ।'

শ্রেয়স শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ড সফরের দলে সুযোগ পাবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে নিশ্চিতভাবেই তিনি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের মূল চুক্তিতে ফিরতে চলেছেন। চলতি মাসের শেষের দিকে বিসিসিআইয়ের তরফে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মূল চুক্তির তালিকা প্রকাশিত হতে পারে। আর সেই তালিকায় শ্রেয়সের প্রত্যাবর্তন সময়ের অপেক্ষা। ঠিক যেমন চোট সারিয়ে মুম্বইয়ের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফরমেন্সের পুরস্কার হিসেবে অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুরও বোর্ডের মূল চুক্তির তালিকায় ফিরতে চলেছেন। শার্দূলের ইংল্যান্ড সফরেও যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

পাঞ্জাব কিংসকে এবার সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শ্রেয়স আইয়ার।

রুপো আশিকার

আলিপুরদুয়ার, ৯ এপ্রিল : মালদায় বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসে অ্যাথলেটিক্সে রুপো পেয়েছেন আলিপুরদুয়ার জেলার আশিকা ওরাওঁ। নামেন হাই জাম্পে।

দ্বিতীয় সোমেন

দিনহাটা, ৯ এপ্রিল : মালদায় আয়োজিত বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নবম নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসে ওয়েটলিফটিংয়ে সাফল্য পেল দিনহাটার প্রতিযোগীরা। ৫৫ কেজি ওজন বিভাগে সোমেন বর্মন দ্বিতীয় হয়েছেন। আদিত্য সাহা ও দীপ রায় যথাক্রমে চতুর্থ এবং ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেন। কোচবিহার জেলা ওয়েটলিফটিং সংস্থার সচিব বিভুরঞ্জন সাহা জানিয়েছেন, এই সাফল্যে তাঁরা আপ্লুত।

সোনা জিতে আশরাফ আলি ও প্রমীলা রাজগর। মালদায় বুধবার।

সোনা আশরাফ, প্রমীলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : মালদায় নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসে বুধবার হাই হাই জাম্পে সোনা জিতলেন শিলিগুড়ির আশরাফ আলি ও প্রমীলা রাজগর। পুরুষ বিভাগে আশরাফ ২.০৫ মিটার লাফিয়েছেন। মহিলা বিভাগে প্রমীলা লাফিয়েছেন ১.৬০ মিটার। এছাড়াও শিলিগুড়ির মহম্মদ রাকেশ পুরুষদের হাই জাম্পে ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

বিশ্বদীপের ৪ উইকেট

বড়দিঘি, ৯ এপ্রিল : কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমলাই প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বুধবার এমআর ইলেভেন ৬ উইকেটে মেহেদি ওয়ারিয়র্সকে হারিয়েছে। টসে হেরে মেহেদি ১০.৩ ওভারে ৯০ রানে অল আউট হয়। গোরাবুল আলম ৩০ ও চন্দন লোহার ১৮ রান করেন। ম্যাচের সেরা ময়নুল হাসান হ্যাটট্রিক সহ ১৮ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন কিশান রায়ও (১৮/৩)। জবাবে এমআর ৭.১ ওভারে ৪ উইকেটে ৯১ রান তুলে নেয়। মহেন রায় ৪৯ রান করেন। গোরাবুল ২৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার বড়দিঘি ১৭ রানে নাসিম ইলেভেনের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার ১২ ওভারে ১২৯ রানে অল আউট হয়। প্রজ্ঞান রাই ৩৪ ও আব্দুল গফফার ৩৮ রান করেন। রাসেল মোহ ১৫ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। জবাবে নাসিম ১১.৫ ওভারে ১১২ রানে সব উইকেট হারায়। রোশন আলি ২৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা বিশ্বদীপ রায় ১৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন অনুপ রায়ও (৩২/৩)।

উত্তরের খেলা

কাল রোটারির এসসিএল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : রোটারি ক্লাব অফ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটানের শিলিগুড়ি ক্রিকেট লিগ (এসসিএল) শুক্রবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হবে। আয়োজকদের তরফে জ্যোতি দে সরকার জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতার সপ্তম বর্ষে ১০টি দল অংশ নেবে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টায় খেলা শুরু হবে। ফাইনাল রবিবার।

১৩-য় ট্রায়াল রাজ্য পাওয়ারলিফটিংয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল : বেলাকোবায় ৩ ও ৪ মে রাজ্য পাওয়ারলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ রয়েছে। এজন্য জেলা দল গঠনের ট্রায়াল ১৩ এপ্রিল নেওয়া হবে বলে দার্জিলিং জেলা পাওয়ারলিফটিং সংস্থার সচিব অশোক চক্রবর্তী জানিয়েছেন। অশোক বলেছেন, 'ইকুইপমেন্ট ও আন-ইকুইপমেন্ট ফুল পাওয়ার লিফটিং, বেঞ্চ প্রেস এবং ডেড লিফটের জন্য হায়দারপাড়ার এশিয়ান গোল্ডেন জিমে হবে ট্রায়াল। সাব-জুনিয়ার, জুনিয়ার, সিনিয়ার ও মাস্টার্স বিভাগে জেলা দল গঠন করা হবে।'

হারল জেওয়াইএমএ

আলিপুরদুয়ার, ৯ এপ্রিল : প্রোগ্রেসিভ কিডস কাপ অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেট বুধবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৯২ রানে ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি বারোবিশাকে হারিয়েছে। ডিআরএম মাঠে বিজয় টসে জিতে ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ২৪২ রান তোলে। আলিশান আলি আনসারি ১৩১ রান করে। আয়ুষ মিত্রর অবদান ৫৩ রান। ভিক্টর রায় ৩৫ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে ডুয়ার্স ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫০ রানে আটকে যায়। অঙ্কিত রায় ৬০ রান করে।

অন্য ম্যাচে রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৩৪ রানে জলপাইগুড়ির জেওয়াইএমএ কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে জয় পায়। রেইনবো টসে জিতে ১৮ ওভারে ৫ উইকেটে ১৮৮ রান তোলে। মণীশ বর্মন ৯১ রান করে। জবাবে জেওয়াইএমএ ১৮ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫৪ রানে আটকে যায়। অঙ্গদ রাউত ৭০ রান করে। রাজদীপ চৌধুরী ২৯ রানে নেয় ২ উইকেট।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা অমিত বর্মণ - কে 07.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 87H 95664 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জেতার ফলে আমি একটি বিশাল দায়িত্বের অনুভূতি পেয়েছি কারণ এটি আমার মতো একজন সাধারণ মানুষের জন্য অনেক বড়ো একটি প্রাপ্তি। ডিয়ার লটারি অসংখ্য মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।